

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় ७७রবঈ সংবাদ

মহিলা রক্ষীদের গুলি

হবিবপুরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে গুলির শব্দ। তবে এবার চোরাচালান রুখতে গুলি চালিয়েছেন সীমান্ত রক্ষীবাহিনী। পাচারকারীদের আটকে উদ্ধার করেছে পাঁচটি গবাদিপশু

আবাসের সৌজন্যে মহার্ঘ ইট

কেন্দ্র ও রাজ্যের দীর্ঘদিন টালবাহানার পরে বাংলা আবাস যোজনায় ঘর তৈরির কিস্তির টাকা দেওয়া শুরু হয়েছে। সে সুযোগে কুশমণ্ডিতে ইটের দাম বাড়িয়েছেন ইটভাটা মালিকরা। 🕨 8 ২৩° ১২° ২৩° ১৬° ২৩°

বেড রেস্টের জল্পনা ওড়ালেন বুমরাহ



৩ মাঘ ১৪৩১ গুক্রবার ৪.০০ টাকা 17 January 2025 Friday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 239

প্রসূতির মৃত্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর নজরে শুধুই গাফিলতি

১২ চিকিৎসক সাসপেড

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় হাসপাতালের আরএমও, ভাইস প্রিন্সিপাল সহ ১২ জন সিনিয়ার ও জুনিয়ার ডাক্তারকে সাসপেন্ড করল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার নবান্নে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ও স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগমকে নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগেই এই ঘটনায় স্বাস্থ্য ভবনের এক বিশেষ দলকে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হয়েছিল। একইসঙ্গে সিআইডিও ঘটনার তদন্ত করেছে। দুটি তদন্ত রিপোর্টই এদিন নবারে জমা পড়েছে। তারপরই সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই ১২ চিকিৎসককে সাসপেন্ডের কথা ঘোষণা করেন। একইসঙ্গে এই প্রসৃতি মৃত্যুর জন্য সিনিয়ার ডাক্তারদের তুলোধোনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বলেন, 'যাঁদের হাতে মানুষের ভাগ্য নিধারিত হয়, যাঁদের হাতে সন্তান জন্মায়, তাঁরা দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে মা এবং সন্তানকে বাঁচানো যেত। অস্ত্রোপচারের সময় যে প্রোটোকল মেনে চলা দরকার, তা মানা হয়নি। সিনিয়ার চিকিৎসকরা উপস্থিত না হয়ে জুনিয়ার চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচার করেছেন।' এদিকে এদিনই রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে পাঁচ চিকিৎসককে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বদলি

মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে এক নবজাতকেরও। তিনজনকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসা করা এনে



নিধারিত হয়, তাঁরা দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে মা এবং সন্তানকে বাঁচানো যেত। অস্ত্রোপচারের সময় যে প্রোটোকল মেনে চলা দরকার, তা মানা হয়নি। সিনিয়ার চিকিৎসকরা উপস্থিত না হয়ে জুনিয়ার চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচার করেছেন।

> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্ৰী

হচ্ছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, ওই তিনজনের মধ্যে দু-জনের অবস্থা স্থিতিশীল ও একজনের অবস্থা সংকটজনক। স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় সবকিছু থাকা সত্ত্বেও কয়েকজনের গাফিলতিতে এই বদনাম হচ্ছে। সিনিয়ার চিকিৎসকদের নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সত্ত্বেও

হাসপাতালে এক প্রসূতির আগেই দুটি রিপোর্টই আমাদের হাতে এসেছে। দুটি রিপোর্ট মিলেও গিয়েছে। আমরা সেই কারণেই সেদিন দায়িত্বে থাকা ১২ জন চিকিৎসককে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' যে প্রসূতি মারা গিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের কেউ চাকরি করতে চাইলে তাঁকে চাকরি দেওয়া হবে ও তাঁর পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে মখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। যে ১২ জন চিকিৎসকের গাফিলতির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করে সিআইডি ঘটনার তদন্ত করছে। এর আগেই এদিন সকালে স্বাস্থ্য দপ্তরের মেডিসিন ও সরঞ্জাম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বিশেষ সচিব চৈতালি চক্রবর্তীকে সরিয়ে সেই জায়গায় শুভাঞ্জন দাসকে বসানো হয়েছে।

> এদিন যাঁদের সাসপেন্ড করা হয়েছে, তাঁরা হলেন আরএমও সৌমেন দাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর দিলীপ কুমার পাল, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিমাদ্রি নায়েক, বিভাগীয় প্রধান মহম্মদ আলাউদ্দিন, অ্যানাস্থেটিস্ট পল্লবী বন্দ্যোপাধ্যায়, পিজিটি মৌমিতা মণ্ডল, পূজা সাহা, ইন্টার্ন চিকিৎসক সুশান্ত মণ্ডল, পিজিটি জাগৃতি ঘোষ, ভাগ্যশ্ৰী কুণ্ডু, মণীশ কুমার ও হাসপাতাল সুপার জয়ন্ত রাউত।

> মমতা এদিন গত ১৪ বছরের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, 'আমরা বেডের বাড়িয়েছি। কলেজের সংখ্যা বাড়িয়েছি। তা

স্যালাইন নিয়ে প্রশ্ন

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জানুয়ারি : স্যালাইন ল্যাকটেট নিয়ে হইচইয়ের মাঝে ১০ বছর স্বাস্থ্য দপ্তরের কোপে পড়েছিলেন আরএল স্যালাইন নিয়ে 'হুইসলব্লোয়ার'। এব্যাপারে আগেই অভিযোগ জানিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সেই স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ উদয়ন মিত্র। ২০১৫ সালে আলিপুরদুয়ার জেলায় পরপর কয়েকজন প্রস্তির মৃত্যু হয় ওই স্যালাইন ব্যবহারের জন্য। এমনকি একইদিনে দুজন প্রসূতির মৃত্যু হয়েছিল। সেই সময় জেলা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক উদয়ন বাইরে থেকে অন্য স্যালাইন কিনে ব্যবহার করে মৃত্যুস্রোত আটকান। চিঠি দিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানিয়েছিলেন, রিংগার ল্যাকটেট ব্যবহারের পর প্রসৃতিদের সমস্যা হচ্ছে। আর তাতেই স্বাস্থ্য দপ্তরের বিষনজরে পড়েন ডাঃ মিত্র। হাসপাতালের নিয়ম ভঙ্গ করেছেন বলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে শোকজ করে কর্তৃপক্ষ। তাতে অবশ্য দমে যাননি ওই চিকিৎসক। এরপরে একরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ডাঃ মিত্রকে মালদায় বদলি করা

হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে দেন। রাজ্যজুড়ে যখন স্যালাইন এরপর দশের পাতায় | কাণ্ড নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে সেই

হয়েছিল। শেষে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে

একরকম প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি

সময় ১০ বছর আগের সেই চিঠির বিষয়টি আবার সামনে এসেছে। ডাঃ মিত্র বলেন, 'প্রস্তিদের রিংগার ল্যাকটেট স্যালাইন দেওয়ার পর তাঁদের রক্তচাপ কমে যেতে দেখা যায়। কয়েকজন মারাও যান। এরপর সরকারি সাপ্লাইয়ের রিংগার ল্যাকটেট ব্যবহার বন্ধ করে বাইরে থেকে স্যালাইন কিনে রোগীদের দেওয়া হয়। তখন সমস্যা আর হয়নি। আমরা সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে বুঝছিলাম সরকারি সরবরাহ করা রিংগার ল্যাকটেটে সমস্যা

রিংগার ল্যাকটেট নিয়ে এইসব চচরি মাঝে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার উদয়ন মিত্রর চিঠি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি বলেন, 'আজ থেকে দশ বছর আগে যে চিকিৎসক ওই স্যালাইন দুর্নীতি বুঝতে পারেন তাঁকে পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিল। সেটা না করে রাজ্য সরকার তাঁকে শোকজ করেছে। চাপে ফেলেছিল। বাধ্য হয়ে তাঁকে চাকরি ছাড়তে হয়।' স্বাস্থ্য দপ্তর অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ

ফামাসিউটিক্যালস রিংগার ল্যাকটেট স্যালাইন সহ মোট ১৪টি ওষুধ নিষিদ্ধ করেছে। আরএমও, এমএসভিপি সহ ১২ জন সিনিয়ার ও জুনিয়ার ডাক্তারকে সাসপেভ করেছে। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, কয়েক মাস আগে কণটিক এরপর দশের পাতায়



উড়িয়ে ঝুপড়ি থেকে দুষ্ণতী গ্রেপ্তার

कालिग्राठक, ১৬ জानुग्राति : আখের জমি, লিচু বাগান আর ঘন জঙ্গল। জনমানব শূন্য প্রত্যন্ত এলাকা বলতে যা বোঝায়, কালিয়াচকের বালুয়াচারা মাঠ আক্ষরিক আর্থে তাই। কালিয়াচকে তৃণমূল নেতা আতাউর শেখ ওরফে বাসাকৈ খুনের ঘটনায় কয়েকজন অভিযুক্ত সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু ড্রোনের ঈগল চোখ তাদের ধরিয়ে দিল। জঙ্গলের ভেতর ঝুপড়ি থকে দুই দুষ্কৃতীকে ধরল পুলিশ। 'তদন্তের স্বার্থে' তাদের পরিচয় প্রকাশ্যে আনা হয়নি। খোঁজ মেলেনি মূল অভিযুক্ত জাকির

জানুয়ারি >8 কালিয়াচক-১ ব্লকের নওদা যদুপুর অঞ্চল তৃণমূল সম্পাদক আতাউর শেখকে খুন করা হয়। গুলিবিদ্ধ হয় তৃণমূলের সভাপতি বকুল শেখ এবং তার ভাই প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান এশারুদ্দিন শেখের উপরেও হামলা চলে। সরাসরি অভিযোগের আঙুল ওঠে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য জাকির শৈখের দিকে। ঘটনার রাতেই



🔳 বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা নাগাদ তদন্তকারীদের একটি টিম ড্রোন নিয়ে জাকিরের বাড়ির পেছনে বালুয়াচারা মাঠের শেষ প্রান্তে পৌঁছায়

 লিচু বাগান ঘেঁষা জঙ্গলের ভেতরে থাকা ঝুপড়ির হদিস মেলে ড্রোনের চোখেই

 চারদিক থেকে এলাকা াঘরে ফেলে এাগয়ে যায় পুলিশ। বেলা একটা নাগাদ ধরা পড়ে দুই দুষ্কৃতী

গ্রেপ্তার হয় জাকিরের ঘনিষ্ঠ আমির হামজা নামে এক সমাজবিরোধী। জাকিরের খোঁজে বুধবার কুকুর নিয়ে তল্লাশি চালিয়েছিল পুলিশ। হামজাকে জেরার সূত্র ধরে বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা নাগাদ তদন্তকারীদের একটি টিম ড্রোন নিয়ে জাকিরের বাড়ির পেছনে বালুয়াচারা মাঠের শেষ প্রান্তে পৌঁছায়। লিচু বাগান ঘেঁষা জঙ্গলের ভেতরে থাকা ঝুপড়ির হদিস মেলে ড্রোনের চোখেই। চারদিক থেকে এলাকা ঘিরে ফেলে এগিয়ে যায় পুলিশ। বেলা একটা নাগাদ ধরা পড়ে দুই দুষ্কৃতী। তাদের কালিয়াচক থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদের সম্পর্কে পুলিশ এখনও মুখ না খুললেও সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ধৃত দুজনের মধ্যে একজন কালিয়াচকের এবং আরেকজন বিহারের বাসিন্দা।

ঘটনার দুদিন পরও নওদা যদুপুর আঞ্চলের পরিবেশ থমথমে। বকুলৈর ভাই আজমল শেখ এদিন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'হামলার ঘটনার প্রচুর ভিডিও ফুটেজ পুলিশ পেয়েছে। এর পরেও যদি জাকির সহ মূল দুষ্কৃতীরা গ্রেপ্তার না হয় তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হব।'

করা হয়েছে।

প্রহসনের অন্য নাম একদিনের স্কুল ক্ৰীড়

রূপায়ণ ভট্টাচার্য



বছরের সময়টা আচমকা সক্রিয় হয়ে ওঠেন স্কুলের শিক্ষকরা। প্রধান হঠাৎ খেলা নিয়ে

আবেগ ও অ্যাড্রিনালিন বইতে থাকে একেবারে ভরাবর্ষার তিস্তার মতো। এঁরা এক একজন নিজেকে ভাবতে থাকেন অ্যালেক্স ফার্গুসন, পেপ গুয়ার্দিওলা, প্লেন মিলস, রিচার্ড উইলিয়ামস। বা রাহুল দ্রাবিড়-পুল্লেলা গোপীচাঁদ। নিদেনপক্ষে অমল দত্ত-পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনেকে শীতঘুমে যায়। আর বাংলাজুড়ে শিক্ষকরা শীতকালেই জেগে ওঠেন। কী খেলা খেলবি যে

হইহই রইরই ব্যাপার। কী, না স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া হবে! সব শিক্ষকই কোচ হয়ে উঠবেন। কত

হায় রে, সেটা শুধু একদিনের জন্য। টুর্নামেন্ট বা মিট বলে তাকে লজ্জা দেবেন না, স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া আসলে উৎসব। অপেশাদারিত্বই যেখানে শেষ কথা। বাকি ৩৬৪ দিন স্কুলের খেলার দিকে শিক্ষকদের নজর থাকে না। গ্রাম ও শহর, দুটোই এখানে এক তারে

এই সময় কলকাতা ময়দানেও অনেক ছোট মাঠের ধারে দেখবেন, একটি প্যান্ডেল বাঁধা সাদা, নীল, কমলা রং দিয়ে। একটু ধনী স্কুল সেখানে বার্ষিক ক্রীড়া করবে। সামনের মাঠে কিছু অবিন্যস্ত সাদা লাইন দেওয়া হয়েছে চুন দিয়ে। এখানে হবে দৌড়। প্রতিযোগীদের বরাদ্দ পাউরুটি, ডিম ও কলা। আরও একটু বেশি ধনী হলে ময়দানে চিকেন স্টু আর টোস্ট।

এখানেও বার্ষিক ক্রীড়া হবে এবং সেটা একদিনের জন্য। কোনও সাংবাদিক *এরপর দশের পাতায়*

পাঞ্জিপাড়া ও শিলিগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশকে গুলি করে বন্দি পালানোর ঘটনায় এবার বাংলাদেশি-যোগ সামনে এল। ওপার বাংলার ঠাকুরগাঁ জেলার বাসিন্দা আবদুল ্ভসেনই মূল অভিযুক্ত সাজ্জাক আলমকে অস্ত্র সরবরাহ করেছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। আর তারপরই কার্যত মুখে চুনকালি পডেছে রাজ্য প্রশাসনের। পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং পুলিশের মনোবল ফেরাতে পালটা আক্রমণের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। আহত দুই পুলিশকর্মীকে দেখতে এসে শিলিগুড়িতে কার্যত হুংকারের সুরে ডিজি বলেছেন. 'আমরা সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার কাজ করে থাকি। কিন্তু আমাদের ওপর গুলি চালানো হলে আমরা চারগুণ চালাব।

উত্তরবঙ্গে অপরাধে কিছতেই যেন লাগাম টানা যাচ্ছে না। মালদায় কাউন্সিলার খুন থেকে কালিয়াচকে তৃণমূল নেতাকে থেঁতলে মারা, পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি- পরপর এই তিন ঘটনায় প্রশ্নের মুখে আইনশৃঙ্খলা। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের নতুন ভবনে



ইকরচালায় শুটআউটের ক্রাইম স্পর্টে রাজ্য পুলিশের ডিজি। বৃহস্পতিবার।

বৈঠক করেন ডিজি। তার আগে সকালে মাটিগাড়ার নার্সিংহোমে গিয়ে জখম দুই পুলিশকর্মীর সঙ্গে দেখা

পাঞ্জিপাড়ায় বাংলাদেশ যোগ

করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন নর্থবেঙ্গল আইজি রাজেশকমার যাদব। পরে বিকেলে পাঞ্জিপাড়ায় ঘটনাস্থলে যান ডিজি।

পুলিশকে চালানোর গুলি ঘটনায় যে বাইরে থেকে অস্ত্র আমদানি হয়েছিল, তার আভাস দিয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদই। সেদিন চুপ করে থাকলেও এদিন সেই উত্তরবঙ্গের পদস্থ কর্তাদের সঙ্গে তত্ত্বেই প্রাথমিকভাবে সিলমোহর দিতে পারলেও ২ লক্ষ টাকার

দিয়েছে পুলিশ। সুত্রের খবর, জখম অফিসারের সার্ভিস রিভলভার ও গুলি পুলিশ হেপাজতেই রয়েছে। উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশকুমার যাদব বলছেন, 'আবদুল জামিনে রয়েছে। সে আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করেছে বলে আমরা একটা লিংক পেয়েছি। কোর্ট লক আপেই আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়া হয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'যে বুলেট ব্যবহার করা হয়েছে, সেই বুলেট পুলিশ ব্যবহার

এদিকে, আবদুলের খোঁজ দিতে পারলে ২ লক্ষ টাকার নগদ পুরস্কার ঘোষণা করেছে পুলিশ। সঙ্গে মূল অভিযুক্ত করণদিঘি থানা এলাকার বাসিন্দা সাজ্জাক আলমকে ধরিয়ে

স্থগিত হাজিরা

দুই পলিশকর্মীকে গুলি করে বিচারাধীন বন্দি পালানোর ঘটনায় শোরগোল পড়েছে রাজ্যজুড়ে। সেই ঘটনার পর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। আর তার পরদিনই জেলখানা থেকে রায়গঞ্জ ও মালদা জেলা আদালতে সশরীরে আসামিদের পাঠানো হয়নি। শুধুমাত্র জরুরি ট্রায়ালের ক্ষেত্রে ভার্চয়ালি প্রোডাকশন করা হয়েছে

▶ বিস্তারিত দশের পাতায়

পুরস্কার দেওয়া হবে। পুলিশের জারি করা পোস্টারে আবদুলের ঠিকানা গোয়ালপোখন দেখানো হলেও এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী গোলাম জানিয়েছেন, সেখানকার বাসিন্দাই নয়।ইসলামপুর আদালতের সরকারি আইনজীবী মুখতার আহমেদও স্পষ্ট করেছেন, শুটআউট কাণ্ডে 'ওয়ান্টেড' আবদুল বাংলাদেশের বাসিন্দা। ২০১৯ সালে ফরেনার্স অ্যাক্টে তার বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়। আদালতে দোষী প্রমাণিত হলে আবদুলের তিন বছরের সাজা ঘোষণা হয়। *এরপর দশের পাতায়*





উত্তরবঙ্গের কিছু নিবাচিত

খবরের ভিডিও দেখতে

কিউআর কোড স্ক্যান করন

র্যটন মানচিত্রে আসছে হিলির

বিধান ঘোষ

হিলি, ১৬ জানুয়ারি : জাতীয় পর্যটন মানচিত্রে হিলিকে যুক্ত করল ভারতীয় সেনা। ১৯৭১ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের হিলি রণাঙ্গন পর্যটকের কাছে তুলে ধরবে ভারতীয় সেনা। বিশেষ পোর্টালের মাধ্যমে পর্যটকরা আবেদন করে ওই রণাঙ্গন ভ্রমণ ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে সমৃদ্ধ হতে পারবেন। সেনা দিবসে হিলি রণাঙ্গনকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে উদ্বোধন করেছে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী। উদ্বোধন মঞ্চ ভারতীয় সেনার বীরগাঁথা ভূমি পরিদর্শনের আহ্বান জানিয়েছেন রাজনাথ সিং।

১৯৭১ সালে ভারত পাকিস্তান



হিলি ওয়ার মেমোরিয়াল। বৃহস্পতিবার।

যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গন ছিল হিলি। অতর্কিত পাকিস্তানের হামলায় চারশোরও বেশি সেনা শহিদ থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিলি রণাঙ্গন। হন। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনও যুদ্ধে এমন ঘটনা নেই। ওই যুদ্ধের সেনার সাফল্যমণ্ডিত স্থলগুলিতে

সবথেকে বেশি দিন চলা রণাঙ্গন হিলি। ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সব কেন্দ্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ভারতীয়

পর্যটন কেন্দ্র গড়তে তুলতে উদ্যোগী হয়। ভারতীয় সেনার সূর্যগাঁথা নামে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভারতের ৮টি রণাঙ্গনকে চিহ্নিত করে তুলে ধরেছে সেনা। ওই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের হিলি রণাঙ্গনকে তুলে ধরেছে ভারতীয় সেনা। ভারত সরকারের ভারত রণভূমি দর্শন নামে ওয়েব পোর্টালে আবেদন করে পর্যটকরা হিলি রণাঙ্গন ভ্রমণ, সেনার বীরত্ব ও যুদ্ধকাহিনী জানতে পারবেন। বুধবার ভারতীয় সেনা দিবসের সন্ধ্যায় মহারাষ্ট্রের পুনেতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ওই পোর্টালের উদ্বোধন করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। ওই অনুষ্ঠানে হিলির শহিদ বেদি প্রাঙ্গণ থেকে লাইভে উপস্থিত ছিলেন

সেনার ত্রিশক্তি বাহিনীর সেনারা হিলিকে পর্যটন মানচিত্রে যুক্ত করার পাশাপাশি জাতীয় যুদ্ধ সংগ্রহশালা নিমাণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। সেনা দিবসের অনুষ্ঠান মঞ্চে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, 'ভারতীয় সেনার বীরত্ব মানুষের কাছে তুলে ধরতে রণাঙ্গনগুলিতে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। ভারত রণভূমি দর্শনের মাধ্যমে মানুষ দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৮টি যুদ্ধক্ষেত্রে পর্যটকরা যেতে পারবে। সীমান্তে পর্যটনের বিকাশ হবে ও মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।'

স্থানীয় নৃত্যশিল্পী সুচরিতা পান্ডের কথায়, 'ওই অনষ্ঠানে আমন্ত্ৰিত এরপর দশের পাতায়

বাড়িতে ছারাবদ্ধ

রাতে মুম্বইয়ের বান্দ্রায় সংগুরু শরণ ভবনের ১৩ তলার যে থ্রি বিএইচকে ফ্ল্যাটে মারাত্মক কাণ্ডটা ঘটে গেল, তার মাত্র কয়েকঘণ্টা আগেই সেই বাড়ির মালকিন এক মিষ্টি-উফ্ট ডিনার আউটিং-এর ছবি পোস্ট করেছিলেন। তাঁর সখীদের নিয়ে ডিনার করতে গিয়েছিলেন করিনা কাপুর খান। যেখানেই যান, ছবি পোস্ট করতে তাঁর ভুল হয় না। এদিনও করেছিলেন। কিন্তু তখন আর কে জানত, ভোররাতে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনাটা

বুধবার রাত আড়াইটা। বান্দ্রা

পশ্চিমের 'সৎগুরু শরণ' ভবনে তখন রাতের নিস্তন্ধতা। আচমকা সেই অন্ধকার চিড়ে যায় মহিলা কণ্ঠের চিৎকারে। বাড়ির হলঘরে অচেনা ব্যক্তিকে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে দেখে চিৎকার করে ওঠেন করিনা কপূর। তারপরের ঘটনাপ্রবাহে ছিল ধস্তাধস্তি, ছুরি, আঘাত আর রক্ত। নিজের বাড়িতেই দুষ্কৃতীর ছুরিকাঘাতে জখম হয়েছেন করিনার স্বামী তথা বলিউড অভিনেতা সইফ আলি খান। গুরুতর জখম অবস্থায় তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিনেতার পুত্র ইব্রাহিম খান একটি অটোতে হাসপাতালে নিয়ে যান বাবাকে।

খবর ছড়াতেই অভিনেতা শাহরুখ খান, সিদ্ধার্থ আনন্দ সহ বলিউডের বহু তারকা হাসপাতালে উপস্থিত ফডনবিশ জানিয়েছেন, 'পলিশ হয়ে অভিনেতার পরিবারের পাশে দ্রুত পদক্ষেপ করেছে। তাদের দিক থাকার বার্তা দেন। পশ্চিমবঙ্গের থেকে

বলেন 'সইফ আলি খানের ওপর হামলার ঘটনা খুবই উদ্বেগজনক। আমি তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।' মুম্বই পুলিশের কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি ও কংগ্রেস নেতৃত্ব। তাঁদের বক্তব্য,

কীভাবে জখম

 বুধবার রাত আড়াইটে নাগাদ নিজের আবাসনের ১৩ তলার ঘরে আক্রান্ত হন

৬টি ছুরির আঘাত রয়েছে। তাঁর নিউরো ও কসমেটিক সাজারি হয়েছে

অভিনেতার শরীরে অন্তত

🛮 ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়

■ আবাসনের সিসিটিভি

ফুটেজে ঘটনার দু'ঘণ্টা আগে পর্যন্ত কাউকে ঢুকতে দেখা যায়নি। তবে আবাসনের সাত তলার সিঁড়িতে হামলাকারীকে দেখা গিয়েছে

যদি সেলেব্রিটির বাড়িতেই এই সইফের বাড়িতে হামলার ধরনের হামলা হয়, তবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা যদিও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র

আমার উত্তরবঙ্গ

এবং

ভুল

(C/113756)

জেআইএস-এর अ(म्यलन

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : জেআইএস বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে উচ্চশিক্ষা সম্মেলন ২০২৫ আয়োজিত এগজিকিউটিভ আর্কিটেক্ট শ্রী শুভেন্দ হল। জেআইএস স্কুল অফ মেডিকেল দে ও জেআইএস-এর একাধিক সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চে আয়োজিত একদিনের এই সম্মেলনে শিক্ষা, শিল্প এবং প্রযুক্তিতে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এক হন। তাঁরা ভারতে উচ্চশিক্ষার ভবিষাৎ গঠনের রূপান্তরমলক ধারণা নিয়ে সম্মেলনে আলোচনা করেন।

ইভিয়ান সম্মেলনে ইউনিভার্সিটি সমিতির সেক্রেটারি জেনারেল ডঃ পঙ্কজ মিত্তল, শিক্ষা ও অনুসন্ধানের উপাচার্য প্রদীপ্তকুমার মাইক্রোসফট ইন্ডিয়ার

শ্রী শমীক মিশ্র, আইবিএম-এর আধিকারিক সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

জেআইএস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ভবেশ ভট্টাচার্য ও জেআইএস গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সর্দার তরণজিৎ সিং জানিয়েছেন, এই সম্মেলনটি শিক্ষাক্ষেত্রে উদীয়মান একীকরণ, ভারতের প্রযক্তির উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার গ্লোবাল দৃষ্টিভঙ্গি সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনার জন্য প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে।

রেলওয়ে জ্ঞ্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্যে ই	१-निनाম कार्यসূচী
তিনসুকিয়া মণ্ডল অধিক্ষেত্রের অধীনে ফেব্রুরারি/২০২৫ মাসের হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী নিম্নঅনুসারে নির্ধারিত করা হয়েছেঃ	জন্যে রেলওয়ে জ্যাপ সামগ্রী বিফির

ক্ৰমিক সংখ্যা.	মাস	তারিখ	
>	ফেব্রুয়ারি/২০২৫	ভিনস্কিয়া মগুলের জন্যে ১১-০২-২০২৫, ১৯-০২- ২০২৫ এবং ২৭-০২-২০২৫ জিএসজিভিত্রসাড় টাউনের জন্যে ০৬-০২-২০২৫, ১৩- ০২-২০২৫ এবং ২১-০২-২০২৫	

ইন্ছক ভাককর্তাগণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর যোগে ই-নিলাম কার্যসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ভিজাই,সিএমএম/ভিক্রনাড

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

".eixerform ettass vellerssetu"

Office of the Sub-Divisional Officer,

Siliguri, Darjeeling (SWASTHYA SATHI SECTION) Email : rsbyslg@gmail.com, Siliguri.sdo1@gmail.com Date: 16/01/2025 Memo No. 01/SS/25

e-tender Notice No. 01/SwasthyaSathi/(1st call) dated: 16.01.2025. Office of the Sub-Divisional Officer, Siliguri invites Rates through e-Tender in TWO BID SYSTEM for Supply of Desktop Computer, Laptop, Accessories & IT related items at Swasthasathi Cell, Siliguri SDO office. Details may be seen downloaded from the website https://wbtenders.gov.in For any query, one may contact Confidential Section of SDO, Siliguri & Nezarath Section of this office email: Siliguri.sdo1@gmail.com/sdonazarat@gmail.com, during office hour (11 A.M. to 05 P.M.) on any working day. If any rectification is required, corrigendum will be published in website https://wbtenders.gov.in Relevant documents may be downloaded on line from 17.01.2025 10.00 A.M. (time)

আজ টিভিতে

চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

১০.১৫ গোত্র

দাদাঠাকর

৯.৪৬ ধমাল

कालार्भ वाःला भित्नभा : भकाल

১০ ০০ রণক্ষেত্র, দুপুর ১.০০

প্রেমী, বিকেল ৪.০০ চন্দ্রমল্লিকা,

সন্ধে ৭.৩০ বড় বউ, রাত ১০.৩০

গয়নার বাক্স, ১.০০ ফাইট-ওয়ান :

জলসা মৃভিজ : দুপুর ১.৩০

পাওয়ার, বিকেল ৪.৩০ সন্ত্রাস,

সন্ধে ৭.২৫ জামাই বদল, রাত

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০

প্রতিশোধ, দুপুর ২.৩০ চৌধুরী

পরিবার, বিকেল ৫.৩০ অভিমন্যু,

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্নেহের

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মশাল

জি সিনেমা : দুপুর ১.৩৭ হম

আপকে হ্যায় কওন, বিকেল ৫.১৮

গাউলি, সন্ধে ৭.৫৫ খাকি, রাত

সোনি ম্যাক্স: সকাল ১১.০০ রামপুরী

দমাদ, দুপুর ১.০০ রিভলভার রানি.

বিকেল ৩.৩০ রুদ্র অবতার, ৫.৪৫

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা

এন্ডিং, রাত ৯.০০ ইত্তেফাক,

সুরমা, রাত ৮.১৫ সূর্যবংশম

রাত ১২.০০ বিয়ে বিভ্রাট

Sub-Divisional Officer, Siliguri

তাঁদের জীবনে আছে বেঁচে থাকার লড়াই। তবে তাঁরা কেউই সহজ-সরলভাবে এগিয়ে যাওয়ার পরিস্তিতিতে নেই। তবে হার না মানার লক্ষ্যেই যেন স্থির তাঁরা। দুই নারীর সংগ্রামের গল্প।

অক্ষতা, এক লড়াইয়ের নাম

কথায় বলেন, 'শৈশবেই দুর্ঘটনায়

মুখ, গলা সহ শরীরের অনেকটাই

পুড়ে যায়। আগুনে পোড়ার কস্টের

চেয়ে সমাজের তাচ্ছিল্য আজ অনেক

বেশি কন্ট দেয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে

সঙ্গে বিষয়টা বুঝতে পারি। তবে

নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন থেকে

কোনওদিন পিছু হটিনি। বিয়ের পর

সেই জেদ আরও বেড়ে যায়। তখন

থেকেই কোমর কষে লড়াই শুরু।

ঝাপসা চোখে ফিরে গিয়েছিলেন

অতীতে। বললেন, 'তখন স্বামী নানা

দোকানে মালপত্র পৌঁছে দিতেন।

তাঁকে সাহায্য করতে, দুটো বাড়তি

অক্ষতা তিওয়ারি।

পয়সা আয়ের আশায় আমিও কাজ

করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। স্বামী

এখন মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত।

ছেলেটা মাটিগাড়ার এক হিন্দি স্কুলে

ক্লাস ফাইভে পড়ে।' অক্ষতার কথায়,

'প্রথমে তিন বছর একটা কাপড়ের

দোকানে কাজ করি। গত দেড় বছর

ধরে বাড়ি বাড়ি খাবার বিলি করছি।

যা আয় হয় তাতে খেয়েপরে কোনও

মতে চলে যায়।' প্রতিনিয়ত তিনি

যে লড়াইয়ের মুখে পড়ছেন তাকেই

চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছেন। ইতিমধ্যে

নিজে লিভার সমস্যায় আক্রান্ত

হয়েছেন। চোখে-মুখে তার প্রভাব

স্পষ্ট। অক্ষতার ভাষায়, 'কেউ যখন

দরজা খুলে প্রথম খাবার নিতে আসেন

তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রাহকরা

আমাকে দেখে অখুশি হন। তাঁদের

চোখ-মুখের ভঙ্গি, শরীরী ভাষায় সেটা

শিলিগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : বেঁচে থাকার অন্য নাম লডাই। প্রতিনিয়ত লড়াই করছেন অক্ষতা তিওয়ারি। সাকিন, মাটিগাড়ার পতিরামজোত। আগুন কেড়েছে তাঁর রূপ। শরীরময় শ্বেতির দাগ। হালে আক্রান্ত লিভারের সমস্যায়। তবুও থামেনি লড়াই। ভোর থেকে গভীর রাত অবধি চলে তাঁর অবিরত লড়াই। ঘরে অসুস্থ স্বামী আর ছোট্ট ছেলে। কাজ শেষে ঘরে ফিরে তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে সারাদিনের অমানুষিক খাটুনি বেমালুম ভূলে থাকেন অক্ষতা।

শৈশবে সাধ করে বাবা-মা নাম রেখেছিলেন অক্ষতা। কিন্তু নামের সঙ্গে রয়েছে তাঁর অদ্ভূত বৈপরীত্য। আজ গোটা শরীর ধীরে ধীরে গ্রাস করছে একের পর এক ক্ষত। সময়ের সঙ্গে সমাজ নাকি আধুনিক হয়েছে! সমাজের অলিখিত 'রূপ, সৌন্দর্য' এর সংজ্ঞা কি আদৌ বদলেছে? অন্তত তেমনটা মনে করেন না অক্ষতা। তাঁর জবানিতেই, 'নিজের চেহারার জন্য রোজই নানা মন্তব্য শুনতে হয়। জীবনযুদ্ধে প্রতিনিয়ত সেই প্রতিবন্ধকতার মুখেই পড়তে

রোজ সকাল থেকে এক হোম ডেলিভারি অ্যাপের হয়ে বাড়ি বাড়ি খাবার পৌঁছে দেন তিনি। কাজের শর্ত, খাবার সরবরাহ থাকতে হবে হাসিমুখে। শর্ত মেনে খাবার পৌঁছে দিতে গিয়ে বদলে পেয়েছেন একরাশ ঘূণা, বঞ্চনা, অপমান। কখনো-কখনো মুখের ওপরই সশব্দে বন্ধ হয়েছে দরজা। অক্ষতার কথায়, 'অনেকে আমাকে লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা দেন। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই অনেকের চোখেই দেখি ঘূণা। মুখে না বললেও তাঁদের আচরণ, শরীরী ভাষায় বুঝি, আমাকে দেখে তাঁরা ঘেনা পান।

স্পষ্ট বুঝি। অনেকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সেই লড়াকু মেয়েটি কথায় খাবার নেন।



দোকানে বসে বাঁশ দিয়ে ঝাড় বানাচ্ছেন।

সোজা না হয়েও

জলপাইগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : সকাল হলেই হাতে গলিয়ে নেন হাওয়াই চটি। তারপর হাতে ভর দিয়ে দোকানে চলে আসেন বছর পঞ্চাশের নিভা দাস। বাঁশের জিনিসপত্র বানিয়ে বিক্রি করে যা উপার্জন হয়, সেটাই এখন একমাত্র সম্বল বিশেষভাবে সক্ষম নিভার। ঘরসংসারের সমস্ত কাজ সেরে তবেই দোকানে আসেন। সব কাজ হাতে ভর দিয়েই করেন। কারণ, জন্ম থেকেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো হাঁটতে পারেন না নিভা। তার মধ্যেও ছোট মেয়ের পড়াশোনা থেকে বড় ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়া সবই করেছেন একা হাতে। স্বামীহারা নিভা নিজেই সংসারের হাল ধরেছেন।

জলপাইগুড়ি শহরের কদমতলা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন ধারাপট্টি এলাকার বাসিন্দা নিভা। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে ঘর বাঁধার পর স্বামীর হাত ধরেই বাঁশ কেটে ঝুড়ি, কুলো, ঝাড়, চালন বানানো শেখেন। চার বছর আগে স্বামী বিয়োগের পর সংসারের হাল কীভাবে ধরবেন তা ভেবে উঠতে পারছিলেন না নিভা। এদিকে, খিদের

জ্বালা যে বড জ্বালা, তাই কোনওরকম পথ খুঁজে না পেয়ে শুরু করেন বাঁশের জিনিসপত্র বানানোর কাজ। তবে. বর্তমানে প্লাস্টিকের জিনিস বাজারে চলে আসায় ছট কিংবা অন্য কোনও পজো ছাড়া সে অর্থে বিক্রি হয় না বাঁশের তৈরি জিনিসপত্র।

নিভা বলেন, 'ছোট মেয়ে নবম শ্রেণিতে উঠল। ওকে টিউশনে দেওয়ার সামর্থ্যটুকও নেই। কারণ, বাজার ভালো না থাকায় উপার্জনের রাস্তা প্রায় বন্ধ। তবুও দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছি। কোনওদিন বিক্রি হয় তো কোনওদিন কিছুই বিক্রি হয় না। প্রতিবন্ধী ভাতা পান কিন্তু তা

দিয়ে সংসার চলবে নাকি মেয়ের

জীবনে চলার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

পাম্প চুরিতে

বাংলাদেশি

দুষ্কৃতীরা

মেখলিগঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ি সীমান্ডে

খোলা সীমান্তের সুযোগে বাংলাদেশি

দৃষ্ণতীরা কোথাও ফসল নম্ভ করছে,

কোথাও চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে

গোরু, ছাগল। আবার কাঁটাতারের

এলাকায় বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে

চা বাগানের দু'হাজার গাছ কেটে

ফেলার অভিযোগ উঠেছে। আর

এবার অভিযোগ উঠল, চা বাগানের

পাম্পসেট চরি করে নিয়ে যাওয়ার।

এনিয়ে কুচলিবাড়ি থানার দ্বারস্থ

কুচলিবাড়ি চা

ম্যানেজার জয়বাহাদুর সিং বলেন,

'আমাদের একটি পাম্পসেট চুরি

হয়েছে। যার বাজারমূল্য ২ লক্ষ[°]৭৫

হাজার টাকা। আমাদের প্রাথমিক

কলসিগ্রামের

হোসেনের সহযোগিতায় বাংলাদেশি

দুষ্কৃতীরা সেটি চুরি করে নিয়ে

গিয়েছে।' এনিয়ে কুচলিবাড়ি থানার

ওসি ভাস্কর রায় বলেন, 'আমরা

একটি চরির অভিযোগ পেয়েছি। সেই

অংশ রয়েছে কাঁটাতারের ওপারে

থাকা কলসিগ্রামে। সেচের জন্য

সানিয়াজান নদীর ধারে একটি

উচ্চক্ষমতার পাম্পসেট বসিয়েছিল

চা বাগান কর্তৃপক্ষ। রবিবার রাতে

সেই পাম্পসেটটি চুরি হয়। তবে

বিষয়টি বহস্পতিবার জানাজানি হয়।

সীমান্ডের বাসিন্দারা চান, কাঁটাতারের

ওপারেও বিএসএফ জওয়ানরা

পাহারায় থাকুক। রঞ্জন রায় নামে

এই চা বাগানের একটা

মতো তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

বৃহস্পতিবার চা বাগানের

ওপারেও

হয়েছে

কাংড়াতলি

সংলগ্ন

বাগান

শামিন

জন্য গৃহশিক্ষক রাখবেন, তা বুঝে উঠতে পারেন না নিভা। চলার মতো ক্ষমতা নেই, তবুও সংসারের রান্না করা থেকে বাজন মাজা, কাপড় কাচা, বাজার করা সবই করতে হয় বলে জানালেন। নিভার প্রশ্ন. 'মাঝেমধ্যে মনে হয় আমি কীসের মা যে সন্তানের শিক্ষার দিকটিও ভালোভাবে দেখতে পারছি না?' তবে নিভার বার্তা, জীবনে চলার পথে যে কোনও বাধা আসুক কোনওভাবেই ভেঙে পডলে চলবে না। উঠে দাঁড়াতেই হবে। তা না হলে

আফিডেভিট

The name of my wife wrongly recorded as Mahima Roy in my Service Book instead of her actual name Mahima Barman Roy, who is same of one identical person. Swear before Ld. J.M. Court Siliguri on 8.1.25 by Affidavit. Lokesh Ch. Roy, Dhupguri, Dt. Jalpaiguri. (C/113387)

তফানগঞ্জ জে এম কোর্টে 15/1/25 এ অ্যাফিডেভিট বলে আমি Manoj Alam Ansari পিতা Shibli Ansari কিন্তু আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে Manojalam Ansary পিতা S. Ansary ও Sibbi Ansary একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (S/A)

কর্মখালি

Wanted a Lady Staff for a Tea Leaf Shop preferably XII passed below 28 years of age. Knowledge of English essential. Contact : 8372059506. (M/M)

লোন

পাসোনাল, মর্টগেজ, হাউস-বিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার ও CAR লোন করা হয়। শিলিগুড়ি। (M) 97751-37242. (C/114350)

ভর্তি

Siliguri Tea Training Institute, Shivmandir-Siliguri, Phone 8372059506. Post Graduate Diploma in Tea Management. Duration: 6 Months, Course Fee: Rs. 50000/- (Payable in 5 instalments). Certificate Course in Tea Management. Duration: 4 Months, Course Fee Rs. 40000/- (Payable in 4 instalments). (M/M)

কাটিহার ডিভিশনে স্টেশন ইয়ার্ডের গ্রেডিয়েন্ট যাচাইকরণ

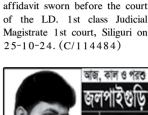
টেভার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেআইআর/ইএনজিজি অফ ২০২৫: তারিখঃ ০১-০১-২০২৫: নিয়লিছি কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আঞ করা হয়েছে। টেন্ডার নংঃ ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবর 2 কাটিবার ডিভিশনে লাইডার সার্ভেপ্রযক্তি বাবং করে স্টেশন ইয়ার্ভ এবং সেকশনের গ্রেভিয়ে াচাইনকণ। টেভার মূল্যঃ ২,১৮,৬১,৯৫৩.৩০/ গুড়া; বিভ সিকিউরিটি ঃ ২,৫৯,৩০০/- টাব মা এবং খোলা ৩৫-৩২-২৩২৫ ভারি**খে** ১৫:৩৫ টায়। উপরোক্ত ই-টেভারের টেভার নথি সহ সম্প তথ্য ৩৫-৩২-২৩২৫ তারিখে ১৫:৩০ টা প্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়

> ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ই-টেগুর নোটিস নং, ইএল/২৯/০৪ ২০২৫/কে/১১৪৪ তারিখঃ ০৮-০১-১০১৫। নিয়লিপিত আতের ভারে নিল্লস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহান করা হয়েছে। টেণ্ডার সংখ্যা. ০৪_২০২৫। কাজের নামঃ কাটিহার এবং নিউ নলপাইগুড়িতে ওজি এবং আইডি২৭/ রেডিওয়ার ব্যবহার করে পাওয়ার কারের রেডিয়েটরের আভ্যন্থরীণ পরিমারকরণ। টেণ্ডার রাশিঃ ৪০,৭১,০০০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৮১,৫০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩১-০১-২০২৫ চারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ৩১-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ৩১-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত ওয়েবসাইটে www.ireps.gov.in

পলর থাকবে। জ্যেষ্ঠ ভিইই/জিএগুসিএইচজি/কাটিহার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে "প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিকেবার"



আফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স-এ আমার নাম

EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে

আমার নাম Ajay Saha এবং পিতার

নাম Kalachand Saha করা হল।

আমার আধার কার্ড নং 9589

7063 8180 নাম ভুল থাকায়

গত 07-01-25, তফানগঞ্জ, E.M.

কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি

Manoyara Begam এবং Anju

Manoyara Begam এক এবং অভিন্ন

ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম

ও পোঃ শৌলধুকরি, থানা- তুফানগঞ্জ,

The Name of my (Rabiul

Hossain) father wrongly recorded

as Md. Mupasel Miya in my

all school documents has been

changed as Mofachel Miya vide

কোচবিহার। (C/113168)

আধার কার্ডে পিতার নাম

থাকায় ৭/১/২৫-এ APD.

১.১ ময়নাগুড়ি প্রীদেবাচার্য্য ₹#: 9434317391/9163667741

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

পাকা খুচরো সোনা

(৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

96060 হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

রুপোর বাট (প্রতি কেজি) 52000

খচরো রুপো (প্রতি কেজি) 22200 দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স

অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA

Now Showing at রবীন্দ্র মঞ্চ

শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)

KHADAAN

(Bengali) *ing : Dev, Jisshu Sengupta, Idhika Paul Time: 12.30, 3.30, 6.30 P.M. **Dolby Digital**

Now Showing at

BISWADEEP

PUSHPA-2

*ing : Allu Arjun, Rashmika

Time: 1.00 & 5.00 P.M. (2 show daily)





দোল দোল দুলুনি. বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি। চায়ের মানোন্নয়নে কাল

ইত্তেফাক রাত ৯.০০



অভিমন্যু বিকেল ৫.৩০

জি বাংলা সিনেমা

টুমরো নেভার ডাইজ সন্ধৈ ৬.৫০ মুভিজ নাউ

১০.৪৮ উড়তা পঞ্জাব মুভিজ নাও : দুপুর ১২.৫৫ লিটল মনস্টার্স, ২.২৫ রকি-ফোর, ১১.৩৭ সাইলেন্স, দুপুর ২.০৫ বিকেল ৩.৫৫ দ্য ট্রান্সপোর্টার, রানওয়ে থার্টিফোর, বিকেল ৪.৩০ ৫.২৫ আইজ এজ-টু, সন্ধে ৬.৫০ ভিকি ডোনার, সন্ধে ৬.৪১ হ্যাপি টুমরো নেভার ডাইজ, রাত ৮.৪৫ স্পাইডারম্যান-থ্রি।



রেস অফ লাইফ বিকেল ৫.১৭ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সভা ডিবিআইটিএ'র

শুভজিৎ দত্ত ও জ্যোতি সরকার

নাগরাকাটা ও জলপাইগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : জলবায়ুর আমূল বদলের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে চা শিল্পে। এর হাত থেকে বাঁচার উপায় খুঁজবে ডুয়ার্স ব্রাঞ্চ ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন (ডিবিআইটিএ)। আগামী শনিবার বিন্নাগুড়ির সেন্ট্রাল ডুয়ার্স ক্লাবে ওই চা বণিকসভার ১৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় এনিয়ে আলোচনা হবে। পাশাপাশি চায়ের আরও গুণগতমান বাডানোর সম্ভাব্য কৌশল নিয়েও কথা হবে।

দেশের কুলীন চা বণিকসভা হিসাবে পরিচিত ইন্ডিয়ান টি আসোসিযেশন (আইটিএ)। সংগঠনের ডুয়ার্স শাখার ওই বার্ষিক সাধারণ সভার দিকে তাকিয়ে আছে ডুয়ার্সের রুগ্নপ্রায় চা বাগানগুলি। সংস্থার সচিব শুভাশিস মখোপাধ্যায়ের কথায়, 'চা শিল্পের সার্বিক নানা সমস্যার কথা ও প্রতিকারের বিষয়ে বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচনা হবে। উঠে আসবে আরও নানা বিষয়ও।'

ওই সভায় থাকবেন সংগঠনের ডুয়ার্স শাখার চেয়ারম্যান ত্রিযোগী নারায়ণ পান্ডে, ভাইস চেয়ারম্যান রাজকুমার মণ্ডল, অ্যাডিশনাল ভাইস চেয়ারম্যান শংকরকুমার পাভে প্রমুখ। থাকবেন বিভিন্ন চা বাগানের



এক নজরে

 শনিবার বিন্নাগুড়ির সেন্ট্রাল ডুয়ার্স ক্লাবে ডিবিআইটিএ'র ১৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা হবে

■ সেখানে জলবায়ুর আমূল বদলের নেতিবাচক প্রভাব সহ নানা বিষয়ে আলোচনা হবে

■ বর্তমানে বাগানগুলিতে জলবায়ু বদলের জন্য উৎপাদন হ্রাস পাওয়া নয়া চ্যালেঞ্জ

 পাল্লা দিয়ে বাড়ছে উৎপাদন খরচ

তাঁদের বক্তব্যেও চা শিল্পকেন্দ্রিক বিষয়গুলি যে প্রাধান্য পাবে তা বলাই বাহুল্য।

চা মহল সূত্রের খবর, বর্তমানে বাগানগুলিতে জলবায়ু বদলের জন্য উৎপাদন হ্রাস পাওয়া নয়া চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে। একইসঙ্গে তৈরি চায়ের দাম না মেলাও মাথাব্যথার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁডিয়েছে।

শিলিগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রের তথ্যানুযায়ী, ২০২৪ সালে কিলো প্রতি ৩০০ টাকার বেশি দরে বিক্রি হয়েছে মোট নিলামকৃত চায়ের মাত্র ৬.৩৬ শতাংশ। ২০০-২৯৯ টাকার মধ্যে দাম পেয়েছে নিলামে বিক্রি হওয়া মোট চায়ের ৩১.৮৯ শতাংশ। ১৯৯ টাকার কমে বিক্রি হয়েছে ৬১.৭৫ শতাংশ চা। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে উৎপাদন খরচ। এখন চা বাগানগুলিতে শীতকালীন পরিচর্যা চলছে। টি বোর্ডের নির্দেশে গত ৩০ নভেম্বর থেকে উৎপাদন বন্ধ। নয়া মরশুম শুরুর কথা এখনও ঘোষণা করা হয়নি। সত্রের খবর, ২০২৪-এ নয়া মরশুম শুরু হয়েছিল ফেব্রুয়ারিতে। এবার এখনও মরশুম শুরুর কথা ঘোষণা করা হয়নি। জানুয়ারির শেষ লগ্নে টি বোর্ডের সভা হওয়ার কথা। সম্ভবত সেখানে এনিয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে মনে

এক তরুণ বলেন, 'জিরো পয়েন্টে গিয়েই বিএসএফ পাহারা দিক।' Office of the Block **Development Officer** Tufanganj-I Dev Block Tufanganj, Cooch Behar

Notice Inviting Tender Tender are invited vide this office Memo no. 160, NIT No-14(BDO)/2024-25, Dated 16.01.2025. Last date of Bid Submission is 22-01-2025 Intending tenderer may contact this Office for details.

Block Development Officer Tufanganj-I Development Block

শেষরাত্রি ৫।৪৫ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিগুন। অমৃত্যোগ- দিবা ৭।৪৬

হায়াটসঅ্যাপেই

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধু খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শুনাপদের জনা প্রাথী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জনা উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র

পছন্দ উত্তরবন্ধ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি। আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন

দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে। ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

য়েতে পারছেন।

৯০৬৪৮৪৯০৯৬

এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য 2808029092

মেষ : বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। দূরের কোনও বন্ধুর জন্য কোনও কাজ পেতে পারেন। বৃষ : পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় আনন্দ। নতুন ব্যবসা নিয়ে বেশ সমস্যা হতে পারে। মিথুন :

: বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। বাবাকে নিয়ে নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা। কন্যা : শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকবেন। পেটের রোগে

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে পারেন। বৃশ্চিক : ব্যবসার জন্যে সম্পদ আজ হাতে পেতে পারেন। প্রশংসিত হবেন। ব্যক্তিগত কাজে দুরে যেতে হতে পারে। খেলোয়াড়রা দূরে যেতে হতে পারে। কর্কট : ভালো সুযোগ পাবেন। ধনু : পথে সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। খুব কাছের চলতে খুব সতর্ক থাকুন। সম্পত্তি লোকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। সিংহ নিয়ে ঝামেলা বিবাদ মিটবে। মকর : মায়ের শরীরের দিকে নজর রাখুন। কোনও আত্মীয়ের কূট চালে সংসারে অশান্তি। কৃম্ভ : বাবার পরামর্শে নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ। চোখের ভোগান্তি বাড়বে। তুলা : দাদার সমস্যা কেটে যাবে। মীন : অধ্যাপক সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে মতবিরোধ। ও ইঞ্জিনিয়িররা কিছু সমস্যায় কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে পড়তে পারেন। অপ্রত্যাশিত কোনও

পরিচালকরাও। আমন্ত্রণ জানানো

হয়েছে কয়েকজন বিশিষ্টজনকেও।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ মাঘ ১৪৩১, ভাঃ ২৭ পৌষ, ১৭ জানুয়ারি, ৩ মাঘ, সংবৎ ৪ মাঘ বদি, ১৬ রজব। সৃঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।১০। শুক্রবার, চতুর্থী শেষরাত্রি ৫।৪৫। মঘানক্ষত্র দিবা ১।৩৭। সৌভাগ্যযোগ রাত্রি ২।৩। ববকরণ সন্ধ্যা ৫।৯ গতে

কৌলবকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অস্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ১ ৷৩৭ গতে নরগণ বিংশোত্তরী পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ২।৯ গতে ৪।৩৪ গতে ৬।২৬ মধ্যে।

করা হচ্ছে।

নৈর্ঋতে অগ্নিকোণেও নিষেধ, বালবকরণ শেষরাত্রি ৫।৪৫ গতে শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। মধ্যে ও ৮।৩১ গতে ১০।৪৪ মধ্যে যোগিনী- নৈর্ঋতে,শেষরাত্রি ৫।৪৫ ও ১২।৫৮ গতে ২।১৭ মধ্যে ও গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৯।৭ ৩।৫৭ গতে ৫।১০ মধ্যে এবং রাত্রি গতে ১১।৪৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৮ গতে ৮।৫১ মধ্যে ও ৩।৪৩ ৮।২৯ গতে ১০।৮ মধ্যে। যাত্রা- গতে ৪।৩৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-নাই, দিবা ১।৩৭ গতে যাত্রা শুভ রাত্রি ১০।৩৪ গতে ১১।২৫ মধ্যে ও

সভর্কীকরণ ঃ উত্তর্বস সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।



দুর্ঘটনায় দুই

বন্ধুর মৃত্যু

দুই বন্ধুর আর বাড়ি ফেরা হল না।

চামুর্চি থেকে বানারহাটের দিকে

ফেরার পথে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা

পাথরবোঝাই ট্রাকের পিছনে ধাকা

মারায় বাইক আরোহী দুজনের মৃত্যু

হল। পুলিশ সূত্রে খবর, সাহিল ওরাওঁ

(১৭) ও কৃশ মুভা (১৯) নামে ওই

দুজন নাগরাকাটা ব্লকের ধরণীপুর চা

বাগানের পানিঘাটা লাইনের বাসিন্দা

ছিলেন। বুধবার রাতে বানারহাট

এলাকার পলাশবাডি চা বাগান

সংলগ্ন ভারত-ভুটান আন্তজাতিক

সডকে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার পর

পুলিশ আহত দুজনকে বানারহাট

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে

কর্তব্যরত চিকিৎসক সেখানে কৃষকে

মৃত বলে ঘোষণা করেন। গুরুতর

আহত অন্যজনকে মালবাজার

স্থানান্তরিত করা হয়। সাহিল

বহস্পতিবার সকালে সেখানে মারা

যায়। প্রতিবেশী দুই বন্ধুর মৃত্যুতে চা

আন্তজাতিক সড়কে রাতের অন্ধকারে

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির

পিছনে ধাক্কা মেরে দুর্ঘটনা আগেও

ঘটেছে। ভুটান থেকে বালি-পাথর

বোঝাই করে বাংলাদেশে যাওয়ার

সময় হামেশাই মালবাহী ট্রাকের

একটি শ্রেণিকে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে

থাকতে দেখা যায় বলে অভিযোগ।

বেশ কয়েকটি গাড়ি আলো জ্বালিয়ে

রাখে না। অন্ধকারে ট্রাকগুলিকে

ঠাওর করতে না পারাতেই দুর্ঘটনা

ঘটে বলে অভিযোগ। বুধবার

রাতেও একই ঘটনা ঘটে বলে

মনে করা হচ্ছে। বানারহাট থানার

আইসি বিরাজ মুখোপাধ্যায় বলেন,

'দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক ও ট্রাকটি

বাজেয়াপ্ত করে রাতেই থানায় নিয়ে

আসা হয়। ট্রাকচালক পলাতক। তার

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ১৯০-

১৯২-এমএলডিটি-২৪-২৫, তারিখঃ

১৩.০১.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে

ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস

বিশ্ভিং, পো.অ.ঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা

পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত

কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ

ক্র.নং-১। টেভার নম্বরঃ ১৯০-এমএলভিটি-

২৪-২৫। কাজের নামঃ ডিভিসনাল

ইঞ্নিয়ার-।/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার

অধিক্ষেত্রে এইএন/নিউ ফরাক্কা-র অধীনস্থ

সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (পি.ওয়ে)/নিউ

ফরাক্তা-এর চামাথাম (বাতীত) নিউ

ফরাকা-বভ্হারোয়া (আপ ও ডাউন

২৬১.০-২৭২.০), বনিভাঙ্গা-বনিভাঙ্গা লিছ

খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

বাগানে শোকের ছায়া ছড়িয়েছে।

বানারহাটের

হাসপাতালে

ভারত-ভটান

সপারস্পেশালিটি

বানারহাট ও নাগরাকাটা, ১৬ জানুয়ারি : বানারহাটে ঘুরতে এসে

এক সময় চা বাগানের ইউরোপিয়ান মালিক এবং বাগান সঞ্চালকদের আনাগোনায় গমগম করত এই জায়গাটি ক্লাবের সামনে বিশাল মাঠটি ইউরোপিয়ান মাঠ নামে পরিচিত ছিল। সেখানে সাহেবরা এক সময় গল্প করতেন, পোলো খেলতেন। কথিত আছে কোচবিহারের এক মহারাজা ওই মাঠে গলফ খেলতে এসেছিলেন। ওখানেই ছোট বিমান নামাতেন সাহেবরা। ক্লাবের একপাশে ছিল আস্তাবল. আরেক পাশে ফুলের বাগান। সপ্তাহের শেষে কিংবা বর্ষবরণের রাতে এখানকার পার্টি অন্যতম বিখ্যাত ছিল, সেখানে আসতেন মেমসাহেবরাও। ইউরোপিয়ান সাহেবরা এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পড়েও বহু



বছর পর্যন্ত ভারতীয় চা বাগানের সাহেবরা একইরকমভাবে এই ক্লাবে পার্টি করতেন। অথচ পাশ্চাত্যের ছোঁয়ায় সুসজ্জিত বিশালকার ক্লাবটি যেখানে ছিল সেখানে এখন ঝোপঝাড়ে পরিপূর্ণ

আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি চা বাগানের গুদাম লাইনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এখন কংক্রিটের রাস্তা তৈরি হয়েছে। সেই রাস্তা শেষ হয়ে

কাঁচা রাস্তা চলে গিয়েছে রায়মাটাং চা বাগানের দিকে। কিছুটা এগোলেই দেখা যায় ঝোপঝাড়ে সাফ করে কিছুটা এলাকাজুড়ে তৈরি ছোট একটি গির্জা। সেটি তৈরি হয়েছে ৪-৫ বছর আগে। তবে প্রায় ৫ বিঘা জমির ওপর ১৯১৩ সালে চা বাগানের ইউরোপিয়ান সাহেবরা আমোদপ্রমোদের জন্য তৈরি করেছিলেন যে সুবিশাল ক্লাবটি তার

বেশির ভাগ জমি এখন ঝোপঝাড় আর বাঁশঝাড়ে ঢাকা পড়েছে। ২০০১ সালে কালচিনি চা বাগান বন্ধ হয়ে যায়। সেসময় বাগানের কিছ শ্রমিক ক্লাবের ওপর চড়াও হন। লুট হয়ে যায় ক্লাবের ভেতরে থাকা মেহগনি, সেগুন সহ মূল্যবান কাঠের আসবাবপত্র, ঝাড়বাতি। এমনকি কিছুদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ ক্লাবটির সব ইট চুরি হয়ে যায়।

স্ত্রী ও সন্তানকে খুন, তরুণ 'আত্মঘাতী'

শিলিগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি বিছানায় সাত বছরের শিশুর দেহ শুইয়ে রাখা। পাশেই তার মায়ের দেহ। দজনের গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর দাগ স্পষ্ট। বিছানার পাশেই সিলিংয়ে ফাঁস অবস্থায় পরিবারের কর্তার দেহ ঝুলছে। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির সমরনগর বৌবাজারের ঘটনা। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের নাম পিন্টু রায় (৭), টুস্পা রায় (২৬) ও শ্যামল রায় (২৭)। আথির্ক অনটনের কারণেই এহেন মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে বলে তদন্তকারীদের অনুমান। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বললেন, 'ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। অর্থনৈতিক সমস্যা থাকায় স্ত্রী ও সন্তানকে খুন করে ওই তরুণ আত্মঘাতী হয়েছেন বলে প্রাথমিক তদন্তে আমরা মনে করছি। যে অস্ত্র দিয়ে ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে সেটিকে ওই ঘর থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে।'

ওই পরিবারটি যে অর্থকস্টে ডুবে ছিল সে বিষয়ে প্রাথমিক মিলেছে। তদন্তের আভাস পরিবারটি সমরনগর বৌবাজারে ভাড়া থাকত। পরিবার সূত্রে খবর, টুম্পা ওই ভাড়াবাড়ির কাছেই

অনটনের জের ?

- 📮 বৃহস্পতিবার সকালে শিলিগুড়ির সমরনগর বৌবাজারে ভাড়াবাড়ি থেকে তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার
- বিছানায় স্ত্রী ও সন্তানের মতদেহ রাখা ছিল, ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাদের গলায় কোপানোর দাগ স্পষ্ট
- বিছানার পাশেই সিলিংয়ে ফাঁস দেওয়া অবস্থায় পরিবারের কর্তার দেহ ঝুলছিল
- 🔳 অনটনের জেরে স্ত্রী ও সন্তানকে খুন করে ওই তরুণ আত্মঘাতী হন বলে প্রাথমিক অনুমান

একটি দোকান ভাডা নিয়ে ফাস্ট ফুডের দোকান চালাচ্ছিলেন। ভাড়া দিতে না পারায় সপ্তাহ দুয়েক আগে তিনি ওই দোকানটি ছেড়ে দেন। শ্যামল পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন। দ'দিন ধরে তিনি কাজে যাচ্ছিলেন না। টুম্পার মা শান্তি রায় বললেন, 'ওরা বেশ ধারদেনা করেছিল। কিন্তু কী কারণে এই ধারদেনা সে বিষয়ে প্রশ্ন করলে ওরা কিছুই বলত না।

প্রথমিকভাবে পুলিশকে অনুমান, বুধবার রাতেই শ্যামল স্ত্রী ও সন্তানকৈ খুন করেন। সকাল ৯টায় পুলিশ যখন মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে তখন সেগুলি বেশ শক্ত হয়ে গিয়েছিল। দেহের রক্তও শুকিয়ে গিয়েছিল। তবে শ্যামলের দেহ তখনও নরম ছিল। যেভাবে দুটি দেহ বিছানায় রাখা ছিল তা দেখে তদন্তকারীদের অনুমান টুম্পাকে মেঝেতে খুন করা হয়। তারপর মৃতদেহ বিছানায় তুলে দেওয়া হয়। স্ত্রী ও সন্তানকে খুনের পর শ্যামল নিজেকে শেষ করার সিদ্ধান্ত নেন।

স্ত্রী ও সন্তানের মধ্যে টুস্পাকেই আগে খুন করা হয় বলেও মনে করা হচ্ছে। দুপুরের দিকে টুম্পা তাঁর বোন রুম্পার সঙ্গে বাইরে বেরিয়েছিলেন। রুম্পার কথায়, 'এটিএম কার্ড চালু করার ডন্য দিদিকে নিয়ে গিয়েছিলাম। রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য দিদি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসেও গিয়েছিল। দুজনে একসঙ্গেই বাইরে বিরিয়ানি খেয়েছিলাম। তারপর ও বাড়ি ফিরে যায়।' পিন্টু বুধবার সন্ধ্যায় ওই ভাডাবাডি থেকে কয়েক হাত দুরে টুম্পার বাড়িতে ছিল। শান্তি বলেন, 'পিন্টু সকাল থেকে আমাদের বাড়িতেই থাকত। মাঝেমধ্যে রাতে আমাদের বাড়িতেই ঘুমোত। বধবার রাতে শ্যামল এসে ওকে নিয়ে যায়। পিন্টুকে রাতে খাইয়ে দেওয়ার পর ওকে শ্যামলের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।'

পদত্যাগ স্বপনের, চেয়ারম্যান উৎপল

মালবাজার, ১৬ জানুয়ারি অবশেষে পদত্যাগ করলেন স্বপন সাহা। বৃহস্পতিবার লাটাগুড়িতে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে নতুন চেয়ারম্যান হিসাবে উৎপল ভাদ্ডির নাম ঘোষণা করলেন জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ। শীঘ্রই নতুন পদে শপথ নেবেন বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল। এদিন দীর্ঘ বৈঠকের পর মন্ত্ৰী বুলু চিকবড়াইক, বিধায়ক তথা তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়, মাল ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুশীলকমার প্রসাদ, টাউন সভাপতি অমিত দৈ, জেলার যুব সভাপতি সন্দীপ ছেত্রীকে পার্শে নিয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন মহুয়া। লাটাগুড়িতে प्रलीश

কার্যালয়ে মাল পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলারদের নিয়ে বৈঠক শুরু হয় দুপুর সাড়ে বারোটায়। ঘণ্টা দেড়েক বৈঠকের পর দলের উচ্চ নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত সংবাদমাধ্যমকে জানান মহুয়া। মাল পুরসভার চেয়ারম্যান পদে উৎপল ভাদুড়ির নাম ঘোষণা করেন। তবে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা হয়নি। তবে, পুরসভার দলীয় নেতা হিসেবে দায়িত দেওয়া হয় ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার নারায়ণ দাসকে।

লাটাগুডিতে বৈঠক শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় বসে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন স্বপন। সেখানে তিনি লিখেছেন, ...আজ বোধহয় সেই আমিই রণক্লান্ত। শত শত মিথ্যা চক্রান্তে বিদ্ধ ও রক্তাক্ত।' এরপরই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে স্বপন লিখেছেন তাই আমি মালবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে পদত্যাগ করছি। এই চিঠিকে আমার পদত্যাগপত্র হিসাবে দেখার অনুরোধ করছি।' এদিন স্বপনের সঙ্গে যোগাযোগ করা रल जिन जलन, 'मरलत निर्फ्य এবং জলপাইগুড়ির জেলা শাসকের করেছিলেন।তার পরেও জট কাটেনি। অনুরোধ করব।



দীর্ঘ বৈঠকের পর নতুন চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করছেন মহুয়া গোপ।

কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছি। দল যেটা করেছে নিশ্চয়ই চিন্তাভাবনা জেলা সভানেত্রী জানান, দল

থেকে সাসপেভ হলেও স্বপদে বহাল ছিলেন স্বপন সাহা। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন জটিলতা তৈরি হয়েছে মাল পরসভায়। যার অবসান ঘটানো খব প্রয়োজন ছিল। চেয়ারম্যান পদত্যাগ না করলে দলের তরফে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে হত। সেক্ষেত্রে দলের সমস্ত কাউন্সিলার তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দিতেন। মহুয়া বলেন, 'সোম-মঙ্গলবারের মধ্যেই নতন চেয়ারুম্যানের শপথগ্রহণের সম্ভাবনা আছে।' উৎপল এদিন বলেন, 'সকল কাউন্সিলারের মতামত নিয়েই আগামীদিনে মাল পুরসভার কাজকর্ম চলবে। দলের নির্দেশ মেনে নাগরিক

গত সেপ্টেম্বরে দল থেকে সাসপেন্ড হওয়ার পর প্রায় দেড় মাস ছটিতে ছিলেন স্বপন সাহা। নভেম্বরের মাঝামাঝি পুরসভায় তিনি বেড়ে যায়। চেয়ারম্যানের পদে স্বপন ভাইস চেয়ারম্যান উৎপলকে। মন্ত্রী

সে সময জানিয়েছিলেন. স্বপন একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই তিনি পদত্যাগ করবেন।

পরবর্তীতে জেলা সভানেত্রী মহুয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয় কাউন্সিলারদের নিয়ে বৈঠক করে বিষয়টি সমাধান করার। কয়েকদফা বৈঠকে প্রথমে জট কাটেনি বৃহস্পতিবার অবশেষে দুপুরে বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে উৎপূলকৈ দায়িত্ব দিল দল।

সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্ত বলেন, 'স্বপন সাহা আরও আগে পদত্যাগ করলে ওঁর সম্মান রক্ষা হত, যেটা উনি পারলেন না।' যাঁর মামলার জেরে পরসভায় এত তোলপাড সেই আইনজীবী সুমন শিকদার 'আমার লডাই অর্ধসমাপ্ত। চেয়ারম্যানের পাশাপাশি তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করতে হবে।' বিজেপির মাল বিধানসভার আহ্বায়ক নন্দী 'বিজৈপি রাকেশ বলেন নিজের পদে যোগ দিতেই জটিলতা বরাবরই মাল প্রসভাকে দুর্নীতিগ্রস্ত দাবি করেছে। আজ তৃণমূল নিজেই থাকলেও পুরসভার দায়িত্ব দেওয়া হয় তা প্রমাণ করে দিল তাদের দলের চেয়ারম্যানকে সরিয়ে। নতুন মেনেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুলু চিকবড়াইক নিজে সেই ঘোষণা চেয়ারম্যানকে স্বচ্ছভাবে কাজ করার



লবে কয়েদির দেখা মিঠুন ভট্টাচার্য

গুলিবিদ্ধ করে বন্দি পালানোর ঘটনা নাডিয়ে দিয়েছে রাজ্যবাসীকে। এই ঘটনায় চিন্তার ভাঁজ পুলিশকতাদের কপালে। এমন পরিস্থিতিতে রাজ্যের সমস্ত সংশোধনাগার, জেল হাজত. আদালত হাজতে কয়েদিদের সঙ্গে দেখা করার ক্ষেত্রে সম্মুখীন হতে হবে তীক্ষ্ণ নজরদারির। যিনি বন্দির সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, প্রথামাফিক প্রথমে তাঁর নথি যাচাই করা হবে। বন্দির সঙ্গে কী সম্পর্ক, কেন দেখা করতে চান? এসব প্রশ্নের ঠিকঠাক উত্তর তো দিতে হবেই, পাশাপাশি উতরাতে হবে মেটাল ডিটেক্টরের পরীক্ষায়। তার পরই মিলবে দেখার অনুমতি। পাশাপাশি হাজতে থাকা

শিলিগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি

পুলিশকর্মীকে

এ সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের এক পদস্থ কর্তার বক্তব্য, 'কয়েদি এবং তার পক্ষ-বিপক্ষের লোকেরা নানা সময় থানা, সংশোধনাগার ও আদালত চত্বরে ঝামেলা পাকিয়েছেন। কোনওভাবেই যাতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেই কারণেই কড়া নজরদারি শুরু হচ্ছে।'

কয়েদিদের ওপরও রাখা হবে বিশেষ

নজর। ইতিমধ্যে ভবানী ভবন থেকে

বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে শিলিগুড়ি সংশোধনাগারের এক কর্তা বললেন, 'নজরদারি আগেও ছিল। তবে এখন তা আরও তীক্ষ্ণ করা হবে।' তাঁর সংযোজন, 'ইতিমধ্যে ওপরমহল থেকে কয়েদিদের ওপর নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ এসেছে। কয়েদিদের সঙ্গে দেখা করতে এলেও মানতে হবে বিশেষ কিছু নিয়ম। চলবে স্পেশাল তল্লাশি।'

ঝামেলা হেপাজতে থেকে পাকানোর উদাহরণ শিলিগুড়িতে

সহিবার

বিশ্বজিৎ সরকার

ওয়েবসাইট বানিয়ে কোটি কোটি

টাকা প্রতারণার অভিযোগে দুষ্কৃতীকে

গ্রেপ্তার করল সাইবার ক্রাইম থানার

পলিশ। ধতের নাম দিনেশ ছাতই।

বাঁড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর

নিজেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার

অভিযুক্ত তরুণ শেয়ার বাজার

সহ একাধিক রাজ্য ও কেন্দ্রীয়

সরকারের ওয়েবসাইট খলে কারও

টাকা দিগুণ করে দেওয়ার প্রলোভন

দেখিয়ে, কাউকে আবার সরকারি

চাকরি দেওয়ার নাম করে কোটি

কোটি টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের

মাধ্যমে নেয়। সম্প্রতি রায়গঞ্জের

এক বাসিন্দা শেয়ার বাজারে টাকা

দ্বিগুণের কথা শুনে দশ লক্ষ টাকা

ডিপোজিট করে। একমাস পরে

দেখায় তাঁর টাকা শেয়ার বাজারে

কুড়ি লক্ষ টাকা হয়ে গিয়েছে।

সেই টাকা তুলতে গিয়ে হয়

বিপত্তি। ব্যাংকে গিয়ে তিনি জানতে

পারেন, একটি ভূয়ো ওয়েবসাইটের

রায়গঞ্জ সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ

হন প্রতারিত। সেই অভিযোগের

ভিত্তিতে ওই অভিযুক্তের মোবাইল

ফোন ট্র্যাক করে বুধবার গভীর রাতে

দক্ষিণ চব্বিশ পর্যনা থেকে গ্রেপ্তার

করে কর্ণজোড়া সাইবার ক্রাইম

এপ্রসঙ্গে প্রতারিত এক ব্যক্তি

থানায় নিয়ে আসে পুলিশ।

এলাকায়।

প্রতারণার শিকার হয়েছেন। এরপর তথ্যপ্রযুক্তি আইনে মামলা রুজু

সিতাকরদিয়া

বলে দাবি করেছেন ধৃত।

রায়গঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : ভূয়ো

কোটি টাকা

প্রতারণায় ধৃত ১

পালানোর চেষ্টা করে রানা রায় নামে এক অপরাধী। যদিও পর মুহূর্তেই তাকে ধরে ফেলে পলিশ। পরে তার সাঁই হয় সংশোধনাগাবে সেখানেই সে

পাঞ্জিপাড়ার শুটআউটের পর নয়া ভাবনা

ডিটেক্টরে ওতরালে

পরীক্ষার জন্য বের করার সময় দৌড়ে নিজের হাত কেটে ফেলে।

বছর খানেক আগে শিলিগুড়ি

আদালত চত্বরে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে মারধর করে। এই ঘটনাকে যিরে সেদিন আদালত চত্বরে পরিস্থিতি যথেষ্ট ঘোরালো হয়েছিল। ইসলামপুর কাণ্ডে আবার বাইরে

থেকে রিভলভার দেওয়া হয়েছিল অপরাধীকে। এমনটাই



নজরদারি

- রাজ্যের সমস্ত সংশোধনাগার, জেল হাজত, আদালত হাজতে কয়েদিদের সঙ্গে দেখা করার ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ নজরদারি
- যিনি বন্দির সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, প্রথামাফিক প্রথমে তাঁর নথি যাচাই করা হবে
- 💶 ওতরাতে হবে মেটাল ডিটেক্টরের পরীক্ষায়
- হাজতে থাকা কয়েদিদের ওপরও বিশেষ নজরদারি

মহকমা আদালত চত্মরেও ঘটেছিল একটি ঘটনা। নিজের স্ত্রীকে খুন করতে গিয়ে শাশুড়িকে খুনের

বলেন, 'আমি শেয়ার বাজারে ৩০

লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছিলাম।

পরবর্তীতে সেটা ৪০ লক্ষ টাকা হয়।

একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে সেই টাকা

তুলতে গেলে আমার ক্ষেত্রেও একই

ঘটনা ঘটে।' তদন্তকারীদের সত্রে

জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত তরুণ রাজ্য

সরকারের ওয়েবেল সহ অন্য দপ্তরে

চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষ

লক্ষ টাকা হাতিয়েছে। পাশাপাশি

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থায়

চাকরি দেওয়ার নাম করেও টাকা

হাতিয়েছে অভিযুক্ত। এই ঘটনায়

প্রায় ১০০ জন জড়িত রয়েছে বলে

ধৃতের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রযুক্তি

জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

আইনে মামলা রুজু করেছে

পুলিশ। ধৃতকে হেপাজতে নিয়ে

-মহম্মদ সানা আখতার

পুলিশ সুপার, উত্তর দিনাজপুর

পলিশেব প্রাথমিক তদক্ষে অনুমান

এই মহর্তে চার কোটি টাকা প্রতারণার

হদিস মিললেও আরও দশ কোটি

টাকা প্রতারণা করেছে বলে গোয়েন্দা

সূত্রে খবর। পুলিশ সুপার মহম্মদ

সানা আখতার বলেন, 'ধুতের বিরুদ্ধে

করেছে পুলিশ। ধৃতকে হেপাজতে

সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার

জানান, 'ধতের বিরুদ্ধে একাধিক

জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু

হয়েছে। বিচারক ধৃতকে ১৪ দিনের

জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের

নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।'

উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশকুমার যাদবের। সাংবাদিকদের সামনে আইজি বলেছেন, 'প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি, অপরাধী আদালতের হাজতে থাকার সময় তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল।' এসব ঘটনাতেই নজরদারির ফাঁকফোকর এনিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে পুলিশের নীচতলায়। নিউ জলপাইগুডি (এনজেপি) থানার এক আধিকারিক তো বলেই ফেললেন, 'ল' অ্যান্ড অর্ডার আমাদের হাতে কোথায়? সামান্য মাতালদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে এলেই তো পঞ্চায়েত সদস্য, প্রধান, ওয়ার্ড কাউন্সিলারদের ফোন চলে আসে। ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য নেতা, দাদাদের লাইন পড়ে যায় থানায়। তবে নয়া নির্দেশে কয়েদি ও তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসা লোকজনের ওপর আলাদা করে নজর রাখা যাবে.

তা মানছেন সকলে।

কোচবিহার, ১৬ জানুয়ারি বিনা টিকিটে ট্রেনে ভ্রমণকারী ৫ লক্ষ ৭০ হাজার ১৪১ জন যাত্রীর থেকে মোট ৪৮ কোটি ১১ লক্ষ টাকার জরিমানা আদায় করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। এই পরিসংখ্যান গত এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাসের। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বললেন, 'এই অভিযান জারি থাকবে।'

সিনিয়র ডিইই(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা,

www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

♠ easternrailwayheadquarter

জারমানা

পূর্ব রেলওয়ে

পাস্ট অফিস ঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদ পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন গ্যাতনামা, সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের কাছ টেভার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেভার-৩৩৬, তারিখ ঃ ১৪.০১.২০২৫। কাজের নাম ঃ মালদা ডিভিসনে বিভিন্ন স্টেশনে (৮৯টি স্টেশন) দিব্যাঙ্গজন যাত্রীদের সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা সম্পর্কিত ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ (অমৃত স্টেশন ব্যতিরেকে)। টেভার মূল্যমান ঃ ৭৮,৮৪,৩৩৬,০৬ টাকা বায়নামূল্যঃ ১,৫৭,৭০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্যঃ শুন্য। ই-টেভার জমার তারিখ ও সময় ঃ ২২.০১.২০২৫ তারিখ থেকে ০৫.০২.২০২৫-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশবোর্ডঃ www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে অফিস/ এমএলভিটি। টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ প্রদত্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

(MLD-199/2024-25) ভার বিহুদ্ধি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ बंगाल बलान कलः 🌌 @EasternRailway

কেবিন (আপ ও ডাউন ০.০-১.৫), বিসি কার্ভ (আপ ও ডাউন ০.০-২.৩৪৫) এবং নিউ ফরাক্কা এ-বি (এসএল ০,০-০,৯)-এর সেকশনে বিভিন্ন ট্যাক কার্যকলাপ সংক্রান্ত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার** মৃল্যমানঃ ৫৪,২৮,৫৯৮.২০ টাকা।ক্র.নং-২ টেভার নম্বর ঃ ১৯১-এমএলডিটি- ২৪-২৫। কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-॥।/মালদার অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/জামালপুর-এর অধীনে সিনিয়ার সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/জামালপুর--এর ভাগলপুর (ব্যতীত)-জামালপুর (ব্যতীত) সেকশনে ম্যানুয়াল মাধ্যমে লুপ লাইনের টিকেএম,-এর কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার টেভার মলামান ঃ ৭৭.৯৫.৬৭১.৬২ টাকা

ক্র-নং-৩। টেন্ডার নম্বর ঃ ১৯২-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার -।।।/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধিক্ষেত্রে আসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/এল/ জামালপুর-এর অধীনে সিনিয়ার সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে-।/জামালপর-এর সেকশনে অন্যান্য আন্যঙ্গিক কাজ সহ আকবরনগর, বরিয়ারপুর, সুলতানগঞ্জ ও কল্যাণপর রোড-এ ডিরেকশনাল লপ এবং আইআরপিডরুএম অনুযায়ী যেখানে ভিউ/ওভারভিউ রয়েছে এমন অবস্থানে টিএফআর-এর সংস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত পি.ওয়ে কাজের জন্য ওপেন ই-টেভার টেন্ডার মূল্যমান ঃ ৮০,৮৯,৯৪৫.৯১ টাকা। টেভার বদ্ধের তারিখ ও সময়ঃ ০৫.০২.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩.৩০ মিনিট (ক্র-নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য) ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডঃ www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস্য

টেভার বিচান্তি ওয়াবদাইট www.er.indianrailways.gov.in, www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে यात्रास्य कुरस्य रहनः 🗷 @EasternRailway ♠ easternrailwayheadquarter

(MLD-198/2024-25)

বন, বন্যপ্রাণ রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ শ্রীব

শালকুমারহাট, ১৬ জানুয়ারি : কখনও চোরাশিকারি বা লিংকম্যানের গোপন তথ্য বনকর্তাদের জানিয়েছেন। আবার কোথাও হাতির হানায় কোনও গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়েছে, সেখানে গিয়ে জনরোষের মুখে পড়েছে বন দপ্তর। আর সেক্ষেত্রে বনকর্মী ও গ্রামবাসীর মধ্যে সেতবন্ধনের কাজ করেছেন নতুনপাড়ার বাসিন্দা শ্রীবাস রায়। কখনও হয়তো গ্রামে বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করেছেন। এক-দু'বছর নয়, এভাবে প্রায় দুই দশক ধরে জলদাপাড়া বন দপ্তরকৈ নানাভাবে সহযোগিতা করে আসছেন শ্রীবাস। আর এতদিনের সেই কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ আগামী ২৬ জানুয়ারি দিল্লিতে 'বন ও বন্যপ্রাণী সরক্ষার স্বেচ্ছাসেবক' হিসেবে ভারত সরকারের পরিবেশ, বন ও আবহাওয়া পরিবর্তন মন্ত্রকের আমন্ত্রণ

পেয়েছেন শ্রীবাস।

তিনি বর্তমানে শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। আর একজন যৌথ বন পরিচালন কমিটির (জেএফএমসি) প্রতিনিধি হিসেবে প্রায় দুই দশক ধরে কাজ করছেন। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ডিএফও পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'শ্রীবাস প্রায় কুড়ি বছর ধরে বন ও বন্যপ্রাণ সুরক্ষায় কাজ করছেন। বন দপ্তরকে নানাভাবে সহযোগিতা করেন। বন সংলগ্ন এলাকায় কোনও সচেতনতামূলক কর্মসচি করার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লি থেকে এরকম নাম পাঠানো হয়েছিল। আমরা সব দিক বিবেচনা করে তাঁর নামই পাঠিয়েছি। জেএফএমসির প্রতিনিধি হয়ে ২৬ জানুয়ারির অনুষ্ঠানে তিনি দিল্লিতে যাচ্ছেন।'

বছর পঁয়তাল্লিশের শ্রীবাসের আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বনাঞ্চল লাগোয়া শালকুমার-১ গ্রাম



শ্রীবাস রায়ের নেতৃত্বে জেএফএমসির মিটিং। শালকুমারহাটে। -ফাইল চিত্র

পঞ্চায়েতের নতুনপাড়া গ্রামে। পেশায় জাতীয় উদ্যানের বহু বনকর্তার সঙ্গে একজন প্রান্তিক কৃষক। কিন্তু যখন তাঁর পরিচিতি। বনাঞ্চল লাগোয়া পঁচিশ বছরের তরুণ, সেই ২০০৫ গ্রামের মানুষের সঙ্গে বন দপ্তর সাল থেকেই তিনি যৌথ বন পরিচালন সব সময় সুসম্পর্ক বজায় রাখার কমিটির সঙ্গে যুক্ত। জলদাপাড়া চেষ্টা করে। এজন্যই বন দপ্তর ও

গ্রামবাসীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে ওঠে যৌথ বন পরিচালন কমিটি। তবে বর্তমানে তাঁর আর একটি পরিচয়ও আছে। তিনি তৃণমূল পরিচালিত শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। যদিও রাজনীতি ও জনপ্রতিনিধির সঙ্গে যৌথ বন পরিচালন কমিটির প্রতিনিধির কোনও সম্পর্ক নেই বলেই শ্রীবাস জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'এখন হয়তো গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। কিন্তু রাজনীতিতে আসার অনেক আগেই জঙ্গল ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষার জন্য বন দপ্তরকে সবরক্মভাবে সাধ্যমতো সহায়তা করি।'

তবে এসবের জন্য প্রজাতস্ত্র দিবসে দিল্লিতে আমন্ত্রণ পাবেন তা কোনওদিন ভাবতেই পারেননি। দিল্লিতে গিয়ে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নিয়ে বলার চেষ্টা করবেন। 'আর যে নামের জন্য জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের নামকরণ, সেই জলদাপাড়া গ্রাম নিয়েও বলব', বলছেন শ্রীবাস।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 🕻 বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দ



শশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা নুতন হাজরা -

14.10.2024 তারিখের দ্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 59B 42978 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছে**ন। বিজ**য়ী বললেন "আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার খরবটি জানতে পেরে খুবই অবাক হয়েছিলাম। আমার সুখ চরম পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল কারণ আমি কখনও এক কোটি টাকা জিতবো কম্পনাও করিনি। এই বিশাল পরিমাণ অর্থ আমাদের সাহায্য করবে আর্থিক পরিস্থিতি উন্নতি করতে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।"

' বিস্কৃত্তীত তথা সরকারি ওয়েরসাইট খেকে সংগঠীত



যতদুর চোখ যায় হলুদের আভা। বৃহস্পতিবার মালদায় স্বরূপ সাহার ক্যামেরায়।

নাবালিকার মৃত্যু, কাঠগড়ায় তরুণ

তপন, ১৬ জানুয়ারি প্রেমিকাকে বিষ খাওয়ার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ উঠল প্রেমিকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে তপনের একটি গ্রামে। পুলিশ প্রেমিকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তদত্তে নেমেছে।

তপন থানা এলাকার এক দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীর সঙ্গে গুডাইল এলাকার এক তরুণের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অভিযোগ, গত কয়েকদিন আগে নাবালিকাটিকে গঙ্গারামপুরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে অস্বীকার করে অভিযুক্ত প্রেমিক। শুধু তাই নয়, প্রেমিকাকে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার প্ররোচনা দেয়। এরপর গত চারদিন আগে নাবালিকাটি বিষ পান করলে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় নাবালিকাকে মালদায় স্থানান্তরিত করা হয়। মালদায় চিকিৎসা চলাকালীন বুধবার রাতে তার মৃত্যু হয়। এরপরে নাবালিকার পরিবারের সদস্যরা তপন থানায় প্রেমিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

তপন থানার জনমারি ভিয়ান্নে লেপচা বলেন, 'নাবালিকাকে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে প্রেমিক সহ তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তরা পলাতক। ঘটনার তদন্ত

সংঘৰ্ষে আহত দুই মহিলা

বালুরঘাট, ১৬ জানুয়ারি টোটো ও স্কৃটির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হলেন দুই মহিলা। বুধবার বাতে দর্ঘটনাটি ঘটেছে বালবঘাট শহরের ট্যাক্সি স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনায় আহত দুই মহিলার মধ্যে একজনের মোবাইল ঘটনাস্থল থেকে চুরি হয়ে যায়। বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্তে চলছে।

ট্রলি চুরির অভিযুক্ত ধৃত

১৬ জানুয়ারি ট্র্যাক্টরের ট্রলি চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সেই সঙ্গে চোরাই ট্রলি উদ্ধার করেছে। তপন থানার পলিশ জানিয়েছে ধৃতের নাম নাজিমুদ্দিন মণ্ডল (৩৮)। তাঁর বাড়ি তপনের বদলপুর গ্রামে। গত ২৭ ডিসেম্বর ভাইওর ফকিরপাড়ার বাসিন্দা মিজানর রহমানের ট্যাক্টরের টুলি চুরি যায়। অভিযোগ পেয়ে তদত্তে নেমে তপন থানার পুলিশ চোরাই ট্রলি উদ্ধার করে। সেই সাথে নাজিমুদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে এদিন বালুরঘাট জেলা আদালতে পাঠায়।

ডালা খোলা ট্র্যাক্টরে মাটি

বনিয়াদপর, ১৬ জানয়ারি : ডালা খোলা ট্র্যাক্টর। তার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মাটি। আর সেই মাটিই পড়ে থাকছে রাস্তায়। দিনের পর দিন মাটি জমছে। সামান্য বৃষ্টি বা কুয়াশায় সেই মাটি ভিজে কাদা হয়ে যাচ্ছে। এরপর বাইক, তিনচাকার যান নিয়ে যেতে গিয়ে বিপদে পড়ছেন চালকরা। দিনের পর দিন দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে বুনিয়াদপুরের রাজ্য

স্থানীয়দের দাবি, বেশ কয়েকদিন থেকে ডালা খোলা কিছু ট্র্যাক্টর পুকুর थित कामाभाषि निरंश वृनिशामें वृत শহরে বিডিও অফিসের পাশের

জমির মাটি ভরাট করা হচ্ছে। ওই মাটি বহনের মেয়াদ শেষ হলেই জায়গাটি বাসযোগ্য করে তোলা হচ্ছে। কাদামাটি পড়ে মনে হচ্ছে ৪ নং ওয়ার্ডের পাকা রাস্তাটি আদপে গ্রামের রাস্তা। সরাই থেকে ৫১২ জাতীয় সড়ক ধরে পিরতলা হয়ে আম্বই রাস্তাটির পরিস্থিতিও এক।

প্রতিদিন বাইক নিয়ে যাতায়াত করেন রমেন শিকদার। তাঁর বক্তব্য, ট্র্যাক্টর থেকে জাতীয় সড়কে কাদা মাটিগুলি পড়ে রাস্তায় আটকে রয়েছে। সামান্য বৃষ্টি হলে আমাদের সর্বনাশ। প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের চোখে কি এগুলো পড়ে না?'

স্থানীয় বাসিন্দা সুদেব দাসের 'সমস্যার কথা মাটি ঠিকাদারকে বলেছিলাম। জানিয়েছেন,

সড়কের উপর সমস্ত মাটি লেবার দিয়ে তুলে ফেলা হবে। মাটি বহনের মেয়াদ বধবার শেষ হলেও শুক্রবার পর্যন্ত জাতীয় সড়কের উপর কাদামাটি তোলা হয়নি।

মাটির ঠিকাদার সংস্থার মালিক মিজানুর রহমান। তাঁর আশ্বাস, 'খুব জলদি লেবার নিয়ে রাস্তা থেকে কাদা মাটি তুলে ফেলা হবে।' পুর প্রশাসক কমল সরকারের বক্তব্য, 'বিষয়টি জানা ছিল না। মাটি ঠিকাদার সংস্থাকে তথ্য রাস্তা থেকে মাটিগুলিকে তুলে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হবে। এছাড়াও এলাকাবাসীদের মাইকিং করে সচেতন করা হবে। নইলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ড আবর্জনা

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : কুমারগঞ্জ ব্লক প্রশাসন বড় আয়োজন করে রামকৃষ্ণপুর পঞ্চায়েতকে নির্মল পঞ্চায়েত গড়ার ডাক দিয়েছিল। এই লক্ষ্যে পঞ্চায়েত এলাকায় একাধিক কর্মসূচি গৃহীত হয়। কিন্তু বর্তমানে গোপালগঞ্জ বাজারে গেলে স্পষ্ট হয়, সেই উদ্যোগ কেবল কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ।

বাজারের বিভিন্ন স্থানে রাস্তার ধারে জমে আছে আবর্জনার স্তুপ। ডাস্টবিনগুলি দীর্ঘদিন ধরে পরিষ্কার না হওয়ার কার্ণে ময়লা উপচে পড়ছে এবং সেখান থেকে নির্গত দুর্গন্ধে স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা অতিষ্ঠ। পাশাপাশি নোংরার স্থূপ পরিবেশ ও নান্দনিকতা দুটিকেই দয়িত কবছে।

স্থানীয় বাসিন্দা এবং শিক্ষক অলোকেশ চৌধুরী জানান, 'ব্যাংকের সামনে এবং বাজারের বিভিন্ন জায়গায় পাশাপাশি এ দৃশ্য প্রতিনিয়ত আমাদের অসুবিধায় হবে।'



রাস্তার পাশে জমে আবর্জনা। বৃহস্পতিবার কুমারগঞ্জে

'এসডব্লিউএম (সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট) বিভাগের টোটো গাড়িগুলোর কয়েকটি নষ্ট হয়ে আছে। সেগুলো ডাস্টবিনগুলো দীর্ঘদিন পরিষ্কার হয়নি। পরিবেশ দুষণের মেরামত হলেই আবর্জনা পরিষ্কার করার কাজ শুরু

কিষান মান্ডির কাছে গর্ত, পথে বিপদ পথচারীদের

প্রায় দইমাস হল সদা ব্যস্ত পাকা রাস্তায় তিন ফুট বাই চার ফুট একটা বিপজ্জনক গর্ত তৈরি হয়েছে। পথচলতি যানবাহনের চালকেরা দূরে থেকে এই গর্ত বুঝতে না পারায় প্রায়শই ছোটখাটো দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন। অথচ পূর্ত দপ্তর বা কর্তৃপক্ষের রাস্তার এই বিপজ্জনক গর্ত মেরামতির ব্যাপারে কোনও হেলদোল নেই। ফলে যানবাহনের চালক থেকে

মোড থেকে গোপালগঞ্জ বাজাব যাওয়ার পথে কিষান মান্ডির পার্শ্ববর্তী সরকারি গোডাউনের ঠিক সামনে

বালুরঘাট - কুমারগঞ্জ রাজ্য সড়কে। এই পথে প্রতিদিন যাতায়াতকারী স্কুল শিক্ষক শুভঙ্কর বর্মন বলেন, 'কিষান মান্ডির কাছে পাকা রাস্তায় তৈরি হওয়া এই গর্ততে পড়ে অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং এখনও ঘটে চলেছে। তাই বিপজ্জনক এই গর্তটা সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বেড়েই মেরামত করা ভীষণ জরুরি। নইলে আরও বাড়ছে।সেজন্য বিষয়টি পুলিশ

এলাকাব আব এক বাসিন্দ সত্যজিৎ সরকারের 'অনেকদিন ধরে বিপজ্জনক গর্ত তৈরি হয়েছে। অথচ মেরামতির ব্যাপারে কারও কোনও হেলদোল নেই। আবার এই রাস্তায় মাটি বহনকারী ট্যাক্টর থেকে মাটি পড়ে রাস্তা বিপজ্জনক হয়ে যায় । সর্বোপরি পথের দু'ধারে যে ফুটপাথ তাও দিনদিন জবরদখল হয়ে যাচ্ছে। ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা চলেছে। বিপিজ্জনক এই গর্ত তৈরি যে কোনওদিন বড় দুর্ঘটনা ঘটতে ও প্রশাসনের অবিলম্বে দেখা উচিত।'

প্রথম কিস্তির টাকা ঢুকতেই দাম বাড়ানোর অভিযোগ

আবাসের সৌজন্যে মহার্ঘ ই

কুশমণ্ডি, ১৬ জানুয়ারি : কেন্দ্র ও রাজ্যের দীর্ঘদিন টালবাহানার পরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বাংলা আবাস যোজনায় পাকা ঘর তৈরির প্রথম কিস্তির টাকা দিয়েছেন। অভিযোগ, সেই সুযোগে ইটের দাম বাড়িয়েছেন ইটভাটা মালিকরা। এমনকি, সেই অভিযোগ সত্য বলেছেন ইটভাটা মালিক সংগঠনের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বর্পন সরকার। তাঁর কথায়, 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ইটের দাম বাড়ানো যুক্তিযুক্ত নয়।' বিডিও জানালেন, 'অন্যায়ভাবে দাম বাড়ালে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

কুশমণ্ডি ব্লকে বাংলা আবাস যোজনীয় প্রায় সাড়ে তিন হাজার মানুষ এবার নতুন পাকাবাড়ি কর্বেন। রাজ্য স্রকারের প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পর ইট কিনতে



ইটভাটায় ট্র্যাক্টরে ইট বোঝাই হচ্ছে। বৃহস্পতিবার কুশমণ্ডিতে।

গিয়ে চোখ কপালে উঠেছে সাধারণ মানুষের। সরাইহাট বাজেদিনোর ১৯ হাজার টাকা। গ্রামের সুলবালা সরকার বলেন, 'একমাস আগে দুই নম্বর ইটের দাম ছিল ১২-১৩ হাজার টাকা । সেই ইটের দাম এখন ১৪-১৫ হাজার টাকা হয়েছে। এক নম্বর ইটের দাম

ওই ইটের দাম বেড়ে হয়েছে ১৭-

একই কথা জানিয়েছেন ভক্তিপুর গ্রামের আব্দুল মান্নান। তিনি বলেন, 'এক নম্বর হোক আর দুই নম্বর ইট। কোনও ইটভাটায় নির্দিষ্ট দাম নেই। যার কাছে যেমন পারছেন, ইটভাটার মালিকরা তার ছিল ১৪-১৬ হাজার টাকা। আপাতত

প্রসঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুর ইটভাটা মালিক সংগঠনের সহ সভাপতি স্বপন সরকার জানিয়েছেন, কুশমণ্ডি ব্লকে একাধিক ইটভাটা আছে। অগ্নি, তুবাই, রানি ও রাজু এই চারটি ইটভাটা দাম বাড়ায়নি। বাকিদের কথা স্পষ্ট করে বলতে পারব না।

তবে কাস্টমার বেশি পেয়ে দাম বাড়ানোটা অন্যায়, বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ইটের দাম বাড়ানোর বিষয়ে উদ্বেগে বিডিও নয়না দে। তিনি বলেন, 'খুব দ্রুত কশমণ্ডি ব্লকের অন্তর্গত ইটভাটার মালিকদের নিয়ে বসা হবে। মহিপাল গ্রামের বাসিন্দা ভবানন্দ রায়ের বক্তব্য, 'এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা দিচ্ছে সরকার। সেই টাকার সবটাই চলে যাবে ইটের ভাটায়। পাকা ঘর তৈরি হবে, তবে তা মান্য থাকার যোগ্য হবে কি না

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা উন্নয়নের আশ্বাস

হিলি, ১৬ জানুয়ারি : হিলিতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করলেন বালুরঘাটের বিধায়ক অশোককুমার লাহিড়ি। বৃহস্পতিবার হিলি থানার বিনশিরা স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করে পরিষেবা খতিয়ে দেখেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে অসুবিধা শোনেন। পরিষেবা উন্নয়নে পদক্ষেপ করবেন বলে আশ্বাস দেন বিধায়ক।

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পরে বছর দুয়েক আগে পুনরায় বিনশিরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা শুরু করা হয়। তারপরেই স্বাস্থ্য পরিষেবা খতিয়ে দেখতে পরিদর্শন করলেন বালুরঘাটের বিধায়ক অশোককুমার লাহিড়ি। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওষুধ[ি]সহ একাধিক বিষয়ে খোঁজখবর করেন।

উলটো জাতীয় পতাকা

বালুরঘাট, ১৬ জানুয়ারি : স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়ার মাঠে উলটো হঁয়ে পতাকা উড়ল বালুরঘাটে। বুধবার শহরের শতাব্দীপ্রাচীন বালুরঘাট হাইস্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয় দিশারি এলাকার নিজস্ব মাঠে। সেখানে প্রথমে পতাকা উত্তোলনের সময় সেই পতাকা পড়ে যেতে দেখা যায়। তারপরেও উত্তোলনের পরে উলটো হয়ে পতাকা উড়তে থাকে। সেই সময় মাঠে উপস্থিত জেলা শাসক ও জেলা পুলিশ সুপার সহ একাধিক বিশিষ্ট্রজন। বিষয়টি নজরে পড়তেই তড়িঘড়ি উলটো পতাকা নামিয়ে সোজা করে আবার পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। এর ফলে সেই সময় স্থানীয় বাসিন্দা ও স্কুল পড়য়াদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। ঐতিহ্যবাহী বালুরঘাট হাইস্কুলের ক্ষেত্রে এমন অবহেলা কাম্য নয় বলে অনেকেই জানিয়েছেন।

স্টেশন পরিদর্শন বিধায়কের

বালরঘাট, ১৬ জানয়ারি বালুরঘাট রেলস্টেশন ও তার সংলগ্ন গোডাউন বৃহস্পতিবার দুপুরে পরিদর্শন করলেন বালুঘাটের বিধায়ক তথা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অশোককুমার লাহিড়ি। বেশ কিছদিন ধরেই ওই গোডাউনগুলি তৈরির কাজ চলছে। সেগুলোতে কী রাখা হবে, কী কী কাজ চলছে সেইসব সর্রেজমিনে খতিয়ে দেখেন বিধায়ক। পাশাপাশি বালরঘাট স্টেশনের বিভিন্ন কাজ খতিয়ে দেখেন তিনি। বুধবার তিনি বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনে যান। হাসপাতালে কথা বলেন রোগী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে।

হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড রায়গঞ্জ সদর অবর বিদ্যালয়

রায়গঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : একজন পড়য়া কেবলমাত্র পড়াশোনায় ভালো হবে সেটাই নয়। তার আচরণও যাতে ঠিকঠাক থাকে. সেটা দেখাটাও শিক্ষকদের কর্তব্য। সেক্ষেত্রে কোনও ছাত্র বা ছাত্রী তার সার্বিক বিকাশ কেমন হচ্ছে সেটা নিয়েই এই হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড।

বৃহস্পতিবার উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের দেবীনগব রায়গঞ্জের কেসিআর বিদ্যাপীঠে রায়গঞ্জ সদর ও পূর্ব সার্কেলের ১২০ জন প্রাথমিক এবং শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড বিষয়ে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন জেলা

পরিদর্শক নাসরিন পারভেজ সহ অন্যরা। পড়ুয়াদের সার্বিক উন্নতি কেমন হচ্ছে সেটাই উল্লেখ করা থাকবে এই রিপোর্ট কার্ডে। এদিন

রায়গঞ্জ

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সুশান্ত মজুমদার বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে প্রজেক্টরের মাধ্যমে হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন।

বিদ্যালয় পরিদর্শক পারভেজ 'ছাত্রছাত্রীদের আচরণও যাতে ঠিকঠাক থাকে সেটা দেখাটাও শিক্ষকদের কর্তব্য। সেক্ষেত্রে কোনও ছাত্র বা ছাত্রী তার সার্বিক

এই হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড। স্কলের প্রথম, দ্বিতীয় ও ততীয় শ্রেণির পড়য়াদের বৌদ্ধিক বিকাশ কতটা হচ্ছে সেটার প্রতিফলন হবে এই রিপোর্ট কার্ডে।' বিদ্যালয় পরিদর্শক সশান্ত মজমদার জানান, 'কোনও ছাত্র বা ছাত্রী হয়তো অঙ্কে ভয় পায়, কিন্তু ইংরেজি তার খব পছন্দের বিষয়, আবার কেউ হয়তো একটু একলা থাকতে পছন্দ করে, কারোর হয়তো কিছু খারাপ আচরণ রয়েছে বা কোথাওঁ হয়তো সে নিজেকে গুটিয়ে রাখে। এসবই বোঝা যাবে হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডে। সেই মতো অভিভাবকরাও জানতে পারবেন যে তাদের সন্তানদের কতটা মানসিক বিকাশ হচ্ছে। সেই মতো সকলে মিলে পদক্ষেপ নিতে পারবেন।

রাজবংশী গাভুর সংঘ'র উদ্যোগে বোগিয়া ভাওয়াইয়া উৎসব ১০১৫ বুধবার করণদিঘির মীরদিঘিতে। উদ্বোধন অনুষ্ঠান করলেন রাজ্যের রাষ্ট্রমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন। 'জমি বেচি বেটি বেহা বন্ধ করিবার আবদার নিয়া' স্লোগানকে প্রধান্য দিয়ে এবারের রাজবংশী বোগিয়া ভাওয়াইয়া উৎসব শুরু হল বললেন গাভুর সংঘের জেলা সম্পাদক মোহনলাল সিংহ। এদিন দল, নটুয়া গানের দল। এছাড়াও কোচবিহার, নেপাল, জলপাইগুড়ির লোকশিল্পীরা লোকসংগীত পরিবেশন এর আয়োজন করা হবে। এদিন

তালে লোকনৃত্য পরিবেশিত হয়। উৎসব কমিটির সদস্য প্রভাত

সিংহ বলেন, 'সারারাত ব্যাপী কশান নাচ, বৈরাতি নাচ, গোয়ালিনী নাচ, হুদুমদেও নাচ, খন, নাটুয়া, বিষহরা নাচ, চোর-চুন্নি'র মতো গীতিনাট্য পরিবেশিত হবে সারারাত। ছিলেন আসামের ভাওয়াইয়া শিল্পী ভণিতা রায়, দূরদর্শন শিল্পী রিক্তা বর্মন, সুকন্যা মুস্তাক, নেপালের 'স্বামী জোগানগিরী নাচের দল, খনগানের রাজবংশী আধুনিক ফ্যাশন শো করার পাশাপাশি ভাওয়াইয়া গানের 'রাজবংশী রত্ন-২০২৫' পুরস্কার উৎসবকে কেন্দ কবে বাজবংশী

ট্রাডিশনাল খাবাবের মধ্যে শিদলের সানা, শুটকি ভর্তা, পেলকা, শুকাতির পেলকার মতো নানা ঐতিহ্যবাহী খাবারের হোটেলে উপচে পড়া ভিড়

উদ্যোক্তাদের কমিটির সদস্য দিবাকর সিংহর কথায়, 'রাজবংশী মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি তুলে ধরাই বোগিয়া ভাওয়াইয়া উৎসবের মূল উদ্দেশ্য। বিশ্বায়নের যুগে রাজবংশী ভাষা ও সংস্কৃতি ভুলতে বসেছে। তাই নতুন প্ৰজন্ম যাতে ভুলে না যায় তাই এই উদ্যোগ।'

বহমেলার প্রস্তাত কালিয়াচকে



সুজাপুর হাতিমারি ময়দানে বাঁশ বাঁধার কাজ চলছে। - সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১৬ জানুয়ারি : কালিয়াচক-১ গ্রামীণ বইমেলা আগামী ২১ তারিখ থেকে শুরু হবে। চলবে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে সুজাপুর হাতিমারি ময়দানে। তারই প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। শতাধিক বইয়ের স্টল থাকবে মেলায়। স্টল তৈরি সহ মঞ্চের কাজ শুরু হয়েছে। এদিকে ছদিন ধরে চলবে বিভিন্ন সংস্কৃতি অনুষ্ঠান। পাশাপাশি রয়েছে প্রতিযোগিতামূলক কবিতা আবৃত্তি, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। মেলা কমিটির তরফে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা নাগাদ চূড়ান্ত পর্বের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে মেলা পরিচালনার বিষয়ে ও সাংস্কৃতিক মঞ্চ পরিচালনার বিষয়ে সবদিক আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মেলা কমিটির সম্পাদক সারিফুল ইসলাম, সভাপতি নজরুল ইসলাম

সম্পাদক সারিফুল ইসলাম জানান, '২১ তারিখ সকালে বর্ণাট্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে বইমেলার উদ্বোধন হবে। মেলায় দুটি মঞ্চ থাকছে। মূল মঞ্চে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে। পাশাপাশি অপর মঞ্চে এলাকার কবি, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিকপ্রেমীদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হবে। সমস্ত কিছুর প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে।'

রক্ত দিলেন জওয়ান

বালুরঘাট, ১৬ জানুয়ারি : বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে রক্তাল্পতা নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন মাধবী মহন্ত। পতিরামের ওই মহিলার 'ও' পজিটিভ গ্রুপের রক্তের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। বৃহস্পতিবার বিষয়টি জানতে পেরে বালুরঘাট ব্লাড সেন্টারে গিয়ে রক্তদান করেন মালঞ্চার কৌশিক চৌধুরী নামে এক বিএসএফ জওয়ান। রক্তদানে সহযোগিতা করেন সূর্যোদিয়ের সমাজ কল্যাণ সংগঠন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

সম্মেলন শেষ, সম্পাদক পেল না মালদা সিপিএম

সিপিএমের দুদিনের সম্মেলন শেষ হলেও কোন্দলৈ মিলল না নতুন জেলা সম্পাদক। অগত্যা বিদায়ি সম্পাদক অম্বর মিত্রকে আহ্বায়ক করে গঠন করা হল ৫২ জনের জেলা কমিটি। সম্মেলন থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পার্টি কংগ্রেসের পর ঐক্যমতের ভিত্তিতে জেলা সম্পাদক নিবর্চন করা হবে।

উল্লেখ্য, বুধবার হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডীতে একটি বেসরকারি লজে শুরু হয়েছিল সিপিএমের জেলা সম্মেলন। তিন শতাধিক প্রতিনিধি অংশ নেন। যেহেতু বিদায়ি সম্পাদক অম্বর মিত্র পরপর দু'বার ওই পদে ছিলেন তাই এবার তাঁকে সরতেই হত। দলীয় সূত্রে খবর, সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন নতুন সম্পাদক পদে জামিল ফিরদৌস ও কৌশিক মিশ্রের নাম উঠে আসে। কিন্তু এঁদের মধ্য থেকে চূড়ান্ত একজনকে বাছতে গিয়ে প্রতিনিধিরা বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত সম্মেলন কক্ষে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় বিদাযয়ি জেলা কমিটি ও সম্পাদকমণ্ডলী আলাদা ভাবে মিটিংয়ে বসে। তাতেও সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসেনি।

ট্র্যাক্টর আটক

বালিবোঝাঁই ট্র্যাক্টর আঁটক সহ চালককে গ্রেপ্তার করল তপন থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে রাজস্ব ফাঁকি দিঁয়ে জাইদুল রহমান নামে এক ব্যক্তি পুর্নভবা নদী থেকে নিজের ট্র্যাক্টরে বালি তুলে বিক্রি করার চেষ্টা করছিল। পুলিশ খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে ট্র্যাক্টর আটক করে। সেই সঙ্গে চালক তথা ট্যাক্টর মালিককে গ্রেপ্তার করে।

গাজোলে সার দেওয়ায় ড্রোন লাগবে। এদিন তিন বিঘা ড্রোনের কার্যকারিতা

গাজোল, ১৬ জানুয়ারি দীর্ঘদিন ধরে কৃষিতে ব্যবহৃত হচ্ছে উন্নত প্রযুক্তি। এর আগে বিভিন্ন ফসল রোপণ, ফসল কাটা এবং ঝাড়াই-বাছাইয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি। এবার জমিতে সার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হচ্ছে ড্রোনের মতো উন্নত যন্ত্র। ড্রোনের সাহায্যে জমিতে সার প্রয়োগ করলে সময় কম লাগার পাশাপাশি সারের পরিমাণও কম লাগে। তেমনি চাষিদের পরিশ্রমও অনেকটা কম হয়। এদিন গাজোল ব্লক সহকৃষি অধিকতা দপ্তরের তরফে বেশ কিছু জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে ড্রোন দিয়ে প্রয়োগ করা হল ন্যানো ইউরিয়া এবং অনুখাদ্য সার। পরীক্ষা সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছে



পরীক্ষামূলকভাবে সার প্রয়োগের আগে। বৃহস্পতিবার গাজোলে।

জমিতে সার প্রয়োগ করে যথেষ্ট খুশি হয়েছেন কৃষকরাও। কৃষিকতা মাসেদুল রাকিব

বলেন, 'এদিন কৃষি দপ্তরের তরফে

মাসেদুল রাকিব। এই পদ্ধতিতে বিশ্বজিৎ মণ্ডলের তিন বিঘা জমিতে ড্রোন দিয়ে ন্যানো ইউরিয়া এবং অনুখাদ্য সার স্প্রে করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছে। পঞ্চায়েতের আহোড়া আগামীদিনে ড্রোনের মাধ্যমে সার একদিকে যেমন সময় কম লাগবে, বলে জানান ব্লক সহকৃষি অধিকতা এলাকায় দীপক মণ্ডল এবং প্রয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হবে। তেমনি সারের পরিমাণও অনেকটা

ড্রোনের সাহায্যে জমিতে সার প্রয়োগ করলে সময়ের পাশাপাশি সারের পরিমাণও কম লাগবে

■ চাষিদের কায়িক পরিশ্রমও অনেকটা কমবে

 প্রায় ১০ লিটার তরল পদার্থ নিয়ে এই ড্রোন স্বাভাবিকভাবে উড়তে

■ জমিতে হালকা

জলসেচের জন্যও এই ড্রোন ব্যবহার করা যাবে যন্ত্রের সাহায্যে সার প্রয়োগ করলে

জমিতে স্প্রে করতে সময় লেগেছে মাত্র ১৫ মিনিট। সাধারণভাবে এই পরিমাণ জমিতে সার প্রয়োগ করতে প্রায় আট ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। প্রায় ১০ লিটার তরল পদার্থ নিয়ে এই ড্রোন স্বাভাবিকভাবে উড়তে পারবে। রাসায়নিক সার প্রয়োগের পাশাপাশি জমিতে হালকা জল সেচের জন্যও এই ড্রোন ব্যবহার করা যাবে। এদিন কৃষ্ণপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির তরফে এই ড্রোনটি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করার জন্য দৈওয়া হয়েছে। ড্রোনটির দাম প্রায় আট লাখ টাকা। কোনও কৃষক যদি কিনতে চান, তাহলে সরকারের তরফে প্রায় চার লাখ টাকা ভর্তুকি দেওয়া হবে।'

ড্রোনের মাধ্যমে সার প্রয়োগের ফলে আগামীদিনে কৃষি প্রযুক্তিতে কৃষকরা আরও একধাপ এগিয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

হুইলচেয়ারের দাবিতে

চক্ৰান্ত দেখছেন কৃষ্ণ

দুটি পৃথক ঘটনায় ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

১৬ জানুয়ারি : একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল মহাগ্রাম গ্রামে। মৃত ওই ছাত্রীর নাম লাকি পারভিন (১৭)। নারায়ণপুর হাইস্কলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী সে। বৃহস্পতিবার মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বালরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশায় পরিবার।

কিশোরীর জামাইবাব রাজ মিয়াঁ বলেন, 'বুধবার বিকেলে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে নিজের শোয়ার ঘরে ওড়না গলায় জড়িয়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে লাকি। স্কুল থেকে বাড়িতে আসার পর মেয়ের জন্য মা ভাত বাড়তে যান। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে তিনি মেয়ের ঘর ভেতর থেকে বন্ধ দেখেন। কিশোরীর মা চিৎকার শুরু করলে বাড়ির বাকি লোকজন ছুটে এসে দরজা ভেঙে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান লাকিকে।

গ্রামবাসীর অনেকের অভিমত 'স্কুল থেকে টোটো নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় ভারাক্রান্ত ছিলেন ওই

এদিকে, ঘর থেকে উদ্ধার হল এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম কোহিনুর খাতুন (২৭)।

জানা গিয়েছে, গত আট বছর আগে গঙ্গারামপুর থানার পাটুল গ্রামের নাজমূল মিয়াঁর সঙ্গে বিয়ে হয় হরিরামপুর থানার এলাকার কোহিনুর খাতুনের। তাদের সাত ও চার বছরের সন্তান রয়েছে। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে নানারকমভাবে কোহিনুরের ওপর অত্যাচার চালাত স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা। বিষয়টি নিয়ে বেশ কয়েকবার সালিশি সভা

বুধবার বিকেলে গৃহবধুর দেহ উদ্ধার হয়। এদিন গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদত্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠায়। পাশাপাশি ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ভোজালি ও রড সহ ধৃত

বামনগোলা, ১৬ জানুয়ারি ডাকাতির ছক বানচাল করল পুলিশ। বামনগোলা রাতের অন্ধকারে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জমায়েত হওয়া পুরো দলকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বামনগোলার পাকুয়াহাটের নিকটবর্তী এলাকা থেকে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে লোহার রড, ভোজালি, হাঁসুয়া সহ বিভিন্ন অস্ত্র। এছাড়াও ডাকাতির কাজে ব্যবহারের জন্য ডাকাতদলের কাছে থেকে উদ্ধার হয়েছে লংকার গুঁড়ো সহ না উপাদান। উদ্ধার হয়েছে ডাকাতির উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য একটি বোলেরো পিকআপ ভ্যান। বৃহস্পতিবার ডাকাতদের আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের জেল হেপাজত হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, মালদার ৩ জন, দক্ষিণ দিনাজপুরের ৯ জন ডাকাতির চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেয়। পরিকল্পনা সফল করতে একটি বোলেরো পিকআপ ভ্যানে তারা জমায়েত করে পাকুয়াহাটের নিকটবর্তী এলাকায়। পেয়েই বামনগোলা থানার পুলিশ ডাকাতদলকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশের জালে মালদার বাসিন্দা

গঙ্গারামপুর, ১৬ জানুয়ারি বিদ্যুতের সাব-স্টেশনে ডাকাতির ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সাইম আলি (২৮)। তার বাড়ি মালদার সুজাপুরে।

৯ তারিখে গঙ্গারামপুর থানার রতনমালায় অবস্থিত ১৩২ কেভি বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, নিরাপত্তারক্ষীদের মার্ধর করা হয়। হাত-পা বেঁধে গোডাউন ভেঙে প্রায় ৫ লক্ষ টাকার সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। তদন্তে নেমে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ গতকাল একজনকে গ্রেপ্তার করে। সেইসঙ্গে গাড়ি উদ্ধার করে। গতকাল রাতে ফের অভিযান চালিয়ে মালদার সুজাপুর থেকে সাইমকে গ্রেপ্তার করে। এদিন ধৃতকে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা



যত কাণ্ড সীমান্তে, হবিবপুর ও কুমারগঞ্জে দুই ছবি

পাচারকারীদের আটকাতে মহিলা

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর ১৬ জানুয়ারি : কুয়াশা ঘেরা কনকনে শীতের রাতের অন্ধকারে আবারও হবিবপুরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে গুলির শব্দ। তবে এবার চোরাচালান রুখতে গুলি চালিয়েছে মহিলা সীমান্ত রক্ষীবাহিনী। পাচারকারীদের আটকে তাঁরা উদ্ধার করেছে পাঁচটি গবাদিপশু। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে

একনজরে

সীমান্তে বিএসএফের

গবাদিপশু উদ্ধার

করা হয়েছে



কড়া নজরদারি ও তৎপরতায় ভেস্তে যাচ্ছে পাচারকারীদের ছক ■শীত আর কুয়াশার **■**পাচারকারীদের আটকে পাঁচটি

সুযোগে বারবার সীমান্তে সক্রিয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে পাচারকারীরা

হবিবপুরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ৮৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন

মহিলা সীমান্ত সুরক্ষাবাহিনীর সাহসিকতার যথেষ্ট তারিফ করেছেন বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের মুখপাত্র সহ অন্য বিএসএফের কতর্রা। বুধবার রাতে কয়েক রাউভ গুলির শুব্দ শুনেছেন হবিবপুরে ভারত-বাংলাদেশ অসাধারণ সাহস এবং সতর্কতার সঙ্গে তাঁদের সীমান্তের ৮৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের বিএসএফ দায়িত্ব পালন করছেন।

লাগোয়া বৃহস্পতিবার দিনের আলো ফুটতেই এলাকার মানুষজন জানতে পারেন, সীমান্তের ওপারে পাচারের আগেই মহিলা বিএসএফ উদ্ধার করেছে পাঁচটি গবাদিপশু। পাচারকারীদের চালেঞ্জের মুখে চোরাকারবারিদের রুখতে আত্মরক্ষায় গুলি চালিয়েছেন মহিলা বিএসএফ।

বাস্তবিকই, রাতের অন্ধকারের পাশাপাশি শীত আর কুয়াশার সুযোগে বারবার সীমান্ডে সক্রিয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে পাচারকারীরা। কিন্তু সীমান্তে বিএসএফের কড়া নজরদারি ও তৎপরতায় ভেস্তে যাচ্ছে পাচারকারীদের ছক। জানা গিয়েছে, গভীর রাতে কর্তব্যরত মহিলা বিএসএফ লক্ষ করেন কয়েকজন দুষ্কৃতী কিছু গবাদিপশু নিয়ে দ্রুত সীমান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সীমান্তরক্ষীরা তাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে থামতে বলেন। কিন্তু পাচারকারীরা এগিয়ে যায়। তখন কর্তব্যরত মহিলা বিএসএফ অন্য সহকর্মীদের খবর দেন। এরপর পাচারকারীরা আক্রমণাত্মক হয়ে এগোতে থাকলে কর্তব্যরত মহিলা বিএসএফ গুলি চালান। সেসময় পাচারকারীরা অসমতল এলাকার ঘন ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পালিয়ে যায়। তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় পাঁচটি গবাদিপশু।

বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের জানিয়েছেন, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ তাঁদের কর্তব্যে অবিচল থেকে পাচারকারীদের রুখে দিচ্ছেন। তাঁদের কড়া নজরদারি পাচারকারীদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিচ্ছে। বিএসএফের মহিলা

পাকড়াও ভারতীয় তরুণ

সাজাহান আলি

কুমারগঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি: ফের নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা। পাকড়াও তরুণ পাচারকারী। ঘটনাস্থল দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ থানার বাসন্তী সীমান্ত এলাকা। বুধবার ৪৯৯ বৌতল নিষিদ্ধ সিরাপ সহ এক তরুণকে পাকড়াও করেছে ৫৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানেরা।

ধৃত তরুণের নাম আহাদ আলি মণ্ডল। তার বাডি নবগ্রাম এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট শোরগোল তৈরি হয়েছে। পরে বিএসএফের তরফে ধৃত ব্যক্তি ও বাজেয়াপ্ত কাফ সিরাপ কুমারগঞ্জ থানার পুলিশের হেপাজতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার দুপুরে বালুরঘাট ব্লকের শিবরামপুর সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করলেন বিএসএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। আগামী ২০ জানুয়ারি শিবরামপুরে বিএসএফ ও বিজিবির বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে বলে সূত্রের খবর। বিএসএফের সঙ্গে ছিলেন ঠিকাদার সংস্থার কর্মীরা। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে ওই এলাকায় কাঁটাতার দেওয়াকে কেন্দ্র করে বচসা হয় বিএসএফ ও বিজিবির মধ্যে। বিএসএফ বেড়া দিতে গেলে তা আটকে দেয় বিজিবি। এরপর থেকেই ওই এলাকায় চাপা উত্তেজনা চলছে। আজ ওই এলাকা পরিদর্শন করেন বিএসএফের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা।

বিএসএফ আর পলিশ জানিয়েছে, বধবার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বাসন্তী এলাকায় বেশ কিছু নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সহ অপেক্ষা করছিল এক পাচারকারী। জওয়ানরা ঘটনা বঝতে পেরে ওই তরুণকে দ্রুত পাকড়াও করে। পাশাপাশি তল্লাশি চালানোর পর ৪৯৯ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ তার কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করে। নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ ও ধৃতকে কুমারগঞ্জ থানায় পাঠায় বিএসএফ কর্তৃপক্ষ। এতে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়েছে বিএসএফ এবং পলিশের কপালেও।

কুমারগঞ্জ থানার আইসি রামপ্রসাদ চাকলাদার বলেন, 'বাংলাদেশে পাচার করার আগে ৪৯৯ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সহ এক পাচারকারীকে পাকড়াও পুলিশ বালুরঘাট আদালতে পাঠিয়েছে এবং এই ঘটনায় ধত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করেছে।

বৃনিয়াদপুরে

সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয়।

নিয়ে বিবাদে মৃত্যু

মেডিকেলে হুইলচেয়ার না পেয়ে এক

বদ্ধা তাঁর স্বামীকে পিঠে করে নিয়ে

যাওয়ার ছবি রাজ্যজ্ঞড়ে ভাইরাল

হয়েছে। বিরোধীরা এটাকে হাতিয়ার

করে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে

মেডিকেলের রোগীকল্যাণ সমিতির

প্রতিনিধি বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী দলের

কর্মীদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিয়োগ

করেন। মেডিকেলের রোগীদের

পরিচ্ছন্নতা দেখার দায়িত্ব তাঁদের উপর

বর্তায়। তবে এনিয়েও বিরোধীরা সরব

হয়েছে। এবার হুইলচেয়ারের ঘটনা

সামনে আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায়

মেডিকেলের অব্যবস্থা নিয়ে সরব

দাবি, রায়গঞ্জের মেডিকেল কলেজকে

নিয়ে নোংরা রাজনীতি করে

যদিও বিধায়কের অনুগামীদের

পরিষ্কার-

ঘটনার জেরে এদিন রায়গঞ্জ

কটাক্ষ শুরু করেছে।

দেখভালের পাশাপাশি

রতুয়া, ১৬ জানুয়ারি : হাটে সবজির দোকান বসানোকে কেন্দ্র করে বসচায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। বৃহস্পতিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক। উত্তেজনা সৃষ্টি হয় মালদা রতুয়ার সামসীর সাপ্তাহিক হাটে। মৃত বৃদ্ধের পরিবারের তরফে সামসী পুলিশ আউট পোস্টে দুজনের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঁঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনায় এক অভিযুক্ত ধরা পড়লেও আরেকজন পলাতক। তার খোঁজে শুরু হয়েছে পুলিশি তল্লাশি।

মৃত ব্যক্তির নাম মুসলিম সবজি (৭৫)। রতুয়া থানার দেবীপুর এলাকার বাসিন্দা। সামসীর সাপ্তাহিক হাটকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রান্তের দোকানদারেরা নিয়ম অনুযায়ী বৃহস্পতিবারও হাজির হয়। মুসলিমও সেখানে সবজি বিক্রির জন্য নিয়ে যান। কিন্তু সবজির দোকানের জায়গা নিয়ে অন্য সবজি বিক্রেতাদের সঙ্গে তাঁর গণ্ডগোল বাধে। অভিযোগ, সেই সময় বাহারালের রুহুল ও খেলটু নামে দুই তরুণ মুসলিমের বুকে

আঘাত করে। তাদের সঙ্গে বলে ঘোষণা করেন।



নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মৃতের পরিজনরা। গত সপ্তাহেও নাকি হাটে দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন মুসলিম। বিষয়টি মার্কেট কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরেও কর্তৃপক্ষে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। বৃহস্পতিবার আবার সেই দুষ্কৃতীদের হামলার শিকার হন মুসলিম।

মুসলিমের ছেলে সোলেমান সবজি বলছেন, 'তখন আমিও হাটে ছিলাম। হাটে জায়গা ধরা নিয়ে গণ্ডগোল। আমার বাবাকে ওরা মেরেছে।

দেবীপুর গ্রামের পারভেজ আহমেদের কথায়, 'মুসলিম এলাকার পরিচিত ব্যক্তিত্ব। দীর্ঘদিন তিনি পঞ্চায়েত প্রধানও ছিলেন। আসলে এই

সামসী আউট পোস্টের পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে

বিধায়কের নির্দেশে আমরা মেডিকেল কলেজে দিনরাত পরিষেবা দিচ্ছি। কিছু মানুষ বিধায়ককে নিয়ে নোংরা

রাজনীতি করছে। অসিত ঘোষ স্বেচ্ছাসেবক

ভালোভাবে মেনে নিচ্ছে না। বিধায়ক মেডিকেল কলেজের দায়িত্ব নেওয়ার পর আমল পরিবর্তন হয়েছে।

স্বেচ্ছাসেবক সুবীর ধর জানান, 'বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী মেডিকেল কলেজের বরাগীকল্যাণ সমিতির প্রতিনিধি হতেই আমূল পরিষেবার পরিবর্তন হয়েছে। সকল মানুষকে পরিষেবা দিচ্ছি। হুইলচেয়ার নিয়ে নোংরা রাজনীতি করা হয়েছে। এটা কারা করছে এবং কেন করছে, তা

বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর বক্তব্য, 'ছবি তুলে নিয়ে সেই ছবি বিক্রি করে স্বার্থসিদ্ধি করতে এই কাজ করা হয়েছে। আমি বিধায়ক হতে পারি, তার আগে আমি একজন নাগরিক। আমি যদি এমন দেখতাম তবে ছুটে যেতাম তার কাছে। তা না করে যিঁনি এই ছবি তুলেছেন তিনি রায়গঞ্জকে ভালোবাসেন না। দলের সবাই ঐক্যবদ্ধ, এটা বিরোধীরা করেছে।'

তিনি বলেন, স্বেচ্ছাসেবকেরা হুইলচেয়ার নিয়ে প্রথম দৌড়ে গিয়েছে। পরিষেবা দেওয়ার জন্যে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তবে যেই করুক না কেন, যারা এই কাজ করেছে তারা মানবিকতার পরিচয় দেননি। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত বলেন, 'রায়গঞ্জ মেডিকেলে চিকিৎসা পরিষেবা নেই। পুরোটাই ভেঙে পড়েছে। আমরা জেলাজুড়ে আন্দোলনে নামব।

হাটে দোকান বসানো

আরও তিনজন ওই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। অন্য দোকানদাররা তড়িঘড়ি মুসলিমকে উদ্ধার করে সামসী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত



এই ঘটনায় সামসী রেগুলেটেড মার্কেট কর্তপক্ষের কাছে নিরাপত্তা

সামসী রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির সম্পাদক অসিত বরকে এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে, তিনি নিরাপত্তার দায় পুলিশ প্রশাসনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। তাঁর বক্তব্য, 'হাট চলাকালীন আমাদের কমিটির ১২ জন সদস্য টহলদারি করেন। পুলিশ প্রশাসনের কিছু সিভিক ভলান্টিয়ারও থাকেন। পুলিশকে বলব, ঘটনার তদন্ত করে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হোক।

আমি চাই ওদের কঠোর শাস্তি হোক।

হাটে নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা নেই।'

রুহুল নামে একজনকে আটক করা হয়েছে। তবে আরেক অভিযুক্ত

ঝামেলা মেটাতে গিয়ে কোপে জখম

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ১৬ জানুয়ারি : ছাগল বাঁধা নিয়ে দুই প্রতিবেশীর বিবাদ। কথা কাটাকাটি হয়েছিল বুধবার দপরে। তারই জের এসে পডল বহস্পতিবার সন্ধেবেলায় চায়ের ঠেকে। বিবাদ শুরু হতেই তা থামাতে যান যাটোর্ধ্ব বাজারু দাস। সেটাই কাল হল। রাগে বৃদ্ধকে কোপানোর অভিযোগ উঠল বিবাদকারী অভিজিৎ দাস নামে এক প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। এদিন ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচলের

প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, বুধবার দুপুরে মাঠে ছাগল বাঁধাকে কেন্দ্র করে জিতেন দাসের সঙ্গে অভিজিৎ দাসের বচসা হয়। অভিযোগ, অভিজিৎ দাস প্রকাশ্যে জিতেন দাসকে ছুরি দেখিয়ে হুমকি দেয়। এরপর এদিন রাতে চায়ের দোকানে আবার দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ বাধে। সেঁই বিবাদ থামাতে গেলে প্রতিবেশী বাজারু দাসের উপর চড়াও হয় অভিজিৎ দাস। পকেট থেকে ছুরি বের করে বাজারু দাসের গলায়, গালে এবং নাকের উপরে ছুরি দিয়ে কোপায় অভিজিৎ। এরপর্নই সে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

স্তানীয়রা রক্তাক্ত তডিঘড়ি বাজারুকে চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনার পর চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন পরিবারের সদস্যরা। আক্রান্ডের ছেলে প্রসেনজিৎ

দাসের ক্ষোভ, 'আমার বাবা এসব ঝগড়ার কিছু জানত না। সমস্যা থামাতে গিয়েছিল বাবা। তখনই আক্রান্ত হতে হয় বাবাকে।' অশোক দাস নামে এক প্রতিবেশীর কথায়, 'একজন নির্দোষের উপর হামলা চালিয়েছে। আমরা এই ঘটনার কঠোর শাস্তি চাই।'

বালুরঘাটে নাগরিক পরিষেবায় ১ কোটির গাড়ি

বালুরঘাট, ১৬ জানুয়ারি শহ্র বালুরঘাটকে আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার গাড়ি কিনল পুরসভা। মঙ্গলবার দুপুরে বালুরঘাট মঙ্গলপুর এলাকায় একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বালুরঘাট পুরসভার তরফে শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সেইসব গাড়ির উদ্বোধন করা হল। যার মধ্যে রয়েছে একটি হাইড্রা মেশিন আবর্জনা অপসারণের জন্য ২৫টি গার্বেজ ভ্যান, ফুলপাতা ফেলার জন্য ৫টি টোটো, জঞ্জাল একত্রিত করার জন্য ১০০টি হ্যান্ড ট্রলি ও পাঁচটি জলের ট্যাংকার উদ্বোধন করা হয়। এদিন ফিতে কেটে ও সবুজ পতাকা নাড়িয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন বালুরঘাটের পুরপ্রধান অশোককুমার মিত্র। এর ফলে বালুরঘাট শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে আরও সুবিধা হবে বালুরঘাট পুরসভা কর্তৃপক্ষের।

প্রত্যেকদিন বাড়িতে গার্বেজ ভ্যান যায়। সেই ভানেই বাডির আবর্জনা সংগ্রহ করে তার সংশ্লিষ্ট ডাম্পিং গ্রাউন্ডে নিয়ে যায়। পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য প্রথম থেকে আলাদা করেই নিয়ে যাওয়া হয়। ওই ই গার্বেজ ভ্যানগুলির বেশকিছ খারাপ হয়েছিল। ফলে পুরসভার তরফে নতুন করে আরও ২৫টি ই

শহর সাজাতে প্রসভার ডদ্যোগ

গার্বেজ ভ্যান আনা হল। এছাড়াও পাঁচটি ফুল ও বেলপাতা সংগ্রহের জন্য টোটো রয়েছে। শুধু তাই নয়, আরও ১০০টি হ্যান্ড ট্রলি কাজে লাগানো হচ্ছে শহরে। পাশাপাশি বালুরঘাট পুরসভার তরফে এই প্রথম এক হাজার গ্যালনের ৫ টি ওয়াটার ট্যাংক আনা হয়েছে। হবে না। নতুন গাড়ি ও জিনিস যা শহরের নানা কাজে লাগবে। পেয়ে কর্মীদেরও কাজ করার ক্ষেত্রে

সমীক্ষায় বন দপ্তরের কর্মীদের

কাজের জন্য একটি বিরাট হাইড্রা ক্রেন আনা হয়েছে। ওই হাইড্রা ক্রেনকে দুর্গাপুজোর বিসর্জনের সময় নদী থেকে কাঠামো তোলারও কাজ করা হবে। পাশাপাশি এই মেশিনটি ভাড়াও দেওয়া হবে। যার ফলে পুরসভার অতিরিক্ত উপার্জন

বালুরঘাট পুরসভার পুরপ্রধান অশোককুমার মিত্র বলেন, 'পুর নাগরিকদৈর আরও বেশি করে পরিষেবা দিতে বালুরঘাট পুরসভা আজ প্রায় এক কোটি তিরিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন ধরনের গাড়ি পরিষেবার সূচনা করল।

সংশ্লিষ্ট দপ্তরের এমসিআইসি মহেশ পারখের কথায়, 'শহরের আবর্জনা ও জঞ্জাল সাফাইয়ের জন্য পরিকাঠামো আরও উন্নত করা হল। শহরের যে জায়গাগুলিতে আবর্জনা সাফাইয়ের সমস্যা ছিল তা আর অন্যদিকে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা যে সমস্যা হচ্ছিল, সেটাও মিটবে।'

এলাকায় রাতে সিভিক মোতায়েনের আশ্বাস দিয়েছেন পুলিশ। আইসি অসীম গোপ বলেন, 'ঘটনার খবর পেয়ে ফোর্স পাঠিয়েছি। অভিযোগ পেলেই তদন্ত শুরু করা হবে।'

পুরস্কার বিতরণী সামসী, ১৬ জানুয়ারি : প্রতি বছরের ন্যায় এবছর[্]ও শুক্রবাড়ি

আবুল কাশেম হাই মাদ্রাসায় তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আবুল কাশেম স্মৃতি পুরস্কার প্রদান, বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০২৫। এবছর আবুল কাশেম ম্মৃতি পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হুয় রতুয়া হাই মাদ্রাসার প্রধান [`] আতাউর রহমানকে। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম, জেলা পরিষদ সদস্য রেহেনা পারভিন, চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু চাঁচল-২ ব্লকের বিডিও শান্তন চক্রবর্তী। এছাড়াও ছিলেন সামসী কলেজের অধ্যক্ষ সলিলকুমার মখোপাধ্যায়. উত্তরাখণ্ডের কেঁ<u>ন্</u>টীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ডঃ হাসিবুর রহমান প্রমুখ।



মালদা, ১৬ জানুয়ারি: দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনের নয়াবাজার এলাকায়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মৃত ছাত্রীর নাম তাজনুর খাতুন (১৮)। পরিবারের দাবি, প্রেমের সম্পর্কের জেরে বেশ কিছুদিন ধরেই মানসিকভাবে অবসাদে ভূগছিল তাজনুর। গত ৯ জানুয়ারি বাড়িতে বিষ খেয়ে নেয় তাজনুর। বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের নজরে এলে তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে কালদিঘি হাসপাতালে নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকায় গত ১২ জানুয়ারি মালদা শহরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় দ্বাদশের ওই পড়য়াকে। গতকাল সন্ধে নাগাদ মৃত্যু হয় তাজনুরের। এই ঘটনায় আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাসে আগুন

রায়গঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : গাড়ি স্টার্ট করতে গিয়ে ব্যাটারিতে আগুন লেগে দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটল বহস্পতিবার। সকাল নটা নাগাদ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার বাসে আগুন লাগে। রায়গঞ্জ থেকে চাঁচল অভিমুখী বাসে দুর্ঘটনাটি ঘটে। গোটা গাড়ি কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। যাত্রীদের নিরাপদে বাস থেকে নামিয়ে আগুন নেভাতে পাইপ দিয়ে জল দেওয়া হয়।

দমকলবাহিনী পৌঁছানোর আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। পরিবহণ সংস্থার রায়গঞ্জ বিভাগীয় অধিকতা সুমিত ভৌমিকের 'কার গাফিলতিতে ব্যাটারিতে আগুন ধরল, তা খতিয়ে দেখা হবে।'

তপনে মিলল চিনের মুরহেন চায়না জলাশয় থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে এরেন্দা, নিমপুর ও তপনদিঘিতে কমনমুরহেন, সিলভার বিন মুনিয়া, বিপ্লব হালদার পাখি সমীক্ষা করা হয়। পাখি

তপন, ১৬ জানুয়ারি : জেলায় চায়নার। দেখা মিলেছে প্রায় ৪০ প্রজাতির পরিয়ায়ী পাখির। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ফরেস্টগুলির মধ্যে অন্যতম তপনের পাহাড়পুর, গুড়াইল, এরেন্দা, ডুবাহার ও গোফানগর ফরেস্ট। এই ফরেস্টের ভিতরে রয়েছে মিষ্টি জলাশয় ও ডোবা। দিনভর পাখিগুলি

ফরেস্টে আশ্রয় নিত। বর্তমানে ওই সব ফরেস্টে পিকনিকের আসর প্রথম দেখা মিলল টিনের মুরহেন এবং চোরাশিকারিদের দাপটে সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন পাখি জলাশয়গুলিতে কমেছে জলচর পাখি। তবুও যে সমস্ত পাখি রয়েছে সমীক্ষায় তপনদিঘিতে দেখা তার সমীক্ষা চালাতে উদ্যোগ মিলল চিন থেকে আসা মুরহেন নিয়েছে বন বিভাগ। সেইমতো এদিন তপনের বনাঞ্চলের জলাশয় ও ডোবাগুলিতে জলচর পাখিদের সীমক্ষা চালানো হল।

এদিন তপনের

ও পরিবেশপ্রেমীরা। আর এই চায়না। পাশাপাশি দেখা মিলল সাইবেরিয়ান, পারপেল স্যামহেল, ল্যাংটেল জাকানা, মুডহেন, ব্ল্যাক লেজঅফডাগ, শঙ্খচিল, গুড়াইল, প্লেনপিনিয়া, রুপালিলেজ জাকানা,

মুরহেন চায়না। আঙ্গিনা পক্ষীলয় এবং পরিবেশ

সুরক্ষা সমিতির কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ লক্ষাধিক পরিযায়ী পাখি এসেছে।'

বসাক বলেন, 'আজকে বন দপ্তরের কর্মীদের সঙ্গে তপনের এরেন্দা, গুড়াইল, নিমপুর ও তপনদিঘিতে পাখি সমীক্ষা করা হল। এবছর চিন থেকে মুরহেন চায়না এসেছে। যেটা জেলায় সচরাচর আসে না।' তিনি বলেন, 'তপনদিঘিতে ৪০ প্রজাতির



२०১८

অভিনেত্ৰী সুচিত্রা সেন চলৈ গিয়েছেন আজকেব দিনে

আলোচিত



তারকাদের আক্রমণ করা এখন খুব সহজ হয়ে গিয়েছে। মুম্বইয়ের বান্দ্রায় আমিও থাকি। একদা সুরক্ষিত এই এলাকায় পরিস্থিতি আজ হাতের বাইরে। জুলুমবাজি থেকে জমি দখল, হকারদের দৌরাষ্ম্য, বাইকে চড়ে ফোন ছিনতাই-আজকাল এখানে নিয়মিত হয়। – রবিনা ট্যান্ডন

ভাইরাল/১



মরক্কোতে প্রায় ৩০ লক্ষ রাস্তার কুকুরকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ২০৩০ সালে পর্তগাল ও স্পেনের সঙ্গে তাদের বিশ্বকাপ ফুটবল করার কথা। তাই রাস্তা সাফ করতে চায় মরক্কো সরকার এই সিদ্ধান্ত জানার পর ফিফা প্রচণ্ড অস্বস্তিতে। পথিবীজড়ে ভাইরাল এই সিদ্ধান্তের খবর।

ভাইরাল/২



এই তরুণীর বাডি ইন্দোরে। সেখান থেকে তিনি কম্বমেলায় এসেছেন। বিক্রি করছেন ফুল। তরুণীর ছবি ইতিমধ্যে ভাইরাল। কুম্ভর সৌজনের এখন সাধবাবাবাও হযে উঠেছেন আকর্ষণের কেন্দ্র। এই

ত্রকণী তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন।

দলে দুষ্টুমির বিপদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৩৯ সংখ্যা, শুক্রবার, ৩ মাঘ ১৪৩১

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

⊾লদায় খুন, কালিয়াচকে খুন, কলকাতার কসবায় খুনের চেষ্টা... সবক্ষেত্রেই টার্গেট তৃণমূলের কেউ না কেউ। প্রথম দুটিতে ইতিমধ্যে প্রমাণিত হত্যা হয়েছে তৃণমূলেরই কারও ইশারায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় স্পষ্ট, সমস্যাটা স্বাভাবিক। বড় দল হলে মতভেদ থাকবে। ভালো মান্যের পাশাপাশি দলে দষ্ট লোক থাকাও স্বাভাবিক। সেই দুষ্টুদের রেয়াত না করার বার্তা শোনা গৈল অভিষেকের মুখে। কিন্তু 'দুষ্টুমি' যে আটকানো কঠিন, তাও পরিষ্কার হল।

রাজত্ব তৃণমূলের। খানিকটা একাধিপত্যও। বিরোধীরা আছে বটে। তবে নিছকই হুংকারে, আস্ফালনে ও সংবাদমাধ্যমের বয়ান বা বিবৃতিতে। দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচার যাই হোক না কেন, ঠেকানোর মুরোদ বিরোধীদের নেই। এমনকি, কার্যকর জোরালো আন্দোলনের সামর্থ্যও নেই। কার্যত তৃণমূলের বিরোধিতা করতে এ রাজ্যে বিরোধীরা দিশাহীন। কথায় কথায় আছে শুধু আদালত শরণং গচ্ছামি। যেন তাতেই সব ভ্রষ্টাচার, অনাচারের নির্সন ঘটবে।

আদালতের নির্দেশে তদন্ত হয় বটে। তবে তদন্তে দীর্ঘসূত্রিতাই যেন নিয়ম। আদালতে শুনানি চলতেই থাকে। দুর্নীতি প্রমাণ হয় না। অন্তত তেমন একটি দৃষ্টান্তও সামনে নেই। দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচার বন্ধে পদক্ষেপও দেখা যায় না। বিরোধিতা যদি কোথাও কিছু থেকে থাকে, তা তৃণমূলের অন্দরেই। গোষ্ঠীতন্ত্রের জাল গোটা রাজ্যে। রাজ্য, জেলা ব্লক, অঞ্চল, বুথ- সর্বত্র তৃণমূলের বিরোধী তৃণমূল। শুধু ক্ষমতাসীন আর ক্ষমতাহীনদের বিরোধ নয়। ক্ষমতাসীন এক গোষ্ঠীর সঙ্গে ক্ষমতাসীন

আরেক গোষ্ঠীর লডাইও বাস্তব। যে লড়াইয়ের কোনও আদর্শগত ভিত্তি নেই। নেই দুর্নীতির বিরোধিতা। বরং আছে দুর্নীতি জনিত মুনাফার ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধ। আর আছে নেতৃত্ব, ক্ষমতা দখলে রাখা কিংবা নিয়ন্ত্রণ আরও শক্ত করার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এলাকা দখল, তোলাবাজির প্রতিযোগিতা। মালদার বাবলা সরকার কিংবা কালিয়াচকের তৃণমূল কর্মী খুনে সেই সত্য এখন বেআক্র। সেই সত্যেই সিলমোহর পড়ে গিয়েছে অভিষেকের কথায়। অন্য দলগুলির গোষ্ঠীবাজির উল্লেখে সেই সত্যকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যেন।

বাম দলগুলিতে লবির অস্তিত্ব চিরন্তন সত্য। তবে সেখানে সবার ওপরে পার্টি সত্য। তাহার ওপরে নাই। এর অন্যথা হলে খুনোখুনির উদাহরণ কম নয়। বাংলায় সামর্থ্য নেই বলে বিজেপিতে অন্তর্বিরোধ শুধু ছাইচাপা আগুনের মতো। কখনও দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে না, এমন নিশ্চয়তা নেই। কেননা, বাংলায় ক্ষমতায় না থাকলেও নেতৃত্বের রাশ নিজের হাতে রাখতে বিজেপিতে প্রতিযোগিতা চরমে।

ত্ণমূলে স্বার ওপরে পার্টি স্ত্য- এই বিশ্বাস্টাই অধিকাংশের নেই। বরং আছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে, দলের নাম ভাঙিয়ে সবার ওপর নিজের স্বার্থকে প্রতিষ্ঠা করার বেলাগাম মনোভাব। এই মানসিকতায় পরানোর মতো কোনও লাগাম যে তৃণমূলের হাতে নেই, তাই যেন পরিষ্কার হয়ে গেল দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের কথায়। দুষ্টুমিতে লাগাম পরানোর উপায় না থাকলেও দুষ্টুদের প্রতি পদক্ষেপ করার বার্তা আছে অভিষেকের মন্তব্যে।

আরাবুল ইসলাম থেকে মালদার নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারির উদাহরণ দিয়ে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, গণ্ডগোল পাকালে তাঁর রেহাই নেই। তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি, কোথায় কী খারাপ কাজ হচ্ছে, তা সবসময় সরকার বা দলের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু বেগরবাই করলে শাস্তি পেতেই হবে। কিন্তু 'দুষ্টুমি' ঠেকানোর মন্ত্র তৃণমূল নেতৃত্বের জানা না থাকায় দলীয় নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় থাকবেই।

মূল অপরাধ ঠেকাতে না পেরে এখন জেলায় জেলায় দলের বিভিন্ন স্তরের নেতাদের পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানোর হিডিক পড়ে গিয়েছে। কেউ নিতে চাইলেও জোর করে তাঁকে রক্ষী দেওয়া চলছে। যদিও শুধ রক্ষী দিয়ে, নিরাপত্তার অন্য বন্দোবস্ত করলেই কেউ সুরক্ষিত হয় না। লখিন্দরের বাসরঘরের মতো কেউ ছিদ্র করে রাখতেই পারে। 'করে খাওয়ার' মানসিকতায় লাগাম না পরলে সুরক্ষার সম্ভাবনা কমেই যায়।

অমৃত্রধারা

তুমি সবসময়ে ঈশ্বরকে স্বর্গের পিতারূপে কল্পনা করেছে। কিন্তু ছোট একটি শিশুরূপে তাঁকে কল্পনা করতে পারো? তুমি যদি তাঁকে পিতা ভাবো তাহলে তোমার মধ্যে অনেক চাহিদা তৈরি হবে কিন্তু তাঁকে শিশু ভাবলে তাঁর কাছে তোমার কিছু চাওয়ার থাকবে না। ঈশ্বরই তোমার অস্তিত্বের মূলে রয়েছে। তুমি যেন ঈশ্বরকে গর্ভে ধারণ করে রয়েছো। তোমাক অতি স্যত্নে সন্তর্পণে সেই শিশুকে পৃথিবীর মুখ দেখাতে হবে। বেশির ভাগ লোকই এই প্রসবটি করে না. যারা করে তাঁরা ইচ্ছাপরণও করতে পারেন। তোমার শেষ বয়স এবং তারপরে মৃত্যু অবধি ঈশ্বর একটি ছোট্ট শিশুর মতো তোমাকে আঁকড়ে থাকেন। ভক্তের আদর্যত্নের জন্য তিনি আকুল হয়ে থাকেন। সাধনা, সেবা ও সৎসঙ্গ হল তাঁর আদরযত্ন।

সেই আকাশ আজও বাংলা ভাষায় ভরা

বরাকের বাঙালিদের খোঁজ রাখে না কলকাতা, শিলিগুড়ি। সীমান্তঘেঁষা ভৈরবীতে কিছু মিজো বাংলায় কথা বলেন।



সেই কবে জয় গোস্বামীর কবিতায় পড়েছিলাম 'ঝাউগাছের পাতা. তোমার মিত্রাদিদি ভালো তো শিলচরে?' তখন থেকেই শিলচরের প্রতি আমার আগ্রহ। বাংলা

ভাষার ভূমি, ১৯শে মে-র কথা কত শুনেছি। পরে উচ্চশিক্ষার সূত্রে এ শহরের সঙ্গে আমার গভীর সংযোগ।

শিলচরে প্রথম এসেছিলাম এক দশকেরও বেশি আগে, ২০১৩ সালে। তখনও কলকাতা থেকে সরাসরি শিলচরে আসার ট্রেন ছিল না। গুয়াহাটি নেমে লামডিং হয়ে, হাফলং হয়ে মিটারগেজ লাইন দিয়ে ভেঙে ভেঙে আসতে হত। আমি অবশ্য গুয়াহাটিতে নেমে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষকের সঙ্গে টাটা সুমোতে এসেছিলাম শিলং হয়ে বাংলা ভাষার এই ভুবনে।

গাড়ির চাকা যখন শিলচরের মাটি স্পর্শ করল চারপাশে দেখতে পেলাম বাংলায় লেখা সাইনবোর্ড। মনে হল এ যেন নিজেরই জায়গায় এসেছি। সেই থেকে শিলচরের সঙ্গে সেতৃবন্ধন। পরে বহুবার এখানে আসতে হয়েছে নানা কাজের সূত্রে। এখানকার আঞ্চলিক ভাষা কান পেতে শুনৈছি। কখনও আমিও চেষ্টা করেছি দৃ'এক বাক্য বলার। ভারী সুন্দর এই সিলেটি বাংলা। বরাক উপত্যকার সাহিত্যচর্চাও নিজ গুণে সমুদ্ধ। কলকাতায় বসেই পড়েছিলাম শক্তিপদ বিশাচারীর কবিতা। বিজিতকুমার ভট্টাচার্যের 'সাহিত্য' পত্রিকার নাম জেনেছিলাম। এখানকার গল্পকার রণবীর পুরকায়স্থর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কলেজ স্ট্রিটে, একুশ শতক প্রকাশনার দপ্তরে।

আর অবশ্যই যাঁর কথা বলতে হবে, তিনি তপোধীর ভট্টাচার্য। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং বাংলা সাহিত্যের সুপরিচিত নাম। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় ২০১১ সালে, তিনি আমার নাম শুনে বললেন -'তোমার কথা মনে থাকবে। তোমার নামের মধ্যে আমার মায়ের নাম লুকিয়ে আছে।' আমি অবাক হয়ে তাঁর চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম! তিনি বললেন, 'আমার মায়ের নাম অরুণা'। সেই থেকে তপোধীরবাবুর সঙ্গে সুযোগাযোগ। শিলচরের মালুগ্রামে তাঁর বাসভবনে বহুবার গিয়েছি। তাঁর স্ত্রী স্বপ্না ভট্টাচার্য একজন গল্পকার। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁরা দুজনই আমাকে বারবার উৎসাহিত করেছেন।

অগাধ জ্ঞানী তপোধীর যে কোনও বিষয়ে কথা বললেই জ্ঞানের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ে। যখন এনআরসির বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল বাংলা থেকে আসাম সেই সময় তপোধীরবাবুর প্রতিবাদী অবস্থান আমরা কেউ ভূলে যাইনি। ইতিহাসের পাতা খুঁড়ে তিনি বারবার দেখিয়েছিলেন বাংলা ভাষার মর্যাদার স্বার্থে এখানকার বাঙালিদের

২০১৭ সাল থেকে তখনই এ অঞ্চলের বহু মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয়। এ শহরে বেশ কিছু সাহিত্যের অনুষ্ঠানেও আমি যোগ দিয়েছি, কবিতা পাঠ করেছি। ওই বছরই স্থানীয় এক হোটেলে আয়োজিত অনবাদ ফেস্টিভালে বিভিন্ন ভাষার কবি ও অনবাদকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম। উৎসবের অতিথি হয়ে কলকাতা থেকে এসেছিলেন সুপ্রিয়া চৌধুরী এবং সুবোধ সরকার। তাঁরাও সেদিনের উৎসবের মঞ্চে এই অঞ্চলের মানুষদের বাংলা ভাষাচর্চার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন।

এখন কলকাতা থেকে সরাসরি শিলচর স্টেশন পর্যন্ত একই ট্রেনে আসা যায়। আর



অরুণাভ রাহা রায়

সৌশনে নেমে বাইরে এলেই সবার প্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ১৯শে মে স্মরণে শহিদ বেদি। এখানে দাঁড়িয়ে একবার শিলচরের মাটিকে প্রণাম করে নিতে হয় আমাদের। ১০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে অর্থাৎ প্রথম পর্বের কোভিড সবে চকেছে. সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে এসেছিলাম। সেবার ছিলাম করিমগঞ্জে। সেখানেও সর্বত্র বাংলা ভাষার চর্চা। শহরের ধার দিয়ে বয়ে চলেছে কুশিয়ারা নদী। সূর্যান্তে সে নদীর জলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওপারে বাংলাদেশ। আমরা যেমন সেখানে

ফুলে ফুলে ছেয়ে গিয়েছে শহিদ বেদি। যখন অটোয় চেপে মেহেরপুরের দিকে যাচ্ছি... আহা! চোখ আর মন ভরে গিয়েছিল আনন্দে। সারা শহরে পালন হচ্ছে ১৯ মে। রাস্তায় সাদা রং দিয়ে লেখা হয়েছে শহিদদের নাম। তার চারপাশে সেজে উঠেছে রংবেরঙের আলপনা। আর দু'পাশ থেকে অনবরত ফুল ঝরে পড়ছে রাস্তায়। এই দৃশ্য দেখা যে কোনও বাঙালির পক্ষেই সুখের।

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রসঙ্গে আসি। একজন গবেষক হিসেবে টের

শিলচর স্টেশনের বাইরে চলছিল ১৯ মে উদযাপন। ফুলে ফুলে ছেয়ে গিয়েছে শহিদ বেদি। আহা! চোখ আর মন ভরে গিয়েছিল আনন্দে। সারা শহরে পালন হচ্ছে ১৯ মে। রাস্তায় সাদা রং দিয়ে লেখা হয়েছে শহিদদের নাম। তার চারপাশে সেজে উঠেছে রংবেরঙের আলপনা। আর দু'পাশ থেকে অনবরত ফুল ঝরে পড়ছে রাস্তায়। এই দুশ্য দেখা যে কোনও বাঙালির পক্ষেই সুখের।

নদীর ওপার থেকে তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে। কেবল মাঝখানে বয়ে চলেছে বহুকালের জলধারা। এখানে দাঁড়িয়ে খুব সহজেই মনে পড়েছিল কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি লাইন : 'ওপারে যে বাংলাদেশ, এপারেও সেই বাংলা।

একটু আগে শিলচর স্টেশনের সামনে যে শহিদ বেদির কথা বলছিলাম, ঘটনাচক্রে গতবছর ১৯ মে দুপুর আড়াইটে নাগাদ এসে পৌঁছাই এখানে। স্টেশনের বাইরে চলছে এদিনের উদযাপন। মঞ্চ বানিয়ে বিপুল কর্মযজ্ঞ।

আসা মান্যদের দেখছি. একইভাবে তাঁরাও পেয়েছি এ বিভাগ বড়ই সমৃদ্ধিশালী। তেমনই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় রবীন্দ্র গ্রন্থাগার। আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক সুমন গুণ বাংলা ভাষার একজন সুপরিচিত কবি। আমাদের বিভাগের অধ্যাপক বেলা দাস, দেবাশিস ভট্টাচার্য, শান্তনু সরকার, অর্জনদেব সেনশর্মা, বরুণজ্যোতি চৌধরী প্রমুখ বাংলা সাহিত্য পড়ার জন্য আমাদের অনবরত উৎসাহিত করেন। আমাদের বিভাগের অধ্যাপক দুর্বা দেব নিজের চেষ্টায় প্রেমতলায় গড়ে তলেছেন দ্বিজেন্দ্র-ডলি মেমোরিয়াল সাহিত্য সংগ্রহশালা। এ লাইব্রেরিতে আমি

নিয়ে নিয়মিত নানা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় এখানে। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু গবেষক এ লাইব্রেরির সাহায্য নিয়ে থাকেন নানা সময়। এই সংস্থার উদ্যোগে আগামী ১৯ জানুয়ারি বরাক উপত্যকাভিত্তিক একদিবসীয় লিটল ম্যাগাজিন সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে। তাতে অংশ নেবেন এই অঞ্চলের বহু লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক, কবি ও লেখক। আজকের তরুণ-তরুণীরাও এমন আয়োজনে শামিল হয়ে নিজেদের ঋদ্ধ করবে এমনটাই তো স্বাভাবিক। বাংলা ভাষার সুপরিচিত তরুণ কবি

কয়েকবার গিয়েছি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

সুতপা চক্রবর্তীর জন্ম করিমগঞ্জে। ২০২৪ সালে সাহিত্য আকাদেমির বাংলা ভাষায় যুব পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন তিনি। শিলচরের একটি ক্যাফেতে কবিতা পাঠের আসরে সুতপার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ২০১৯ সালে। তাঁর কবিতা পাঠ শুনেছিলাম। মনে পড়ছে কলকাতার সল্টলেকেও একটি ক্যাফেতে আয়োজিত কবিতা সন্ধ্যায় সুতপা আমাদের কবিতা শুনিয়েছিলেন। সুতপার পুরস্কৃত বইটির নাম: 'দেরাজে হলুদ ফুল, গতজন্ম'।

ক'দিন আগে এবারের পৌষ সংক্রান্তির সকালবেলায় শিলচর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম হাইলাকান্দি জেলায়। প্রথমে কাটলিছোড়া হয়ে ঘারমুড়া। রবিঠাকুরের 'বাঁশি' কবিতায় পাওয়া ধলেশ্বরী নদী বঁয়ে গিয়েছে এই ঘারমুড়ার ওপর দিয়ে। আমাদের সেদিনের গন্তব্য অবশ মিজোরামের ভৈরবী। সেখানে গিয়ে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলাম। দেখলাম সীমান্ত লাগোয়া ভৈরবী এলাকার মিজোরা অনেকেই বাংলা ভাষায় কথা বলছেন। তাঁদের মুখে শুনে এলাম সিলেটের বাংলা। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ঠিকই লিখেছিলেন: 'এত আলোর মধ্যে আকাশ বাংলাভাষায় ভরা'...।

(লেখক আলিপরদয়ারের বাসিন্দা। সাহিত্যিক)

নেশায় আসক্ত অল্পবয়সি মেয়েরা

৬ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রথম পাতায় প্রকাশিত 'মাতাল তরুণীদের নিয়ে পুলিশ হিমসিম' শীর্ষক খবরিট পড়ে খুব একটা বিস্মিত হইনি। এটা তো হওয়ারই ছিল এবং আরও দেখার বাকি আছে। সবে তো মাত্র 'ওয়াই' জেনারেশন চলছে। এই যে বর্তমান অত্যাধুনিক জেনারেশন মানে

নেশা করে রাস্তায় পড়ে থাকা, তারপর পুলিশ এসে ধরাধরি করে বাড়িতে অথবা হাসপাতালৈ পৌঁছে দেওয়া, এটা কি নিজের জন্য অথবা পরিবারের জন্য খুব একটা গর্বের বিষয়? এদের কেউ হয়তো কোনও বাড়ির মেয়ে, কেউ হয়তো কোনও বাড়ির বৌ, মা কিংবা কেউ বা হবু মা।

সমাজ আজ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তার জ্বলন্ত উদাহরণ এই প্রকাশিত সংবাদ, যা সমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। এই সব উচ্ছুঙ্খল জীবন্যাপনে পরিবারের নিশ্চয়ই কোনও সায় থাকে না। নিজেরাই নিজের জীবনকে উচ্ছঙ্খল করে নেয়।

নেশা একটা পর্যায় পর্যন্ত ঠিক আছে, কিন্তু সেই নেশা যদি চরম পর্যায়ে পৌঁছে মারণব্যাধি ঘটায়, তাহলে নিজের পাশাপাশি পরিবারের অবস্থাও বিপন্ন হয়। বিশেষ করে অল্পবয়সি মেয়েদের মধ্যে নেশা করার প্রবণতা খুব বেশি দেখা যাচ্ছে। খালি মদ্যপান নয়, সিগারেটে সুখটান দিতেও অল্পবয়িস মেয়েরা বেশ অভ্যস্ত। অল্পবয়িস মেয়ে-বৌরা যদি নেশা করে রাস্তায় পড়ে থাকে আর শ্লীলতাহানির মতো দুর্ঘটনা ঘটে যায়, সেই দুর্ঘটনার জন্য কে দায়ী থাকবে- প্রশাসন, বাড়ির লোক, নাকি নিজে? সমীরকমার বিশ্বাস

পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

এইমসে শিলিগুড়ির অগ্রাধিকার চাই

তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনসাধারণের আরও উন্নতর চিকিৎসা পরিষেবার প্রয়োজন রয়েছে। তার জন্য এইমস ধাঁচের উন্নতমানের সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল বিশেষ দরকার। কোনও রাজনীতি বা বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে বলা যেতে পারে, এইমস ধাঁচের হাসপাতাল করতে হলে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। উত্তর্বঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পরিকাঠামো আরও উন্নত করে চালু করা যেতে পারে এই পরিষেবা।

মনে রাখা দরকার উত্তরবঙ্গের পাশে তিনটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল, ভূটান ও

বাংলাদেশ রয়েছে। এছাডা প্রতিবেশী রাজ্য হিসেবে রয়েছে সিকিম ও অসম। উত্তরবঙ্গে রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বড় কয়েকটি ক্যান্টনমেন্ট- হাসিমারা, বিন্নাগুড়ি, সুকনা, ব্যাংডুবি, বাগডোগরা ইত্যাদি। সবচেয়ে বড় কথা, এইমসের জন্য সুপার কোয়ালিটির যে সব ডাক্তারবাবু এখানে নিযুক্ত হবেন তাঁদের সামাজিকভাবে সময় কাটাতে এবং মানসিকভাবে তরতাজা থাকতে শিলিগুড়ি শহরে অনেক সুযোগসুবিধা রয়েছে। বিমান চলাচল ও রেলপথ যোগাযোগ অনেক উন্নত হয়েছে। শিলিগুড়ি শহরকেন্দ্রিক অনেক আবাসন, নামী হোটেল ও রেস্তোরাঁ, শপিং মল, সংস্কৃতি মঞ্চ, বিনোদন পার্ক সবই রয়েছে। এইমস পরিকল্পনায় এই সব ফ্যাক্টর নিশ্চয় কাজ করবে। এবার বাজেটে এইমস স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচিত হওয়া উচিত। সুদীপ্ত লাহিড়ি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সবাসাচী তালকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জশ্রী তালকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস: ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল: ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস: থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন: ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস: সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন: ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস: মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স. ৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন: সম্পাদক ও প্রকাশক: ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার: ২৪৩৫৯০৩,

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail: uttarbanga@hotmail.com, Website: http://www.uttarbangasambad.in

বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

সোনাঝুরি হাট মনে করায় উত্তরবঙ্গকে

শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি হাটের চরিত্র বদলেছে দ্রুত। এভাবে উত্তরবঙ্গের অনেক মেলারও চরিত্র পালটে যাচ্ছে।

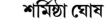


সম্প্রতি শান্তিনিকেতনের সোনাঝরি হাট দেখে কয়েকটা কথা বারবারই মনে হয়েছে। মনে পড়েছে উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত হাটগুলোর সঙ্গে ওই হাটের তলনার কথা।

প্রথমত সোনাঝুরি হাটে বিশালভাবে যে সমস্ত জিনিস বিক্রি হয়, তা আসলে পশ্চিমবঙ্গের শুধু নয়, ভারতেরও বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত। মানে শুধুমাত্র বীরভূম জেলাকেন্দ্রিক নির্দিষ্ট শিল্পসামগ্রীর হাট এটি নয়। প্রথম যখন এই হাট শুরু হয়েছিল স্বভাবতই স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা স্থানীয় হস্তশিল্পের প্রসারের এবং তা বিক্রির কথা মাথায় রেখেই। কিন্তু বর্তমানে এই হাটের যা চরিত্র চোখে পড়ে তা গ্লোবাল এবং পণ্যের যা চরিত্র তা বহুজাতিক।

স্থানীয় অধিবাসীদের হাতে তৈরি জিনিস যে একেবারেই নেই তা নয় তবে আমাদের হুজগ এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মাথায় রেখেই এখানে তৈরি হয়েছে এক বিশাল বাজার আসলে। সেই হাট আর নেই। কিছু না কিছু পাওয়া যায় এবং এর পরিধি ছড়াতে ছড়াতে খেঁয়ে ফেলছৈ এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশও। পর্যটকদের ফেলে যাওয়া আবর্জনায় ভরে উঠছে আশপাশ। ভূমিক্ষয় হচ্ছে পায়ে পায়ে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বনাঞ্চল।

যানবাহনের ধোঁয়ায় এবং ভিড়ে দূষণ চলছে শান্তিনিকেতনকে ঘিরে। যে পর্যটন বিস্তারলাভ করেছে তার একটা আবশ্যিক অঙ্গ এই সোনাঝুরি হাট দর্শন। স্থানীয় সাঁওতাল আদিবাসী নৃত্য এবং তার সঙ্গে আগত পর্যটকদের পা মেলানো রিল তৈরি অন্যতম আকর্ষণ। বর্তমানে সিনেমার চটল





গানের সঙ্গে তাদের নাচের প্রবণতা ট্র্যাডিশনাল নৃত্য রীতি, মাটির গন্ধ এবং সারল্যকে খুন করছে নিশ্চিত। চর্মশিল্প, ভেষজ রং ইত্যাদির ব্যবহার ছাড়িয়ে অনেকটাই বাজার দখল করে ফেলেছে সিম্থেটিক কাপড় বা তার ওপর যেমন-তেমন স্টিচ।

মারুতি ভ্যানগাড়ি ভর্তি করে ম্যাটাডোর ভর্তি করে মাল আসছে। ক্ষদ্র পাঁজির কটির ও হস্ত শিল্প নির্মাতারা পিছ হটেছেন। বাজার ধরেছেন বঁড় পুঁজির পাইকার। বড় কোনওঁ শপিং মলের সঙ্গে খুব একটা পার্থক্য আর নেই। সোনাঝুরি হাটের উৎপত্তির কারণ, সেখানে সরাসরি স্থানীয় কাঁচামাল, উৎপাদক এবং ক্রেতার মেলবন্ধন। সে সবের বদলে পণ্য ক্রেতার হাতে এসে পৌঁছোয় কয়েক হাত ঘরে। উৎপাদক তেমন দাম পান না। ক্রেতা বহুগুণ বেশি দাম দিয়ে কেনেন পাইকারের দালালদের কাছ থেকে।

শহুরে নকলনবিশিতে ভরে গিয়েছে চারদিক। খাঁটি গ্রাম্য সহজ সরল প্রাকৃতিক পরিবেশ কিংবা ব্যবহার কিছুই আর সুলভ নেই। স্থানীয় বাটিক বা কাঁথা স্টিচের তৈরি শাঁড়ি ব্লাউজ চাদর ব্যাগ ফাইল গয়না তাল-খেজুর পাতা বা কাঠের বা চামডার কাজ। হাতে তৈরি চন্দন বীজের গয়না। একতারা ঢোল খোল সেসবের বাইরেও বস্তা বস্তা লুধিয়ানায় তৈরি চাদর। বেঙ্গালুরুর সিল্ক, ভাগলপুরি শাড়ি চাদর, বেগমপুরি বা ধনেখালি। সুব কিছই দেদার বিকোচ্ছে আসলে।

বেড়াতে আসা মানুষ খেই হারিয়ে ফেলছে কোনটা স্থানীয় আর কোনটা আমদানির। একইরকমভাবে যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা হোটেল, রিসর্ট খোলামেলা প্রাকৃতিক পরিবেশ, নদীর এবং বনাঞ্চলের চরিত্র নম্ভ করছে। জমি মাফিয়াদের হাতে গিয়ে পড়ছে। আদি বাসিন্দারা কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন। এমনিতেই সাধারণের প্রবেশ নিষেধ হয়েছে মিউজিয়াম ছাড়া আর কোথাও। তার ওপর খোয়াই কিংবা সোনাঝরি হাট তারাও যদি তাদের চরিত্রে আর কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধরে না রাখতে পারে পর্যটক কী পাবে আলাদা করে? কোন মনের শান্তি, আত্মার আনন্দ, প্রাণের আরাম?

উত্তরবঙ্গের অনেক মেলার ক্ষেত্রেও এই জাতীয় প্রশ্ন উঠতে পারে।

(লেখক রায়গঞ্জের সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ 🛮 ৪০৪২

পাশাপাশি: ১। গন্ডার, গন্ডা, অন্তরায়, নদীবিশেষ ৩। শয্যা, বিছানা, বাতিদান ৫। বাঘ ৬। দ্রুতলয়ে, মেঘ ৮। তিলমাত্র, খুব অল্প পরিমাণে ১০। বাড়ি, বাস্তুভূমি, উদ্যান, কুটির ১২। প্রাচীন মিশরের রাজাদের উপাধি ১৪। জলাভূমি, জঞ্জাল স্থুপীকৃত করার স্থান ১৫। বিনাশ, মৃত্যু, বৃহত্তর কোনও কিছুতে মিশে যাওয়া ১৬। ঢেউ. তর্ত্ত্র প্রাচ।

উপর-নীচ: ১। গণেশ, শিব ২। মেরুদন্ড-বিশিষ্ট প্রাণী ৪। জামগাছ, বর ও কন্যাপক্ষের হাস্য পরিহাস বা কথাবার্তা ৭। অহংকার, গর্ব, ৯। বার, অবস্থা, পরিণতি ১০। ঘোড়ার সাহস ১১। যাতে জরির বা তারের কারুকাজ আছে, কারুকার্যশোভিত ১৩। লাল, রাঙা।

সমাধান 🔲 ৪০৪১

পাশাপাশি: ১। মিলাদ ২। হাঁড়িকুড়ি ৪। গন্ধক ৫। ডানপিটে ৭। মম ১০। নব ১২। মনস্কাম ১৪। ডাহুক ১৫। বকবক ১৬। লিটার।

উপর-নীচ: ১। মিজোরাম ২। দগড ৩। হাঁকডাক ৬। পিরান ৮। মনন ১। নামডাক ১১। বর্গাদার







মোহনকে তোপ

১৫ অগাস্ট নয়, রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন ২২ জানুয়ারিই স্বাধীনতা দিবস পালন করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। তাঁর মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন মমতা বন্দোপাধায়ে



ধৃত প্রোমোটার বাঘা যতীনে বহুতল হেলে যাওয়ার ঘটনায় বকখালির রিসর্ট থেকে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করা হল অভিযুক্ত প্রোমোটারকে। ঘটনার দু'দিনের মাথায় তাঁকে গ্রেপ্তার



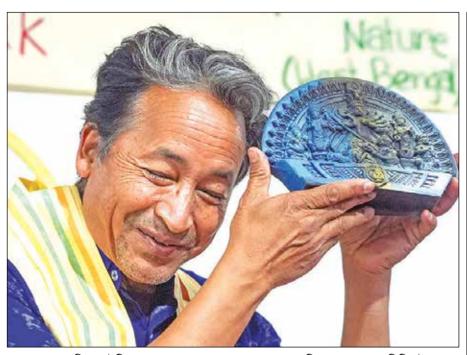
শীত নেই আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে জাঁকিয়ে শীতের কোনও সম্ভাবনা নেই। শনিবার ফের পশ্চিমী ঝঞ্জা ঢুকবে। ফলে সর্বনিম্ন

নতুন বছরে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বিষাক্ত স্যালাইন কাণ্ডের ঘটনায় তাল কেটেছে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায়। এই ঘটনা সর্বস্তরে আলোড়ন ফেলেছে। এরই মধ্যে স্যালাইন বিতর্কে দায়ের হয়েছে দুটি জনস্বার্থ মামলা। পাশাপাশি প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার।



তছরুপের অভিযোগ

পিএম পোষণের মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্পে মুর্শিদাবাদ জেলায় মিড-ডে মিলের উপকরণ কেনায় আর্থিক তছরুপের অভিযোগ উঠল খোদ জেলা শাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।



মহাবোধি সোসাইটিতে আলোচনা সভায় সোনম ওয়াংচুক। বৃহস্পতিবার কলকাতায়। -পিটিআই

অর্পিতার উদ্দেশে পার্থ

'আসি, তুমি ভালো থেকো'

১৬ জানয়ারি এতদিন চোখে চোখে কথা হচ্ছিল। হাজির থাকতে হচ্ছে। অনেকে এবার আর আবেগ চাপা রইল না। দেখা হল। কথাও হল। শেষে বিদায়ের সময় বলে গেলেন, 'আসি, তুমি ভালো থেকো।' দীর্ঘদিন পর কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন প্রাক্তন অসুস্থ থাকার কারণে এদিন তাঁকে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার ছিল নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণের দ্বিতীয় দিন। তাই দু-জনেই সশরীরে হাজির ছিলেন। তখনই কথা হয় অর্পিতার সঙ্গে। অর্পিতা জেলমুক্ত হলেও এখনও সংশোধনাগারেই দিন কাটছে পার্থর। তাই শুনানি শেষে খানিকক্ষণ বার্তালাপের পর যাওয়ার সময় অর্পিতাকে নিজের দিকে খেয়াল রাখার পরামর্শ দিয়ে গেলেন প্রাক্তন

শিক্ষামন্ত্রী। এদিন সকাল সাড়ে ১০টায় শুরু হয় শুনানি। দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত রুদ্ধদার কক্ষে চলে সাক্ষ্যগ্রহণ। সূত্রের খবর, এদিন সাক্ষীর তালিকায় থাকা দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন পার্থর আইনজীবী। উত্তরে ওই ব্যক্তি জানান, পার্থ চট্টোপাধ্যায় শিল্পমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে দেখা তারপর পার্থর আইনজীবী অতিরিক্ত

করবেন না। সাক্ষীর মঙ্গলবার

ভার্চুয়ালিও হাজির থাকছেন। এদিন পার্থ, অর্পিতা সহ বেশ কয়েকজন সশরীরে ও বাকিরা ভার্চুয়ালি হাজিরা দেন। তবে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র





হয়েছিল।তখন পার্থ সংস্থায় ডিরেক্টর ভার্চুয়ালিও হাজির করানো যায়নি করার জন্য কিছু লোক চেয়েছিলেন। শেষে মামলার অগ্রগতি নিয়ে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন প্রশ্ন করায় বিচারক অসন্ভোষ প্রকাশ পার্থ। তখনই অর্পিতার সঙ্গে কথা 'অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন হয়। জেলে যাওয়ার পর এর আগেও ভার্চুয়ালি একে অপরকে ইশারা করে শারীরিক পরিস্থিতি কীরকম রয়েছে. সাক্ষ্যগ্রহণের পর কিছু নথিতে তার খোঁজখবরও নেওয়া হয়। স্বাক্ষর করা বাকি ছিল। এদিন সেই এছাড়াও মামলার হাজিরার সময় কাজও সম্পন্ন করা হয়। এই মামলায় বেশ কয়েকবার দু-জনের দেখা হয়। ৫৪জন অভিযুক্ত রয়েছে। বিচার শুরু কিন্তু এই প্রথম মুখোমুখি কথা হল।

বাজেটে

(মহার্যভাতা) বাড়তে চলেছে রাজ্য হারের পরিমাণের ওপর রাজ্য তারই খুঁটিনাটি হিসাব এখন চলছে নবান্নের অর্থ দপ্তরে। তবে কর্মীদের মনস্থির করে ফেলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশেই অর্থ দপ্তরে হিসাবনিকাশের পালা। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে বলে দিয়েছেন।

বহস্পতিবার নবান্নে অর্থ দপ্তরের জনৈক শীর্ষ আধিকারিক জানান, ২ কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : থেকে ৪ শতাংশের মধ্যে ঠিক কত আসন্ন ফেব্রুয়ারির বাজেটেই ডিএ শতাংশ ডিএ বাড়ানো হবে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন মুখ্যমন্ত্ৰীই। সরকারি কর্মচারীদের। বৃদ্ধির হার তাঁর মাথায় রয়েছে সূপ্রিম কোর্টে এই হবে ২ থেকে ৪ শতাংশের মধ্যে। সংক্রান্ত মামলার কথা। বারবার শুনানি পিছোচ্ছে অথচ রায় মিলছে না সরকারের খরচের দায় কী দাঁড়াবে, এরই মধ্যে সামর্থ্য অনুযায়ী সরকারি কর্মচারীদের অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা ধাপে ধাপে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা যে বাড়ছেই, সে ফেলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সুপ্রিম কোর্টে ব্যাপারে নিশ্চিত ওয়াকিবহাল মহল। এই নিয়ে রায় কী হবে তাঁর জানা কর্মচারীদের ডিএ বাড়ানোর বিষয়ে নেই। তবে তিনি কর্মচারীদের দাবি মতো একবারে পুরোটা যে দেওয়া রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়, তা

পরিবেশ আন্দোলন চান সোনম

হারে ফসিল ফুয়েলের (জীবাশ্ম জনপ্রিয় হিন্দি ছবি 'থ্রি ইডিয়েটস' ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সচেতনতা প্রচার চালাচ্ছেন।

এদিন তাঁর ভাষণে সোনম আমাদের দেওয়ার খারাপ সময়ের মধ্যে নিয়ে যাবে।'

বিকাশকে সমর্থন করি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বিকাশের জন্য বিনাশ যেন না ডেকে আনি। ফসিল ফুয়েলের জন্য হিমালয়ের ওপর ব্ল্যাক কার্বনের স্তর পড়ছে। তার ফলে সূর্যের রশ্মি প্রতিফলন না করে গ্রহণ করছে হিমালয়। এতে তাপমাত্রা যেমন বাড়ছে, তেমন হিমালয় ক্ষয়ে যেতে শুরু করেছে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় যাবে যে, গ্রীষ্ম বা শীতকালে জলের অভাব হতে পারে। আবার বর্ষায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হবে। তাই ডিজেল চালিত গাড়ি চলাচলে যেমন নিয়ন্ত্ৰণ আনা দরকার, তেমনই কংক্রিটের জঞ্জাল রোধ করে প্রাকৃতিক

বাংলা থেকে

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : যে

জ্বালানি) ব্যবহার বাড়ছে, তাতে আগামী দিনে হিমালয় অববাহিকা এলাকায় বড ধরনের বিপদ ঘনিয়ে আসছে। বৃহস্পৃতিবার কলকাতার মহাবোধি সোসাইটিতে এক আলোচনা সভায় এই মন্তব্য করলেন লাদাখের পরিবেশ আন্দোলনের মুখ সোনম ওয়াংচুক। তবে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি যে শুধুমাত্র লাদাখে হতে পারে তা নয়, সমগ্র হিমালয় সংলগ্ন ও তরাই এলাকায় এর প্রভাব পড়বে। তার ফল ভুগতে হবে উত্তর্বঙ্গকেও। এখনই ফসিল ফুয়েলের ব্যবহার কমানো না গেলে হড়পা, বন্যা ও পানীয় জলের সংকট তৈরি হতে পারে। আমির খান অভিনীত সোনম ওয়াংচুকের জীবন নিয়েই তৈরি হয়েছিল। মেকানিক্যাল বি-টেক-এর এই ছাত্র দীর্ঘদিন ধরেই লাদাখের পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। কিন্তু এই বিপদ যে শুধু লাদাখের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, তা বোঝাতেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে

াহমালয় সংলগ্ন এলাকায় আরও নজর প্রয়োজন রয়েছে। নাহলে ভবিষ্যৎ আমাদের কাছে খুবই খারাপ হতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ অনেক আন্দোলনের দিশা দেখিয়েছে। পরিবেশ নিয়ে আরও এক আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতা থেকে শুরু হোক। কারণ প্রকৃতিকে বাঁচানোর দায় সকলেরই। জলবায়ুর পরিবর্তন হিমালয় সংলগ্ন এলাকায় দ্রুত হারে বাড়ছে। অনেক জিনিসের বদল হয়েছে। যা আগামী দিনে আরও

ওয়াংচুক বলেন, 'আমরা ভারসাম্য রেখে দেওয়া জরুরি।'

রাজ্যকে ভৰ্পনা

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্যালাইন কাণ্ডে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় রাজ্যকে ভর্ৎসনা করল প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হির্ণায় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। ড্রাগ কন্ট্রোলার ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থাকে রিংগার ল্যাকটেট স্যালাইন উৎপাদন বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। তারপরেও হাসপাতালগুলিতে এই স্যালাইনের ব্যবহার বন্ধ করতে রাজ্য উপযুক্ত ভূমিকা কেন পালন করেনি, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রধান বিচারপতি।

মুখ্যসচিবের থেকে

রিপোর্ট তলব করেছেন তিনি।[°] স্যালাইন বিতর্কে দুটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। আবেদনকারী বিজয়কুমার সিংঘলের আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি আদালতে প্রশ্ন তোলেন, গিনিপিগের মতো মানুষের শরীরে পরীক্ষার জন্যই কি এতদিন ওই স্যালাইন হাসপাতালগুলিতে বন্ধ করা হয়নি? কয়েক বছর আগেও উত্তরবঙ্গের একজন চিকিৎসক এই নিয়ে মামলা করেছিলেন। কিন্তু রাজ্য অভিযোগের যথাযথ তদন্ত না করে উলটে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করে।

ব্যাখ্যামূলক

এদিন শুনানির শুরুতেই প্রধান বিচারপতি রাজ্যকে প্রশ্ন করেন, 'আপনারা সিআইডি তদন্তের সিদ্ধার্ত নিয়েছেন, তদন্ত কি শুরু হয়েছে?' রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, ওই সংস্থা কথা বলেছেন প্রধান বিচারপতি।

তিনটি করে ব্যাচের স্যালাইন প্রস্তুত করে। প্রতিটি ব্যাচে ১১ হাজার করে স্যালাইন থাকে। ওইসব স্যালাইনের নমনা সংগ্রহ করে রাজ্য এবং মম্বইয়ের একটি ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি এও জানতে চান, ওই সংস্থার বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে? রাজ্য উত্তরে জানায়, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার ১৩ সদস্যের কমিটিও গঠন করেছে। পদক্ষেপ করছে। মামলাকারীব আবেক

আইনজীবী কৌস্তভ বাগচীও এদিন দাবি করেন, ওই স্যালাইন দেওয়ার ফলে কয়েকজনের ওপর প্রভাব পড়েছে, এমনটা নাও হতে পারে। ধীরে ধীরে প্রতিক্রিয়া শুরু হতে পারে। অন্য রাজ্যতেও ওই স্যালাইনের কারণে রোগীর ওপর প্রভাব পড়ার উদাহরণ রয়েছে। প্রধান বিচারপতি তখন রাজ্যের উদ্দেশে বলেন, 'একজন ফুড সেফটি অফিসার যদি কোনও রেস্তোরাঁয় যান এবং পরীক্ষা করে দেখেন কোনও জিনিস নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তখন ফ্রিজ করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর পক্ষে তো ১০০টা জিনিস যাচাই করা সম্ভব নয়। তাই ড্রাগ কন্ট্রোলার ওই সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়ার পরই রাজ্যের পদক্ষেপ করা উচিত ছিল।'

শেষপর্যন্ত প্রধান বিচারপতি জানিয়ে দেন, রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালে রিংগার ল্যাকটেটের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। আর ৩০ জানুয়ারির মধ্যে মুখ্যসচিবকে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। ক্ষতিপূরণের বিষয়েও রাজ্যকে যথাযথ পদক্ষেপের

ওটি'র দরজা পর্যন্ত সিসিটিভি নির্দেশ মমতার

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : চিকিৎসকদের ফাঁকিবাজি বন্ধ করতে এবার প্রতিটি হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারের দরজা পর্যন্ত সিসিটিভি বসানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমি মনে করি, অপারেশন থিয়েটারের দরজা পর্যন্ত তো বটেই, ওটির ভিতরেও সিসিটিভি লাগানো উচিত। কিন্তু অনেক রোগীর আত্মীয় আপত্তি করেন, তাই স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমকে আমি বলছি, প্রতিটি হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারের দরজা পর্যন্ত সিসিটিভি লাগাতেই হবে। কেউ আপত্তি করলে তাঁকে বলুন, ছুটি নিন বা অন্য কোথাও যোগ দিন। কারণ, আপনার ভুলের জন্য মানুষের মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না। এক্ষেত্রে কারও বাধা মানব না।'

এদিন নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় সিনিয়ার চিকিৎসকদের কাঠগড়ায় তোলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ডাক্তারদের শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি, চিকিৎসা পেশায় যাঁরা যোগ দিয়েছেন, তাঁদের জীবনে সেবাই মূল ধর্ম হওয়া উচিত। সিজার তো সিনিয়ার ডাক্তারদের কাজ। আমাকে কেউ যদি সিজার করতে বলে, আমি পারব না। ওটা আমার কাজ নয়। মানুষ বিপদে পড়লে ডাক্তারদের কাছেই যায়।' মখ্যমন্ত্ৰী এরপরই

তোলেন, 'এত নার্সিং স্টাফ, এত প্যারামেডিকেল, এত কর্মী, এত ডাক্তার, কী লাভ? কেউ যদি মনে করেন দায়িত্ব পালন করবেন না, তাহলে কি তা জাস্টিফাই করা যায়?' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'অনেক সময় দেখেছি, একটা অ্যাক্সিডেন্ট কেস হাসপাতালে গেলে জুনিয়ার ডাক্তার দেখে বলেন, মারা গিয়েছে, নিয়ে যান। আমি তাঁকে লাইফ সাপোর্ট দেব। তাঁকে পত্রপাঠ বিদায় দেওয়া আমার কাজ নয়। চিকিৎসকদের আরও মানবিক হওয়া উচিত।



সাসপেনশনে অসম্ভোষ ডাক্তারদের

মেডিকেল ্কলেজ হাসপাতালে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। বহস্পতিবার এই ঘটনায় ১২ জন চিকিৎসককে সাসপেভ করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনায় চিকিৎসক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট এদিনই আরজি করে এক প্রতিবাদ মিছিল করে। বিষয়টি নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপও ঘোষণা করবে তারা। সিনিয়ার ডাক্তারদের সংগঠন 'জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস' বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করছে। এদিন সকালেই মেদিনীপুর হাসপাতালে ভর্তি এক সদ্যোজাতর মৃত্যু হয়েছে।

মেদিনীপুর হাসপাতালে স্যালাইন কাণ্ডে মামনি রুইদাস নামে এক প্রসূতির মৃত্যু হয়েছিল আগেই। তাঁর সন্তান অবশ্য সুস্থই আছে। তবে অসুস্থ অপর প্রসৃতি রেখা সাউ-এর সদ্যোজাত সন্তানের মৃত্যু হয়েছে এদিন। মেদিনীপর এসএনসিইউ হাসপাতালের ইউনিটে ভর্তি ছিল ওই শিশু। এই ঘটনায় নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি

পরিবার। তাঁর স্বামী সন্তোষ সাউয়ের অভিযোগ, চিকিৎসার গাফিলতির জন্যই সদ্যোজাত সন্তানকে হারাতে হল। কর্তব্যে গাফিলতির জন্য চিকিৎসকদের ঘটনায় তীব্ৰ ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন চিকিৎসকরা। ওয়েস্ট বেঙ্গল জনিয়ার *ডক্টর*স ফ্রন্ট এদিনই আরজি কর হাসপাতাল থেকে প্রতিবাদ মিছিল করে। ফ্রন্টের অন্যতম মুখ ডাঃ অনিকেত মাহাতো বলেন, 'মূল ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই এই প্রচেষ্টা। স্যালাইন থেকেই যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সেই সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। ২০২২-'২৩ সালেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু তারপরেও স্বাস্থ্য দপ্তর চুপ করে বসেছিল। সরকারের এই আচরণ মেনে নেওয়া হবে না।' জুনিয়ার ডাক্তাররা তাঁদের পরবর্তী পদক্ষেপ করার জন্য আলোচনায় বসছেন সিনিয়ার ডাক্তারদের সংগঠন 'জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস'-এর যুগ্ম আহ্বায়ক পুণ্যব্রত গুন বলেন, 'সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।'

আসফাকউল্লার

কলকাতা, ১৬ জানয়ারি : আরজি কর কাণ্ডে প্রতিবাদের অন্যতম মুখ জুনিয়ার ডাক্তার বাডিতে আসফাকউল্লা নায়েকের বহস্পতিবার সকালে পলিশি তল্লাশির ঘটনা ঘটে। রাজ্য পলিশের একটি দল এদিন তাঁর কাকদ্বীপের রামতনুনগরের বাড়িতে হানা দেয়। এই ঘটনায় জুনিয়ার ডাক্তারদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এর

প্রতিবাদ মিছিল আরাজ করে

আগে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে তাঁকে একটি চিঠি পাঠানো হয়। ওই চিঠিতে বলা হয়, পরীক্ষার ফলপ্রকাশের আগেই নিজেকে ইএনটি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হিসেবে পরিচয় দিয়ে চিকিৎসা শুরু করেছেন তিনি। এই ঘটনায় এদিন বিকালে আরজি কর হাসপাতাল থেকে একটি প্রতিবাদ

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে রেজিস্ট্রার মানস চক্রবর্তীর নামে তাঁকে যে চিঠি মেল করা হয়েছিল, তাতে কোনও তারিখ বা সই ছিল না। যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভয়া কাণ্ডের হিসেব বুঝে নেবে।'

হয়েছে, ইএনটি (নাক, কান, গলা) বিশেষজ্ঞ না হয়েও বেআইনিভাবে চিকিৎসা করছেন তিনি। চিঠি পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যেই তাঁকে মানসবাবুর সঙ্গে দেখা করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। আসফাকউল্লাকে যে সময় চিঠি দেওয়া হয়েছে, তার মাঝেই এদিন সকালে কাকদ্বীপে তাঁর বাডিতে ২৫-৩০ জন পুলিশকর্মীর একটি দল গিয়ে খানাতল্লাশি করে। আসফাকউল্লার

বিধাননগর থানা থেকে আরজি করের দূরত্ব সামান্য সময়ের। পুলিশ এখানে এসে সহজেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারত অথবা তাঁকে ডেকে পাঠাতে পারত। কিন্তু তা না করে কাকদ্বীপে গিয়ে তাঁর বাড়িতে হানা দেয়। এই ঘটনাকে প্রতিহিংসা বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, পুলিশের ক্ষমতা থাকলে আরজি করে এসে গ্রেপ্তার করুক তাঁকে। জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরসের যুগ্ম আহ্বায়ক ডাক্তার পুণ্যব্রত গুন ও ডাক্তার হিরালাল কোনার এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। জুনিয়ার ডাক্তারদের অন্যতম মুখ অনিকেত মাহাতো বলেন, 'প্রতিহিংসামূলকভাবে এই কাজ করা হলে জুনিয়ার ডাক্তাররা



আরজি করের ঘটনায় বিচার চেয়ে ফের পথে। বৃহস্পতিবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপুরণ চাওয়ার পরামর্শ

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : ৫০ লক্ষের চেয়ে ১ পয়সাও কম নেবে না মৃতার পরিবার। প্রয়োজনে ওর এর মতো খাদ্যসামগ্রী দিয়ে সাহায্য পরিবারকে নিয়ে নবান্নে ধর্নায় বসবেন। স্যালাইন কাণ্ডে মৃতার সরকারি ক্ষতিপূরণ ঘোষণার পর বৃহস্পতিবার এই হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ঘটনার পাঁচ দিন পর এদিন মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় মৃত মামণি রুইদাসের বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবারের পাশে দাঁড়ান শুভেন্দু। মামণির সদ্যোজাত শিশুর দায়িত্ব নেওয়ার অঙ্গীকারও করেন তিনি। তার নাম প্রধানমন্ত্রীর 'সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনায়' অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেন শুভেন্দু। প্রসূতি মৃত্যু কাণ্ডে মৃত মামণি রুইদাসের বাড়িতে যান এদিন শুভেন্দু। নিষিদ্ধ স্যালাইন ব্যবহারে প্রসূতি মৃত্যুর অভিযোগ মামলায় এদিন ক্ষতিপুরণের প্রশ্নে আদালতের কড়া অবস্থানের পর ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৫ লক্ষ টাকা ও সরকারি চাকরির ঘোষণা

করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ৫ দিন আগে মেদিনীপুর হাসপাতালে মারা গিয়েছেন প্রসূতি মামণি রুইদাস। মামণির সঙ্গেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন আরও চার প্রসৃতি। আর সেই

ঘটনা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে রাজ্য-রাজনীতি উত্তাল। অথচ গত পাঁচ দিনে মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় মৃতার পরিবারকে কিছু পথ্য আর চাল, ডাল-করা ছাড়া আর কিছুই করেনি রাজ্য সরকার। অভিযোগ মৃতার পরিবারের। বুধবার স্বাস্থ্যভবন অভিযানের পর

দেবাশিস আমাদের দলের সদস্য। তাঁর জন্য দলের তরফে যা করার তা করা হবে। কিন্তু সরকারের থেকে ৫০ লক্ষের ১ পয়সাও কম নেবে না। প্রয়োজনে দাবি আদায়ে ওর পরিবারকে নিয়ে নবান্নে যাব।

শুভেন্দু অধিকারী

বহস্পতিবার আচমকা চন্দ্রকোনায় মামণি রুইদাসের বাড়িতে যান শুভেন্দু। ঘটনাচক্রে মৃতার স্বামী দেবাশিস এবার বিজেপির সদস্য

হয়েছেন। দেবাশিসকে পাশে নিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'মদ খেয়ে মৃত্যু হলে সরকার ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপুরণ নিয়ে পৌঁছে যায়।অথচ পাঁচ দিনে স্থানীয় বিডিওকে

আর কিছুই করেনি রাজ্য। এটাই এই মখ্যমন্ত্রীর মানবিক সরকারের নমুনা! বুধবার স্বাস্থ্য অধিকতার সঙ্গে দেখা করে স্যালাইন কাণ্ডে মৃত্যুর জন্য রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরকে দায়ী করেছিলেন শুভেন্দু। মৃতার পরিবারের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৫০ লক্ষ টাকা ও সরকারি চাকরির দাবিও জানিয়েছিলেন তিনি।

এদিনও শুভেন্দু বলেন, 'গত ১০ ডিসেম্বর এই স্যালাইনের উৎপাদন নিষিদ্ধ করার কথা জেনেও প্রায় ১ মাস ধরে রাজ্যজুড়ে সরকারি হাসপাতাল ও চিকিৎসায় তা ব্যবহৃত হতে দেওয়ার দায় এড়াতে পারে না রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। এই ঘটনা নিছক গাফিলতি নয়, এটা খুনের সমান।'

এদিন আদালতের নির্দেশের পরে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষতিপুরণ বাবদ ৫ লক্ষ টাকা ও চাকরির ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ক্ষতিপূরণের অঙ্কে সম্ভুষ্ট নন শুভেন্দু মৃতার স্বামীকে পাশে নিয়ে শুভেন্দ বলেন দেবাশিস আমাদের দলের সদস্য। তাঁর জন্য দলের তরফে যা করার তা করা হবে। অন্য কোনও দল বা সংগঠনও যদি সাহায্য করতে চায় অবশ্যই তা নেবে। কিন্তু সরকারের থেকে ৫০ লক্ষের ১ পয়সাও কম নেবে না। প্রয়োজনে দাবি আদায়ে ওর

পরিবারকে নিয়ে নবান্নে যাব।

সংগ্রহে রেকর্ড গড়েছে সিপিএমের বললেই চলে। যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে শেষ সদস্য সংখ্যার হিসেব জমা পড়েছে। তার ভিত্তিতেই হিসেবে দেখা গিয়েছে, গত সাত বছরের মধ্যে এই সংখ্যক সদস্য যুব সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সিপিএমের অন্যান্য সংগঠন এসএফআই-এরও সদস্য

সংগঠনের মতো এই পরিমাণ সদস্য

সারা বছরই সদস্য সংগ্রহ চলতে থাকে।সত্রের খবর, এবছর পরিসংখ্যান হয়েছে সদস্য সংগ্রহ। তারপরে অনুযায়ী ৩৪ লক্ষেরও বেশি সদস্য যুব জেলাগুলি থেকে রাজ্য কমিটিতে সংগঠনে যোগ দিয়েছেন। যা আগের তুলনায় যথেষ্ট বেশি। দলের এই ক্ষয়িষ্ণ প্রিস্তিতিতেও যা ইতিবাচক বলে মনে করছেন দলীয় নেতারা। তবে এখনও পর্যন্ত ডিওয়াইএফআই-এর তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে সদস্য সংখ্যা গণসংগঠনেও এত সদস্য এখনও ঘোষণা করা হয়নি। সংগঠনের পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। চলতি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রয়াত প্রাক্তন বছরের মার্চে সিপিএমের ছাত্র মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মরণ সভার সময় এই বিষয়ে ঘোষণা

মার্চেই সিপিএমের ছাত্র সংগঠন অভিযান শেষ হবে। জানা গিয়েছে, হিসেব অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত ৩ লক্ষ সদস্য ছাত্র সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত

সংকটকালেও রেকর্ড সদস্য ডিওয়াইএফআইয়ে



সদস্যকে ছাত্র সংগঠনে যোগদান কলকাতা. ১৬ জানুয়ারি: সদস্য যোগদান করানোর সম্ভাবনা নেই এসএফআই-এর সদস্য সংগ্রহ করাতে পেরেছিলেন সংগঠনের নেতারা। মার্চের মধ্যে তাঁরাও গত বছরের তলনায় বেশি পরিমাণ সদস্য সংগঠনে আনতে পারবেন বলে আশাবাদী। সাধারণ

সংগঠনের সম্পাদক পদে মীনাক্ষী আসার পরেই ক্রমশ তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। ব্রিগেডের মাঠ বা সিপিএমের নামে ভিন্ন কোনও কর্মসচিতেও মীনাক্ষীর উপস্থিতি নয় বলেই প্রকাশ করেন সিপিএম এত সদস্য অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর জনপ্রিয়তার প্রশংসা না হলেও শীর্ষ প্রশংসিত হয়েছে। দলের একাংশের ক্যাপ্টেন তা আবারও স্পষ্ট হচ্ছে।

শক্তিশালী করা এবং সদস্য সংগ্রহে সক্রিয় ভমিকা পালন করায় দর্দিনেও যুবরা দলে আসছে। সিপিএমের

সম্পাদকমগুলীর এক সদস্য বলেন, 'বথ স্তরের কর্মীরা মাঠে ময়দানে নেমে সদস্য সংগ্রহ করেছেন তাঁদের পরিশ্রম কম নয়। তবে মীনাক্ষীর ভূমিকাও অনস্বীকার্য। রাজনৈতিক মহলের মতে

ব্যক্তি নির্ভর রাজনীতিতে বিশ্বাসী আলাদা মাত্রা দেয়। এই প্রেক্ষিতে নেতারা। তাই প্রকাশ্যেই মীনাক্ষীর মীনাক্ষীর ভূমিকা দলের অন্দরে নেতাদের আখ্যা অনুযায়ী তিনিই

अक्षा करित रन्द्रा

অতিশ্ব বলিউডে

তারকাদের প্রতিক্রিয়া

বহিরাগতর আক্রমণে আহত গুরুতর সইফ আলি খান। এখন বিপন্মুক্ত। এই ঘটনায় ভীষণ উদ্বিগ্ন সইফ-অনুরাগীরা। সেইসঙ্গে আছেন বি-টাউনের সেলেব ও অভিনেতার সহকর্মীরাও । কাল হো না হো- ছবিটি একসঙ্গে করার পর থেকেই

সইফের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় শাহরুথ খানের। করিনা কাপুর তো তাঁর সহকর্মীও। ফলে তাঁদের এই বিপদে স্থির থাকতে পারেননি শাহরুথ। ছুটে গিয়েছেন লীলাবতী হাসপাতালে সইফকে দেখতে। সেখানে থাকা পাপারাৎজিদের ক্যামেরায় ধরা পড়ে তাঁর গাড়ি, তিনি অবশ্য ক্যামেরার সামনে আসেননি। একইভাবে উদ্বিগ্ন সইফের সহকর্মী দক্ষিণের জুনিয়ার এনটি আর। সম্প্রতি দুজনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে দেবারা ছবিতে। জুনিয়ার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন, 'শক পেয়েছি, দুঃখিত হয়েছি সইফ স্যারের ওপর আক্রমণের খবরে। তাঁর ক্রত আরোগ্য ও সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা

চিরঞ্জীবী পোস্ট করেছেন, 'গভীরভাবে উদ্বিগ্ধ সইফ আলি খানের ওপর এই আক্রমণের খবরে। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।' এদিকে কলকাতা থেকে অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপু শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিন্তু তাঁর তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এরপর ঋতুপর্ণা সইফের বোন সাবা আলির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সাবা এখন লন্ডনে। তিনি জানতে পেরেছেন, দাদা বিপন্মুক্ত। তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। ঋতুপর্ণাকে সাবা বলেছেন, 'বাড়ির ভিতর কীভাবে ওরা ঢুকল, বুঝতে পারছি না।'

রবিনা ট্যান্ডন পোস্ট করে লিখেছেন,
'সেলিব্রিটিরাই হামলাকারীদের সফট
টার্গেট হচ্ছে বারবার। বান্দ্রার আবাসিকদের
বাসস্থানের জায়গা এখন বেআইনি ব্যাপার-স্যাপার, অ্যাক্সিডেন্ট, স্ক্যাম, হকার-মাফিয়া,
জবরদখলকারী, জমি দখলকারী এবং
অপরাধমূলক কাজকর্ম বেড়ে যাচ্ছে, বাইকাররা
ফোন আর সোনার চেন ছিনিয়ে নিচ্ছে যখন তখন—
শক্তিশালী ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন। সইফের দ্রুত আরোগ্য
কামনা করি।'

সইফ আলির বাসভবন বাদ্রায়। তাঁর ওপর হওয়া আক্রমণের জন্য এই বাদ্রা এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিনেত্রী পূজা ভাট। তিনি বলেছেন এবং এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন, 'আমাদের আইন আছে, তা প্রয়োগ করার কেউ নেই। বাদ্রা এলাকায় ফুটপাথ দখল করে অনেক লোক ব্যবসা করছে। তারা জায়গাটা দখল করে রেখেছে, লোকে হাঁটতে পারে না। পুলিশ দেখেও দেখে না। মিউনিসিপাল কপোরেশন ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলে, কিন্তু কাজের কাজ হয় না। এই অবস্থার পরিবর্তন হবে? বাদ্রা এলাকায় আরও পুলিশ মোতায়েন করা দরকার। মুম্বই শহর এবং মফসসলের রানি এই বান্দ্রা কখনও এত নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেনি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই বিষয়ে।'





সইফকে দেখতে করিশমা, ইব্রাহিম, সারা হাসপাতালে

মাঝরাতে নিজের বান্দ্রার বাড়িতে আক্রান্ত সইফ আলি খান। ডাকাতরা বাড়িতে চুকে ডাকাতির চেষ্টা করে, তার সঙ্গে চলে সইফকে ছুরি দিয়ে আঘাত। ঘাড়ে, পিঠে একাধিক ক্ষত নিয়ে তিনি লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি হন। চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচার করে জানিয়েছেন সইফ বিপন্মুক্ত। তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান করিশমা কাপুর, সারা আলি খান, ইব্রাহিম আলি, সোহা আলি, কুণাল খেমু, রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট প্রমুখ। করিনা কাপুর ছিলেন কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কেউ কোনও কথা বুলেননি।

করিনার টিম অফিশিয়াল স্টেটমেন্ট দিয়ে জানিয়ছে, অনুরাগীরা যেন ধৈর্য ধরেন। এই মুহূর্তে খান-পরিবার কারোর সঙ্গে কথা বলার জায়গায় নেই। তাঁরা এখনও শকে আছেন। তিনি, তৈমুর ও জেহ নিরাপদে আছেন। ডা. নীতিন ডাঙ্গে সইফের অস্ত্রোপচার করেছেন। তিনি অফিশিয়াল স্টেটমেন্ট দিয়ে জানিয়েছেন, 'রাত দুটো নাগাদ অভিনেতা সইফ আলি খান হাসপাতালে ভর্তি হন। কোনও অচেনা ব্যক্তি তাঁর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় একাধিক আঘাত করেছে। সইফের থোরাইক স্পাইনাল কর্চে মারাত্মক ক্ষত ছিল। ছুরির একটি অংশও তাঁর শরীরে বিধৈছিল। অস্ত্রোপচার করে সেই অংশ বার করা হয়েছে এবং স্পাইনাল ফুইডের ক্ষরণ বন্ধ করা গিয়েছে। তাঁর বাঁ হাতের দুটি বড় ক্ষত এবং তাঁর ঘাড়ের আরও একটি ক্ষত প্লাস্টিক সাজারির টিম ঠিক করেছে। তিনি এখন স্থিতিশীল। দ্রুত আরোগ্যের পথে এবং পুরোপুরি বিপন্মক্ত।'

ইতিমধ্যে মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ সইফের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ব্রাঞ্চের এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট দরা নায়েক ঘটনার তদন্ত করতে সইফের বান্দ্রার বাড়িতে যান। একজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই ব্যক্তি বাড়ির পিছনে থাকা অগ্নিকাণ্ডের সময় আপংকালীন দরজা দিয়ে ঢুকেছিল বলে জানা গিয়েছে।



কী বললেন, সইফের প্রতিবেশিনী করিশমা

সইফ-করিনার বাসভবনের ঠিক বিপরীতে থাকেন অভিনেত্রী করিশমা তালা। সইফ আলির ওপর হওয়া ডাকাতের আক্রমণে তিনি উদ্বিগ্ন। বলেছেন, 'আমার বাড়ির বাইরের অবস্থা এখন ভয়াবহ। চারদিকে পুলিশ আর মিডিয়াতে ছয়লাপ। এই ঘটনা বান্দ্রা এলাকার বাসিন্দাদের একটা সাবধান বাণী দিয়ে গেল। আমি গত এক বছর বা তারও বেশিদিন ধরে নিরাপত্তা বাড়াবার কথা বলে আসছি আমার কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটিকে। যে ধরনের নিরাপত্তা আছে, তা বর্তমান পরিস্থিতি সামলানোর মতো উপযুক্ত নয়। ডাকাতির মতো ঘটনা সামলানোর জন্য তারা প্রশিক্ষিতও নয়। মনে হয়, এরপর আমরা শিখব। আমাদের বাড়ির নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও বাড়বে।'



অটোয় রক্তাক্ত বাবাকে নিয়ে যান

বৃহস্পতিবার মাঝরাতে অচেনা ব্যক্তি আক্রমণ করে অভিনেতা সইফ আলিকে। এই পরিস্থিতিতে করিনা ফোন করেন সইফের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইব্রাহিম আলিকে। ওই রাতে ইব্রাহিম সইফের বান্দ্রার বাড়িতে আসেন। তাঁকে নিয়ে হাসপাতালে যান। মুম্বাই পুলিশ জানাচ্ছে, রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ ইব্রাহিম সইফকে নিয়ে হাসপাতালে যান। সেই সময় বাড়িতে কোনও ড্রাইভার ছিল না। তাই ইব্রাহিম ও বাড়ির এক কর্মী একটি অটো রিকশা করে সইফকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়। এখন অভিনেতা স্থিতিশীল। তিনি আইসিইউতেই আছেন।

জুলাইতে মুক্তি সন অফ সদর্বি ২



এক দশকেরও বেশি সময় বাদে অজয় দেবগণ অভিনীত অ্যাকশন কমেডি সন অফ সদর্বি-এর সিক্যুয়েল। জানা গিয়েছে সন অফ সদর্বি ২-এর মুক্তির তারিখ। ট্রেড অ্যানালিস্ট

ট্রেড অ্যানালিস্ট তরণ আদর্শ এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছেন, '২০২৫ সালের ২৫ জুলাই মুক্তি পাবে সন অফু সদর্গি ২।

পাবে সন অফ সদার ২।
এর সঙ্গে শুটিং স্পটের একটি ছবিও শেযার করেছেন। অজয়
দেবগণের সিংহ্ম এগেইন যাতে দিওয়ালিতে মুক্তি পায়,
তার চেষ্টা করেছিলেন। এখন তিনি চাইছেন সন অফ সদর্গর
২ উৎসববিহীন কোনও সপ্তাহান্তে মুক্তি পাক। বিজয় কুমার
অরোরা পরিচালিত এই ছবির নায়িকা মুণাল ঠাকুর। শোনা
গিয়েছে, সঞ্জয় দত্তও থাকবেন ছবিতে। মুকুল দেব, বিন্দু দারা
সিং, কুবরা সেট, নীক্র বাজওয়া, দীপক দোবরিয়াল প্রমুখও
আহেন ছবিতে।



ক্ষতির সন্মুখীন হয়েছে। এই বিধ্বংসী আগুনে লস

অ্যাঞ্জেলেসবাসীর অনেক ক্ষতি হয়েছে। তাঁদের বাড়ি

সম্পত্তি, জীবন সব ভস্মীভূত এবং ছারখার হয়ে গেছে। এই দশ্য দেখে তিনি নিদারুণ যন্ত্রণা পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন

প্রিয়ংকা। মানুষের কাছে তিনি আবেদন করেছেন, সকলে

নতুন করে সবকিছু গড়ে তুলতে হবে। মানুষের সাহায্যের

যেন লস অ্যাঞ্জেলেসের পাশে থাকে। কারণ সেখানে আবার

আমি সিঙ্গল

এভাবেই নিজের প্রেম-জীবনের কথা খোলাখলি জানিয়েছেন অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান এেকটি নামি বৈদ্যুতিন মাধ্যুম তাঁকে রিয়াল হিরো ২০২৪ হিসেবে নিবর্চন করেছে। সেই পুরস্কার নিতে গিয়েই তাঁর 'সম্পর্ক-জনিত' প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, 'আমি সিঙ্গল, একদম সিঙ্গল—একশো ভাগ পাক্কা...। ছবি করতে করতেই সময় চলে যাচ্ছে, আর কোনও কিছুর জন্য সময় নেই। মনে হচ্ছে, যেন একই অফিসে বারবার যাচ্ছি। আর কোথাও যাবার বা আর কারোর সঙ্গে দেখা করার সময় নেই।' এখন আবার তিনি দাড়ি রেখেছেন, ফলে একটা 'রাফ লুক' এসেছে তাঁর চেহারায়। এই নিয়ে তিনি বলেন, এটাই প্রমাণ তিনি সিঙ্গল! গত বছর তাঁর দারুণ কেটেছে। চান্দ্র চ্যাম্পিয়ন, ভুল ভুলাইয়া ৩-এর মতো ছবি ঝুলিতে ভরেছেন। এখন তাকিয়ে আছেন অনুরাগ বাসুর ছবি আশিকি ৩-এর দিকে। তাঁর সঙ্গে এই ছবিতে কে থাকবেন তা অবশ্য ঠিক হয়নি এখনও। এছাড়াও করণ জোহারের ধর্মা প্রোডাকশনের সঙ্গেও হাত মিলিয়েছেন তিনি। নিজেদের ভিতরের বিবাদ, মতান্তর দূরে রেখে তাঁরা করছেন তু মেরি ম্যায় তেরা ম্যায় তেরা তু মেরি।

মুম্বইয়ের নিরাপত্তা ঘিরে উঠছে প্রশ্ন

করে মুখ্যমন্ত্রীর যিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের

দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁর উচিত এই

ধরনের ঘটনাকে গুরুত্ব দেওয়া।'

সইফ আলি খান, করিনা কাপুর

এবং গোটা পরিবারের নিরাপত্তা

বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তবে একটি ঘটনায়

নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা

গোটা রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা

ভেঙে পড়েছে বলে যে অভিযোগ

উঠেছে, তা মানতে চাননি মুখ্যমন্ত্ৰী

'মুম্বই সবথেকে নিরাপদ। শুধুমাত্র

দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। তিনি বলেন,

একটি ঘটনার ভিত্তিতে মুম্বইকে

অসরক্ষিত শহর বলাটা

ভুল।'

হামলার নেপথ্যে কি বিষ্ণোই গ্যাং

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি : 'অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল জিনা ইয়াহা, জরা হট কে জরা বাঁচ কে ইয়ে হ্যায় বোম্বাই মেরি জান..

১৯৫৬ সালে দেব আনন্দ অভিনীত 'সিআইডি' সিনেমার কালজয়ী গানের ওই কথাগুলি বাস্তবিকই আজকের মুম্বইয়ের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। অন্তত বান্দ্রায় নিজের বাড়িতে



মহারাস্ট্রের আইনশঙ্খলা পরিস্থিতি যে ক্রমশ খারাপ হচ্ছে সেটা এই ঘটনা দেখিয়ে দিল। শারদ পাওয়ার

মুম্বই সবথেকে নিরাপদ। শুধুমাত্র একটি ঘটনার ভিত্তিতে মুম্বইকে অসুরক্ষিত শহর বলাটা ভুল। দেবেন্দ্র ফড়নবিশ

বলিউডের চতুর্থ খান সইফ আলি খান যেভাবে দুষ্কৃতীর ছুরির আঘাতে জখম হয়েছেন, তাতে বাণিজ্যনগরীর নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠেছে। সূত্রের খবর, হামলার নেপথ্যে কখ্যাত লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হাত রয়েছে কি না সেটা ইতিমধ্যে খতিয়ে দেখতে

শুরু করেছে মুম্বই পুলিশ। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও এই হামলার নেপথ্যে ওই গ্যাংস্টারের হাত থাকার অভিযোগ তুলেছেন। সেইসঙ্গে বিজেপির হাতে মুম্বইয়ের নিরাপত্তা যে ঠুনকো, সেই অভিযোগও তুলেছেন। কৃষ্ণসার হরিণ শিকারের মামলায় সলমন খান এমনিতেই বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হিটলিস্টে রয়েছেন। ভাইজানের ওপর বেশ কয়েকবার হামলাও হয়েছে। তিন মাস আগে সলমনের ঘনিষ্ঠ বাবা সিদ্দিকীকে খুন করে বিষ্ণোই গ্যাং। যে 'হাম সাথ সাথ হ্যায়' ছবির শুটিংয়ের

সময় কফসার কাণ্ড ঘটেছিল, সেই সিনেমায় সলমনের সহ অভিনেতা ছিলেন সইফ। কাজেই হামলার নেপথ্যে সমস্ত দিকই খতিয়ে দেখছে মুম্বই পুলিশ।

সইফ কাণ্ডে আপ সুপ্রিমো বলেন,'একজন অত বড় মাপের অভিনেতা যিনি একটি নিরাপদ জায়গায় থাকেন তিনিই যদি নিজের বাড়িতে আক্রান্ত হন তাহলে সেটা অবশ্যই চিন্তার বিষয়। এই ঘটনায় রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এর আগে সলমন খান আক্রান্ত হয়েছিলেন। বাবা সিদ্দিকীকে খুন করা হয়েছে। সরকার যদি সইফ আলি খানের মতো বড় মাপের সেলেব্রিটিকে নিরাপত্তা দিতে না পারে তাহলে সাধারণ মানুষের কী হবে?' কেজরির খোঁচা, 'গুজরাটের একটি জেলে বন্দি থাকা সত্ত্বেও একজন গ্যাংস্টার নির্ভয়ে কাজ করছে। এসব দেখে মনে হচ্ছে, তাকেই যেন সুরক্ষিত করে রাখা হয়েছে।

শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা

সঞ্জয় রাউত বলেন, 'সইফ আলি

খান একজন শিল্পী। উনি পদ্মশ্রী পেয়েছেন। কিছুদিন আগে সইফ আলি খান এবং তাঁর পরিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও দেখা করেছিলেন। গতকাল প্রধানমন্ত্রী মুম্বইয়ে ছিলন। আর এবার সইফ আলি খান ছুরিকাহত হয়েছেন। এই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবস্থা কী হয়েছে? আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোথায়?' প্রিয়াংকা চতুর্বেদীর প্রশ্ন, 'যদি সেলেব্রিটিরাই নিরাপদ না হন তাহলে মুম্বইয়ে আর কারা নিরাপদ?' এনসিপি

(এসপি) সুপ্রিমো

শারদ পাওয়ারের

তোপ, 'মহারাষ্ট্রের



মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি : বিলাসবহুল বাড়ির শোওয়ার ঘরে ছুরি দিয়ে কোপানো হয়েছে বলিউড অভিনেতা সইফ আলি খানকে। বুধবার গভীর রাতে মুম্বইয়ের বান্দ্রায় আবাসনে এই ঘটনা ঘটে। গুরুতর জখম অবস্থায় সইফকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর বিপন্মুক্ত হলেও এখনও হাসপাতালেই পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে শর্মিলা ঠাকুরের সেলিব্রিটি ছেলেকে। আবাসনের সিসিটিভি

ক্যামেরার ফুটেজ দেখে হামলাকারী এক তরুণকে শনাক্ত করেছে মুম্বই পুলিশ। যদিও আক্রমণের পর সে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, ওই তরুণ ফায়ার এস্কেপ সিঁড়ি

ব্যবহার

সেখানেই লুকিয়ে ছিল। সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ এবং অভিযুক্তকে ধরতে দশটি দল গঠন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বলিউড তারকার প্রাসাদোপম বাসভবনে হামলার ঘটনা একাধিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

ঢুকল কী করে

ফায়ার এস্কেপ সিঁড়ি বেয়ে ঢোকার পরে অনুপ্রবেশকারী নিরাপত্তারক্ষীদের নজর এড়িয়ে বাড়ির ভিতরে একেবারে শিশুদের ঘর পর্যন্ত কী করে পৌঁছে গেল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

দারোয়ান কী করছিলেন

বাড়ির নিরাপত্তারক্ষী কাউকে ঢকতে দেখেননি। তাহলে তিনি কোথায় ছিলেন, কী করছিলেন?

সে কি পূর্বপরিচিত

অনুপ্রবেশকারী তরুণ যদি বাড়ির ভিতরে অবাধে চলাফেরা করতে পারে, তাহলে প্রশ্ন-সে কি ভবনের লে-আউট সম্পর্কে পরিচিত ছিল, নাকি ভিতর থেকে কারও সহায়তা পেয়েছিল সে?

বাড়ির কেউ কি জড়িত

সইফ-করিনার কর্মচারী এবং বাড়ির সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। বাড়ির ভিতর থেকে কেউ আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল কি না, তা নিয়েও তদন্ত চলছে। কারণ, অন্দরের কারও জড়িত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

সিসিটিভিতে নেই কেন

সইফ থাকেন আবাসনের ১৩ তলায়। গোটা বাড়ি সিসিটিভিতে মোড়া থাকলেও একমাত্র সাততলার সিঁড়ির সিসিটিভি ক্যামেরায় অনুপ্রবেশকারী ধরা পডেছে। প্রশ্ন উঠছে, অন্যান্য সিসিটিভি ক্যামেরা, বিশেষ করে প্রবেশপথের ক্যামেরা কীভাবে এড়িয়ে গেল সে?



বরফের দেশ... শ্বেতশুত্র তুষারে ঢাকা পড়েছে মানালির সোলাং ভ্যালি। খুশিতে মাতোয়ারা পর্যটকরা। বৃহস্পতিবার।

বিজাপুরে সংঘর্ষে মৃত্যু ১২ মাওবাদীর

রায়পুর, ১৬ জানুয়ারি ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলার জঙ্গলে বৃহস্পতিবার নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ১২ জন মাওবাদী নিহত হয়েছেন। চলতি মাসে রাজ্যের একাধিক সংঘর্ষে নিহত মাওবাদীর সংখ্যা বেড়ে দাঁডিয়েছে ১৬-এ।

বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা নাগাদ বিজাপুরের দক্ষিণাঞ্চলের জঙ্গল এলাকায় পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র গেরিলা মাওবাদী দলের সংঘর্ষ শুরু হয়। নকশাল দমন অভিযানের অংশ হিসেবে সেখানে এদিন অভিযান চালায় নিরাপত্তা বাহিনী। দিনভর চলে দুপক্ষের গুলি বিনিময়। সন্ধ্যার পিরেও মুহুর্মুহু গোলাগুলির শব্দে কাঁপতে থাকে এলাকা। অভিযানে অংশ নেয় তিনটি জেলার জেলা রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি), সিআরপিএফ-এর এলিট কোবরা বাহিনীর পাঁচটি ব্যাটালিয়ন এবং সিআরপিএফ-এর ২২৯তম ব্যাটালিয়ন।

১২ জন মাওবাদীর দেহ উদ্ধার করা হয়। তল্লাশি জারি রয়েছে। ১২ জানুয়ারি বস্তারের বিজাপুর জেলায় ন্যাশনাল পার্ক এলাকার জঙ্গলে সংঘর্ষে তিন সন্দেহভাজন মাওবাদী নিহত হন। সংঘর্ষের পর ঘটনাস্থল থেকে তিনজন মাওবাদীর দেহ উদ্ধার করা হয়।

স্বস্তিতে আদানি-বিজেপি

দরজা বন্ধ হল হিভেনবার্গের

नग्नापिक्सि, ১७ জानुग्नाति : অবশেষে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি গৌতম আদানি। যে সংস্থার রিপোর্টে তিনি সবথেকে বেশি বিপাকে পডেছিলেন, সেই মার্কিন শর্ট সেলার সংস্থা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ বুধবার আচমকা তাদের ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছে। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নেট অ্যান্ডারসন এই ঘোষণা করতে গিয়ে বলেছেন, 'গতবছরের শেষের দিকে আমি. আমার পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং টিমকে জানিয়েছিলাম, হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ ভেঙে দেওয়া হবে। হাতে জমে থাকা কাজগুলি শেষ করার পর সংস্থা বন্ধ করে দেব বলে ঠিক করেছিলাম। আজ সেইদিন এসে গিয়েছে।' গত কয়েকবছরে আদানিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বেআইনি আর্থিক লেনদেনের একাধিক অভিযোগ ফাঁস করেছিল হিল্ডেনবার্গ। যার জেরে শেয়ার বাজারে ধাকা খেয়েছিল সংস্থার আদানির বিরুদ্ধে শেয়ারদর। যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) গঠনের দাবিও করেছিল কংগ্রেস। সেবি প্রধান মাধবী পুরী বুচের শেয়ারদর ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানোর অভিযোগের তদন্তে আদানিগোষ্ঠীকে সাহায্যের অভিযোগ তুলেছে হিল্ডেনবার্গ। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ হিল্ডেনবার্গের

২০ জানুয়ারি ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথের আগেই কেন সংস্থা বন্ধ হয়ে গেল, তা নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে। সম্প্রতি মার্কিন কংগ্রেসের রিপাবলিকান সদস্য বিচার দপ্তরকে জানিয়েছিলেন, আদানি এবং তাঁর সংস্থার বিরুদ্ধে হিন্ডেনবার্গ যে তদন্ত করেছিল, তার সমস্ত নথি যেন সংরক্ষণ করা হয়। অ্যান্ডারসন অবশ্য বিষয়টি নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেননি। শুধু বলেছেন, 'কেন এখন সংস্থা বন্ধ করে দিলাম, তার কোনও নির্দিষ্ট কারণ নেই। কোনও হুঁশিয়ারি ছিল না, শারীরিক অসুস্থতার কারণ ছিল না. ব্যক্তিগত কোনও কারণও ছিল না। আমাকে একবার জনৈক ব্যক্তি বলেছিলেন, একটি নির্দিষ্ট সময়ে সফল কেরিয়ার স্বার্থপর কাজে পরিণত হয়ে যায়। আগে আমার মনে হত, নিজের কাছে কিছু প্রমাণ করার প্রয়োজন রয়েছে। এতদিনে আমি নিজের জন্য কিছটা স্বস্তি পেয়েছি।' কংগ্রেস অবশ্য দাবি করেছে, হিন্ডেনবার্গের ঝাঁপ বন্ধ হলেও মোদি ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি গৌতম আদানির বিরুদ্ধে সুর চড়ানো বন্ধ করবে না তারা। দলের নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, 'হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ বন্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থ মোদানিকে ক্রিনচিট দেওয়া নয়।' পবন খেরার কটাক্ষ, 'হিন্ডেনবার্গ বন্ধ হওয়ায় সবথেকে খুশি হয়েছে বিজেপি এবং আদানি।

বইমেলায় কেন নেই বাংলাদেশ ব্যাখ্যা গিল্ডের

নবনীতা মণ্ডল

नशांपिक्सि, ১७ জानुशांति কলকাতা আন্তজাতিক বইমেলায় ফাঁকাই থাকবে বাংলাদেশের প্যাভিলিয়ন। প্রায় ৩০ বছর ধরে ভারত এবং বাংলাদেশের বই ও সাহিত্যপ্রেমীদের মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন করে এসেছে কলকাতা বইমেলা। তবে এবছর বাংলাদেশে অশান্ত পরিস্থিতির কারণে এটি সম্ভব হচ্ছে না।

ঢাকার পরিস্থিতি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে নয়াদিল্লি। এই প্রেক্ষাপটে এবারের কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশের অনপস্থিতি নিয়ে আয়োজক সংস্থা পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির ম্যাক্সমূলার ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, 'বৰ্তমানে বাংলাদেশের যা পরিস্থিতি তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে নির্দেশ না এলে আমাদের কিছু করার নেই। অন্যান্য বার বাংলাদেশের ডেপটি হাইকমিশনারের তরফে আবেদন জানানো হয়। এবার আধা সরকারি পর্যায়ের একজন একবার মাত্র আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। আমরা কেন্দ্রের তরফে সঠিকভাবে অনুমতি নেওয়ার জন্য বলেছিলাম'। অথাৎ দুই রাষ্ট্রের সম্পর্কের বিষয়টি কেন্দ্রের বিবেচ্য সেখানে আলাদা করে গিল্ডের কোনও ভূমিকা নেই, স্পষ্ট করেছেন ত্রিদিব।

গিল্ড সভাপতি বলেন. 'বাংলাদেশ ১৯৯৬ সাল থেকে কলকাতা বইমেলায় অংশগ্ৰহণ করছে। তবে এবছরের ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের সরাসরি মন্তব্য করা ঠিক হবে না। আমরা সবাই জানি বর্তমান প্রেক্ষাপট কী। এই পরিস্থিতির কারণে কলকাতা বইমেলার পবিত্রতা, নিরাপত্তা এবং অন্যান্য দিক যাতে কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্যই এবছর বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানো সম্ভব হয়নি। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। সাহিত্যের কোনও সীমানা বা কাঁটাতারের বেড়া নেই। যাঁরা বাংলাদেশ থেকে বইমেলায় অংশ নিতে চেয়েছিলেন, তাঁদের আমরা বলেছি, ভারত সরকারের অনুমতির মাধ্যমে অংশগ্রহণের চেম্টা করতে।'

সইফকে দেখতে হাসপাতালে সারা ও ইব্রাহিম।

ইনসেটে, বাড়ির সামনে পুলিশকর্তারা।

ঐক্যের বার্তা ইউনূস-বিএনপি'র

ঢাকা. ১৬ জানয়ারি : বাংলাদেশে দিল ইউনুস সরকার। ১৩টির মধ্যে ৯টি ছিল মুজিবুর রহমানের নামে। হাসিনার নামে দুটি করে বিশ্ববিদ্যালয় নামে।

এদিকে, সংস্কাবের নামে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া নিয়ে প্রায়ই অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে স্নায়ুর লড়াই চলে বিএনপি-র। এই স্নায়ুর লড়াই বন্ধ করতে এবার সরাসরি ঐক্যের বার্তা দিলেন প্রধান উপদেষ্টা ইউনুস। তবে এই ইস্যতে তিনি সামনে খাড়া করেছেন জুলাই গণ-অভ্যত্থানের ঘোষণাপত্রকে। তিনি বলেছেন, এই ঘোষণা পত্র ঘিরে অন্তর্বর্তী সরকারের স্বাই যখন একসঙ্গে কাজ করি তখন স্মরণ করে আমরা ঐক্যবদ্ধ রয়েছি।'

অন্দরে যাতে কোনও বিভেদের মেঘ মনের মধ্যে সাহস বাড়ে। ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পালটে না জমে। এই ব্যাপারে তাঁর সরে সর মিলিয়েছে বেগম খালেদা জিয়ার দল বিএনপি-ও। বৃহস্পতিবার ঢাকার মুজিবপত্নী ফজিলাতুন্নেছা এবং ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে জুলাই সনদ ঘোষণার ব্যাপারে একটি ছিল। সবই পালটে দেওয়া হল। সর্বদলীয় বৈঠক বসেছিল। ইউনূস অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় হল জায়গার বলেন, 'এই সরকারের জন্ম হয়েছে



ঐক্যের মধ্যে দিয়ে। যখন দেখি একা পদে গিয়েছি আশপাশে কেটে নেই তখন একটু দুর্বল মনে হয়। আবার

ইউনুসের 'একতাতেই আমাদের একতাতেই আমাদের শক্তি।' তাঁর অবস্থানকে সমর্থন জানিয়ে বিএনপি-র স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী ঐক্যে যেন কোনও অবস্থাতেই ফাটল না ধরে। সেইদিকে অন্তর্বর্তী সরকারকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সাডে পাঁচ মাস পরে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্রের কোনও প্রয়োজন ছিল কি না তাও জানতে চেয়েছেন তিনি। এদিনের বৈঠকে বিএনপি, জামাতের পাশাপাশি বেশ কিছু রাজনৈতিক দল অংশ নিলেও ছিল না সিপিবি। ইউনুস বলেন, 'বৈঠকে আপনাদের দেখে সাহসী মনে হচ্ছে। ৫ অগাস্টের কথা

শাস্তি তিন বিশ্ববিদ্যালয়কে

১৬ জানুয়ারি : ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশন (ইউজিসি) রাজস্থানের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়কে বেসরকারি প্রোগ্রামে অনমতি পাঁচ বছরের জন্য ইউজিসি বাতিল করেছে। জানিয়েছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পিএইচডি নিয়মবহি*ৰ্ভূতভাবে* ডিগ্রি প্রদান করায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ইউজিসি'র এম জগদীশ কুমার বলেন, 'পিএইচডি প্রোগ্রামের মান বজায় রাখা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দায়িত্ব। নিয়মভঙ্গকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ইউজিসি যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। আমরা আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি প্রোগ্রামের গুণমান যাচাই করছি। তারা যদি নিয়ম লঙ্ঘন করে. তবে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

নিষেধের খাঁড়া নেমেছে চুরুর ওপিজেএস বিশ্ববিদ্যালয়. আলওয়ারের সানরাইজ এবং ঝুনঝুনুর বিশ্ববিদ্যালয় সিংহানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর। ইউজিসি'র একটি স্থায়ী কমিটি এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখে। তাতে দেখা যায়, ইউজিসি'র নিধারিত নিয়ম ও মানদণ্ড তারা লঙ্ঘন করেছে।

সফল স্পেস

ঝাঁপ বন্ধ হওয়ার কারণ নিয়ে

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে।

ডকিং পরীক্ষা বা স্পেডেক্স মিশনে পাশ করে গেল ভারতীয় মহাকাশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অভিনন্দন গবেষণা সংস্থা ইসরো। মহাকাশে জানিয়েছেন ইসরোর বিজ্ঞানীদের। দই উপগ্রহ বা মহাকাশ্যানের তিনি লিখেছেন, 'এটা ভারতের নির্ভুলভাবে ডকিং শুরু হয়। ডকিং সংযুক্তিকরণ বা মিলন প্রক্রিয়াকে ভবিষ্যৎ মহাকাশ মিশনের জন্য এক সফল হওয়ার পর স্থায়িত্ব নিশ্চিত স্পেস ডকিং বলা হয়। বৃহস্পতিবার পরীক্ষামূলক 'মিলন' ঘটাতে ইসরো মুহূর্তও বটে।' সক্ষম হয়ৈছে।

স্পেডেক্স মিশনের ছিল দুই কৃত্রিম উপগ্রহ এসডিএক্স০১ (চেজার) এসডিএক্স০২

(টার্গেট)-এর সফল কাজ সুসম্পন্ন করে ইতিহাস গড়েছে পিএসএলভি ইসরো। সেইসঙ্গে স্পেস ডকিংয়ের জানিয়েছে, 'ডকিং সফলভাবে সম্পন্ন হয় বহস্পতিবার ভোরে। সম্পন্ন হয়েছে। ভারতের জন্য এ এক

বেঙ্গালুরু, ১৬ জানুয়ারি: স্পেস ঐতিহাসিক মূহর্ত।

স্পেডেক্সের সাফল্যে উচ্ছুসিত ১৫ মিটার দূরত্ব থেকে উপগ্রহ উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ইসরোর উপগ্রহের সাফল্য দেশবাসীর কাছে এক গর্বের রিজিডাইজেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

উপগ্রহের ওজন ছিল প্রায় ২২০ হয় দুটি উপগ্রহকে।

আভনন্দনবাতী মোদির

সংযুক্তি ঘটানো। বৃহস্পতিবার সেই কেজি। গত বছর ৩০ ডিসেম্বর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মাধ্যমে এগুলি শ্রীহরিকোটা থেকে চাঁদের নমুনা পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনাও দনিয়ায় রাশিয়া, আমেরিকা এবং উৎক্ষেপণ করা হয়। উৎক্ষেপণের পর আর কঠিন হবে না। এছাডা ডকিং চিনের পর চতুর্থ দেশ হিসাবে ঢুকে উপগ্রহগুলিকে ৪৭৫ কিমি উচ্চতার প্রযুক্তি ভারতের মহাকাশ স্টেশন পড়েছে ভারত। বৃহস্পতিবার সকাল একটি গোলাকার কক্ষপথে স্থাপন করা ১০টায় ইসরো তাদের এক্স হ্যান্ডেলে হয়। দুই উপগ্রহের সংযুক্তি প্রক্রিয়া

ইসরো জানিয়েছে, ডকিংটি প্রশস্ত করবে।

দুটিকে পরস্পরের ৩ মিটার কাছে আনা হয়। এরপর অত্যন্ত করার জন্য রিট্যাকশন এবং এই প্রক্রিয়ায় প্রস্পরের থেকে স্পেডেক্স মিশনে ব্যবহৃত দটি নিরাপদ দরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া মিশনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা

ধাপে ধাপে ঘটানো হয়েছে। প্রথমে

করে ইসরো জানিয়েছে, এটি ভবিষ্যতে চন্দ্রযান-৪-এর মতো জটিল মিশনের

সি৬০ রকেটের মহাকাশে ডকিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (বিএএস) প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে শুধু তা-ই নয়, ২০৪০ সালের মধ্যে চন্দ্রাভিযানে ক্রু মিশনের পথও

সংশোধনের জন্য অষ্টম বেতন মন্ত্রীসভা। বৃহস্পতিবার এই ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী সরকারি কর্মী এবং অবসরপ্রাপ্তদের বেতন বা অবসরকালীন পেনশন বাডবে বলে মনে করা হচ্ছে।

২০১৬-এর ১ জানুয়ারি কার্যকর হয়েছিল সপ্তম পে কমিশন। ২০২৬-এ শেষ হয়ে যাবে ওই পে বৈষ্ণো জানিয়েছেন, ২০২৬-এর কমিশনের চেয়ারম্যান এবং বাকি দুই জন সদস্যকেও শীঘ্রই নিয়োগ

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি : কার্যকর করা হতে পারে অষ্টম কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন বেতন কমিশন। বেতন কমিশন সাধারণভাবে সরকারি কর্মীদের মূল কমিশন গঠনে ছাডপত্র দিল কেন্দ্রীয় বেতন, অন্যান্য ভাতা, ক্ষতিপরণ ইত্যাদি নিধারণ করার দায়িত্বে থাকা। এর পাশাপাশি পেনশনের বৈষ্ণো। অষ্টম বেতন কমিশনের অঙ্কও বাডে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের। সুপারিশ কার্যকর হলে কেন্দ্রীয় মূল্যবিদ্ধির হার দিন দিন বাড়ছে, এমন পরিস্থিতিতে অষ্টম বেতন কমিশনের ঘোষণা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বেতন বাড়ার আশা জাগিয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের জন্য নয়া বছরের গোড়াতে কেন্দ্র কমিশনের মেয়াদ। তারপরেই জারি সুখবর শোনালেও এখনও রাজ্য হবে অস্টম বেতন কমিশন। এদিন সরকারি কর্মীদের জন্য বেতন কমিশনের কোনও খবর নেই। মধ্যে এই কমিশন তৈরি হয়ে যাবে। ২০১৬-এর ১ জানুয়ারি থেকে এই রাজ্যের সরকারি কর্মীদের জন্য চালু হয়েছিল ষষ্ঠ বেতন কমিশন। করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এর মাঝে কেন্দ্রের তুলনায় রাজ্য ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, সরকারি কর্মীরা মহার্ঘভাতায় ২০২৬-এর ১ জানুয়ারি থেকেই অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছেন।

প্রণবের পাশেই মনমোহন



নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি যমুনার তীরে রাষ্ট্রীয় স্মৃতি স্থলে নিৰ্মিত হতে চলেছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী

সমাধি। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ইতিমধ্যে দেড় একর জমি বেছে নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্মৃতি স্থলের যে জায়গাটি দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মখোপাধাায়ের সমাধির জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে ঠিক তার পাশেই মনমোহন সিংয়ের সমাধি তৈরি করা হবে। রাষ্ট্রীয় স্মৃতি স্থলে বর্তমানে দেশের চার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটলবিহারী বাজপেয়ী, পিভি নরসীমা রাও, চন্দ্রশেখর এবং আইকে গুজরালের সমাধি রয়েছে।

সদ্যপ্রয়াত ড. মনমোহন সিংয়ের

ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধবিরতি চুক্তি **জেরুজালেম, ১৬ জানুয়ারি:** বিপুল প্রাণহানি, প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও ভাবী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে বহু প্রতীক্ষিত চুক্তিকে স্বাগত জানাল ভারত। ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইজরায়েলের অসংখ্য পণবন্দি

রক্তপাত, অপহরণ, আকাশপথে ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ, মুহুর্মুহু বিস্ফোরণ, ঘরবাড়ি ধুলিসাৎ হয়ে যাওয়া-গত দেড় বছর ধরে ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে হামলা-পালটা হামলায় এটাই ছিল নিত্যদিনের ছবি। তার অবসান ঘটল। পশ্চিম এশিয়ার গাজায় শান্তি ফেরাতে মিশর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কাতারের লাগাতার তৎপরতায় ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইনের জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসের মধ্যে সংঘর্ষবিরতি চুক্তি সই হয়েছে। বুধবার তাতে আনুষ্ঠানিকভাবে সিলমোহর পড়ে। রবিবার থেকে চুক্তি ধাপে ধাপে কার্যকর হবে।

হামাস জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতি ও বন্দিবিনিময় করেছেন এক মার্কিন কর্মকর্তা। চক্তি সই হওয়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও ভাবী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে

ও তাঁদের পরিজনদের দুর্দশার অবসান ঘটাতে বাইডেন, ট্রাম্প যে সহায়তা দিয়েছেন, সেজন্য তাঁদের দ'জনকেই ধন্যবাদ।'

গাজাকে কখনোই সন্ত্রাসবাদের আশ্রয়স্থল হতে দেবে না আমেরিকা। চুক্তি হওয়ার পিছনে

বাইডেন-ট্রাম্পকে ধন্যবাদ নেতানিয়াহুর, স্বাগত দিল্লির

প্রচুর চাপ ছিল ট্রাম্পের। তাঁর হুঁশিয়ারি ছিল, চুক্তিতে তারা সই করেছে। বিষয়টি নিশ্চিত হামাস চুক্তিতে রাজি না হলে ফল ভালো হবে ना। शांकारक সন্তাসের ঘাঁটি ना বানানোর যে মন্তব্য ট্রাম্প করেছেন তা থেকে এটা স্পষ্ট যে. ইজরায়েলের পাশে আমেরিকা আছে। সূত্রের ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু খবর, ওয়াশিংটনে খব তাড়াতাড়ি ট্রাস্পের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আজ সন্ধ্যায় মার্কিন সঙ্গে বৈঠক হবে নেতানিয়াহুর। বৃহস্পতিবার গাজায়।দ্বিতীয় ধাপে বাকি পণবন্দিরা মুক্ত হবেন।

নয়াদিল্লির বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতি, 'এবার গাজায় বিপন্ন মানুষের কছে মানবিক সাহায্য সহজেই পৌঁছে দেওঁয়া যাবে। আমরা আশান্বিত।'

দুই বিবদমান পক্ষের মধ্যে শান্তি ফেরানোর আলোচনায় মধ্যস্থতাকারী কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মহম্মদ বিন আবদুল রহমান আল থানি বলেছেন, ইজরায়েলের পালমেন্টে অনুমোদন পাওয়ার পর চুক্তিটি রূপায়িত হবে। বাইডেনের কথায়, এবার প্রিয়জনদের কাছে ফিরবেন পণবন্দিরা। আর যুদ্ধবিরতির কৃতিত্ব দাবি করে ট্রাম্প বলেছেন, 'নভেম্বরের ঐতিহাসিক জয়ের

ফলেই মহাকাব্যিক যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়িত হল।' চুক্তির প্রথম ধাপে ৩৩ জন ইজরায়েলি পণবন্দি হামাসের কবজা থেকে ছাডা পাবেন। গাজা থেকে সরে যাবে ইজরায়েলি সেনা। ফলে বাস্ত্রচ্যুত প্যালেস্তাইনিরা তাঁদের ভিটেয় ফিরতে পারবেন। ত্রাণবাহিনীর ট্রাক স্বচ্ছন্দে ঢুকবে

ব্লাড ব্যাংকে মেয়াদ উত্তীর্ণ অগ্নিনিবপিক সিলিভার

মালদা, ১৬ জানুয়ারি নিজের এক আত্মীয়ের জন্য মালদা মেডিকেলের ব্লাড ব্যাংকে মানিকচকের মহম্মদ। সঙ্গে ছিলেন তাঁর ছেলেও। ব্লাড ব্যাংকের ভিতরে থাকা অগ্নিনির্বাপক সিলিভার চমকে ওঠেন বাবা-ছেলে। দেখা যায় ওই সিলিন্ডারের গায়ে স্পষ্ট লেখা রয়েছে, 'নেক্সট ডেট অফ মেনটেন্যান্স ২১ জুলাই ২০২৩। অর্থ ওই অগ্নিনির্বাপক সিলিভারের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে প্রায় ছয় মাস আগে। অথচ ব্লাড ব্যাংকের মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় মেয়াদ উত্তীর্ণ অগ্নিনিব্রপিক ব্যবস্থায় কর্তৃপক্ষের নজর ছিল না।

যদিও মালদা মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি প্রসেনজিৎ বলেন, 'হাসপাতালের অগ্নিনিবাপিক ব্যবস্থাগুলোর এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ গোটা পরিকাঠামো নিয়মিত দেখভালের জন্য নির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব দেওয়া আছে। ব্লাড ব্যাংকের বিষয়টা জানা ছিল না। খোঁজ নিচ্ছি, দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এর কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়াদ উত্তীর্ণ অগ্নিনিবাপিক সিলিন্ডার তড়িঘড়ি

১২ চিকিৎসক সাসপেভ

কয়েকজনেব এই ঘটনা ঘটেছে।' মুখ্যমন্ত্ৰী বলেন, 'যাঁরা সেদিন দায়িত্বে ছিলেন, যাঁদের জন্য এই কাণ্ড হয়েছে, তাঁদের রাখা যাবে না। তাঁদের হাতে অন্য রোগীরও ক্ষতি হতে পারে। সেই ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। মানুষের জবাব চাওয়ার অধিকার আছে। যেখানে অন্যায় হয়, সেখানে কথা উঠবেই। আমরা যেমন চিকিৎসকদের প্রতি সহানুভূতিশীল, তেমনই মানুষের দিকটাও দেখতে হবে। তাই তদন্তের সমস্ত রিপোর্ট খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

যদিও রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিরোধী বিরোধীরা। দলনেতা অধিকারী বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম তাঁদের দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাই তাঁদের বিরুদ্ধে আগে পদক্ষেপ করতে হবে।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য চক্রবর্তী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী নিজে স্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্বে রয়েছেন। যে স্যালাইন নিষিদ্ধ হয়ে রয়েছে, তা কী করে ব্যবহার হল, এই জবাব মখ্যমন্ত্ৰীকে দিতে হবে।

'রণাঙ্গন'

প্রথম পাতার পর

অতিথি হিসেবে উপস্থিত রণাঙ্গনকে পর্যটন কেন্দ্রে তুলে ধরায় আমি তথা সমগ্র হিলিবাসী গৌরবান্বিত বোধ করি। আমাদের স্থানীয় মানুষও পর্যটন কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে উপকৃত হবেন। তার সঙ্গে যুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণে পরিকাঠামৌগত উন্নয়নেরও আবেদন করি।

করমপুজো

পতিরাম, ১৬ জানুয়ারি : নাজিরপুরের কাশীপুর গ্রামে ধুমধাম করে করমপুজো অনুষ্ঠিত হয়। আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মধ্যে এই পুজোকে ঘিরে বিপুল উৎসাহ দেখা যায়। উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী স্নেহলতা হৈমরম। ঐতিহ্যবাহী করমপুজোকে কেন্দ্র করে গ্রামজুড়ে এক উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।



গঙ্গার চরে ভিড় পরিযায়ী পাখির। বৃহস্পতিবার পঞ্চানন্দপুরে। কল্লোল মজুমদারের ক্যামেরায়।

বন দপ্তরের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ পাখিপ্রেমীরা

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৬ জানুয়ারি : গত শীতের মরশুমে হতাশ করেছিল পঞ্চানন্দপুর। কিন্তু এবার পঞ্চানন্দপুরের গঙ্গাবক্ষে ভিড জমিয়েছে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি। কিন্তু আতঙ্কের কারণ চোরাশিকারি। ভাত, মাছের সঙ্গে মাংসের লোভে বিষ মিশিয়ে দেদার চলছে পাখি শিকার। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বন দপ্তরের ভূমিকায়

পাখিপ্রেমীদের তরফে অভিযোগ উঠেছে, বিষ সহ চোরাশিকারিদের হাতেনাতে ধরে বন দপ্তরের হাতে তিনজনকে তুলে দেওয়া হলেও কর্মীরা ধৃতদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে উদাসীন। যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জেলার পাখিপ্রেমীরা। কারণ, মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই জামিন পেয়ে গিয়েছে ধৃতরা। এই নিয়েও বন দপ্তরের ভূমিকায় উঠেছে প্রশ্ন।

যদিও ওই এলাকার বন দপ্তরের রেঞ্জার সরস্বতী মণ্ডল জানিয়েছেন, 'ধৃতদের জেল হেপাজত হয়েছে। নিয়মিত নজরদারি চালাচ্ছেন বনকর্মীরা।

মালদা জেলার কালিয়াচক-২ নম্বর ব্লকের পঞ্চানন্দপুরের একপাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে গঙ্গা নদী। প্রতি বছর বন্যার জল কমলে নদীবক্ষে জেগে ওঠে বিশাল বিশাল চর। গঙ্গার মাছের লোভে ওই চরগুলিতে প্রতি বছরের মতো এবারও ভিড় জমিয়েছে বিদেশি হাঁসের দল। কী কী হাঁস এসেছে, সেই প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক বিপ্লব মুখোপাধ্যায় জানান, 'বড়ি হাঁস, চখাচখি, পিইং হাঁস, ছোট লালশির, মেটে হাঁস, বড় দিঘর, বড় রাঙামুড়ি, রাঙামুড়ি, বামুনিয়া হাঁস, ভূতিহাঁস, স্বর্ণালোচনের মতো বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ীরা ভিড্ জমিয়েছে গঙ্গার চরে। এছাড়াও, নানা ধরনের ছোট জলজ পাখি সহ পাটকিলেশির গাঙচিল, কালাশির গাঙচিলের দেখা মিলেছে। মনে হচ্ছে আগামীতে আরও

পাখিপ্রেমীদের অভিযোগ

■ বিষ সহ চোরাশিকারিদের হাতেনাতে ধরে বন দপ্তরের কাছে তিনজনকে তুলে দেওয়া হলেও কর্মীরা ধৃতদের বিরুদ্ধে কঠোর

📮 মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই জামিন পেয়ে গিয়েছে ধৃতরা। এই নিয়েও বন দপ্তরের ভূমিকায় উঠেছে প্রশ্ন

 সম্প্রতি ধৃত চোরাশিকারিদের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ করা হলেও বিষ দিয়ে মেরে ফেলার কথা মামলায় উল্লেখ করা হয়নি

আইনজীবী তথা ওয়াইল্ডলাইফ ফোটোগ্রাফার কৃষ্ণগোপাল দাসের অভিযোগ, 'পরিযায়ী পাখিদের বাঁচাতে চোরাশিকারিদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর হতে হবে বন দপ্তরকে। না হলে আগামীতে এই চরগুলিতে পরিযায়ী পাখি আসা বন্ধ হয়ে যাবে। যেভাবেই হোক, চোরাশিকারিদের বিরুদ্ধে সকলকে দলবদ্ধ হতে হবে।

এদিকে একটি সূত্রের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সম্প্রতি ধৃত চোরাশিকারিদের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হলেও বিষ দিয়ে মেরে ফেলার কথা মামলায় উল্লেখ করা হয়নি।

এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ এক পাখিপ্ৰেমী তাপস কুণ্ডুর অভিযোগ, 'চোরাশিকারিদের বিরুদ্ধে বন দপ্তর কঠোর না হলে পাখি মারা বন্ধ করা যাবে না। কিন্তু আমরা যা খবর পাচ্ছি তা অত্যন্ত হতাশাজনক

কংগ্রেস পঞ্চায়েত সদস্যকে মার তৃণমূলের

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : সমবায় সমিতি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র তোলাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা। বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ ব্লকের ৬ নং রামপুর অঞ্চলে ওই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিরোধীদের আক্রমণের অভিযোগ।

ওইদিন দুপুরে বারোদুয়ারি এলাকায় ভট্টদিঘি সাহাপুর কৃষি সমবায় সমিতির কার্যালয়ে কংগ্রেস কর্মীরা নমিনেশন পেপার তুলতে গেলে তাঁদের মারধর করা হয়। কংগ্রেসের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মিঠুন সরকারকেও তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা মারধর দিয়ে বৈর করে দেয় বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, বিজেপির কর্মীরা এদিন নমিনেশন তুলতে গিয়ে পিছিয়ে আসেন। অভিযোগ, পুলিশকে জানালেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। যদিও রায়গঞ্জ ব্লক-২ তুণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দীপঙ্কর বর্মনের দাবি, 'যারা মার্থর করেছে তারা ফেক তৃণমূল। আমরা দলের তরফে বারবার নির্দেশ দিয়েছি নির্বাচনে কোনওভাবে বিরোধীদের বাধা দেওয়া যাবে না। ওখানে যে নির্বাচন হচ্ছে তাও জানানো হয়নি। তাই এরা তৃণমূল হতে পারে না।'

২০১৭ সালের পর থেকে এই সমবায় সমিতিতে

নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মিঠুন সরকার বলেন, 'আমরা মনোনয়নপত্র তলতে গেলে মেরে পাঠিয়ে দেয়। এভাবে চলতে পারে না। মানুষের অধিকার কেডে নেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে, বিজেপি নেতা মলয় সরকার বলেন, 'আমরা নমিনেশন তুলতে গিয়েও পিছিয়ে আসি। কারণ



আমরা নমিনেশন তুলতে গিয়েও পিছিয়ে আসি। কারণ ওরা চারিদিক ঘিরে রেখেছিল। কাউকে ঢ়কতে দেয়নি। তণমূল ব্লক সভাপতি যদি সত্যি বলে থাকেন তাহলে ব্যবস্থা নিন।

মলয় সরকার, বিজেপি নেতা

ওরা চারিদিক খিরে রেখেছিল। কাউকে ঢুকতে দেয়নি ত্ৰমূল ব্লুক সভাপতি যদি সত্যি বলে থাকেন তাহলে ব্যবস্থা নিন। অবশ্য কৃষি সমবায় সমিতির ইনচার্জ চিন্ময় শর্মার দাবি, কেউ নমিনেশন পেপার নিতেই আসেনি। কোনও নির্বাচন হয়নি, প্রশাসকের অধীনে চলছে। এবার কাউকে কোনও মারধর করা হয়নি।

অন্য নাম একদিনের স্কুল

প্রধান শিক্ষকের চেনা থাকলে ধরা হবে তাঁকে। একটু কাগজে ছাপার ব্যবস্থা করা গেলে কেল্লা ফতে। স্কুলের নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে রাখা হবে। ছবি ছাপা হলে তো মার দিয়া হ্যায় কিল্লা।

আসছে বছর আবার হবে গো মা, আসছে বছর আবার হবে!

এই যে স্কলের বার্ষিক ক্রীড়া— এর থেকে হাস্যকর জিনিস আর কিছু হতে পারে না। এখনও অনেক স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়ায় অঙ্ক রেস, বস্তা রেস, চামচ রেস, হাঁড়ি ফাটা রেস, রুমাল চোর, যেমন খশি তেমন সাজো—র মতো 'খেলা' হয়। যা চূড়ান্ত অর্থহীন। অহেতুক সময় নম্ট। স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়াকে প্রহসনে রূপান্তরের ব্যাপারে উত্তরবঙ্গ

এবং দক্ষিণবঙ্গ একেবারে ভাই ভাই। বাম বা তৃণমূল, কোনও আমলেই স্কুল থেকে ভালো ভালো খেলোয়াড় তুলে আনার বিজ্ঞানসম্মত চেষ্টাই হল না রাজ্যে। স্কুলের পরে ব্লক, তারপর জেলাস্তরে অ্যাথলেটিক্স মিটও একটা হয়। সব একদিন-দু'দিনের। তারপর নো ফলোআপ। হারিয়েই যায় চ্যাম্পিয়নরা।

প্রত্যেক স্কলে সাধারণত সরকারি গাইডলাইন থাকে, বার্ষিক ক্রীড়ায় ক'টা ইভেন্ট হবে। হায়ার সেকেন্ডারিতে অনুর্ধ্ব-১৪, অনুর্ধ্ব-১৭, অনুর্ধ্ব-১৯ বিভাগে ছেলেদের ২৪টি ইভেন্ট, মেয়েদের ২৪ ইভেন্ট। অধিকাংশ স্কুল সেখানে বেছে নেয় কিছু ইভেন্ট। তার মধ্যে জ্যাভলিন, ডিসকাস, শটপাট

হাইজাম্প, লংজাম্পও থাকে। এসব হবে কোন মাঠে ? কোচই বা কোথায় ?

সার সত্য হল, অধিকাংশ স্কুলে গেমস টিচার নেই। যেখানে আছেন, তাঁদের সবাইকে সব ক্লাস নিতে হয়। এবং প্রত্যেক ক্লাসে হয়তো বরাদ্দ জোটে সপ্তাহে দু'দিন।অলিম্পিকে বাড়ছে আমাদের পদক। অথচ বাংলায় স্কুল পর্যায়ে অলিম্পিক খেলাগুলোর দুর্দশা বাড়ছে। সেই ক্রিকেট ও ফুটবলেই আটকে স্কলের খেলা। বিজ্ঞানসম্মত কোচিং দর অস্ত।

এক গেম টিচারের যন্ত্রণার কাহিনী নিয়ে একটি

আমাদের উত্তরবঙ্গে জলঢাকা নদীর ধারে রয়েছে পশ্চিম মল্লিকপাড়া গ্রাম। সেই এলাকার মল্লিকপাড়া নিকেতন স্কুলে কোচিং করান ময়নাগুড়ির রানা রায়। ভালোবেসে কোচিং। সিনিয়ার, জুনিয়ার, সাব-জুনিয়ার মিলে অন্তত কুড়িজন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন উঠেছে এখান থেকে। বার্ষিক ক্রীড়া আয়োজনের অধিকারের কথা যদি বলেন, তাহলে এই স্কুলেরই রয়েছে।

প্রশ্ন হল, ধৃপগুড়ির এই স্কুল ও খেলার গ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কারা কী করলেন? সুভাষ চক্রবর্তীও কিছু করেননি, অরূপ বিশ্বাসও কিছু করছেন না। অথিচ এই স্কুলকে খেলায় রোল মডেল করতেই পারত রাজ্য সরকার। করেনি। হিমাশ্রী রায়, ভৈরবী রায়, অন্বেষা রায়প্রধানদের স্কুল থেকে

নিয়মিত নতুন প্রতিভা বেরোল না কেন? কালিম্পংকে ধরা যাক। সেখান থেকে উঠে এটাই চরম আক্ষেপের।

এসেছেন বীরবাহাদুর ছেত্রীর মতো অলিণি সোনাজয়ী হকি তারকা, ভরত ছেত্রীর মতো অলিম্পিক অধিনায়ক। রাজ্য কি চেষ্টা করেছে, সেখান থেকে আরও হকি খেলোয়াড় তুলে আনার? অথচ আমাদের দ্বিতীয় ক্রীডামন্ত্রী হিসেবে ছিলেন নামী ক্রীড়াবিদ-- লক্ষ্মীরতন শুক্লা এবং মনোজ তিওয়ারি। তাঁরা কী করলেন এতদিন পদে থেকে? কেন দেহ রাখল শিলিগুড়ির সেই সব স্কলের ক্রীড়া চেতনা, যেখান থেকে একদা অসংখ্য টিটি প্লেয়ার বেরোত?

আমরা বলে থাকি, সামনে কোনও আদর্শ রোল মডেল থাকলে, সেখান থেকে গর্ব করার মতো উত্তরসূরি পরপর উঠে আসবেই। দক্ষিণ ভারতে দাবা বিপ্লব তার শেষতম উদাহরণ। অতীতে দেখেছি শিলিগুড়ির টিটি বিপ্লব। ধূপগুড়ির গ্রামে জ্যোৎসা রায়প্রধানকে দেখে উঠে এসেছেন অনেক অ্যাথলিট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখে যেমন একটা সময় ভালো ক্রিকেটার উঠে এসেছিল কলকাতায়। শিকারপুরে রাগবি, গাজোলে তিরন্দাজি খেলাটা

বাছার জন্য নতুন আদর্শ পাওয়া যাচ্ছে যেমন। উত্তরবঙ্গে স্বপ্না বর্মন, ঋদ্ধিমান সাহা, হরিশংকর রায়, রিচা ঘোষ, হিমাশ্রী রায়কে দেখে তাঁদের এলাকার স্কুলগুলোতে কোনও বিপ্লব এল না তো? খেলাটা এখনও অধিকাংশ স্কুলে সপ্তাহে দু'দিনের জন্য। স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া শব্দটি আজও বঙ্গে বিদ্রুপ আর প্রহসনের প্রতীক হয়ে রয়ে গেল,

বাড়িতে ছুরিবিদ্ধ অভিনেতা সইফ

কোনও গাফিলতি নেই।' বুধবার রাত দুটোর পর পার্টি থেকে বাড়ি ফেরেন করিনা। হলঘরে ঢুকে তিনিই প্রথম দেখতে পান হামলাকারীকে। অচেনা ব্যক্তিকে দেখে চিৎকার করে ওঠেন তিনি। করিনার চিৎকার শুনে প্রথমে বেবিয়ে এসেছি*লে*ন এলিমা ফিলিপ্স ওরফে লিমা নামে এক পরিচারিকা। হলঘরের কাছেই তাঁর ঘর। হামলাকারীকে বাধা দিতে তিনিই প্রথম এগিয়ে যান। সেইসময়ে পুত্র তৈমুরকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে দ্রুত ভিতরের ঘরে পালিয়ে যান করিনা।

স্ত্রীর চিৎকার শুনে ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছেন সইফ নিজে। পরিচারিকার সঙ্গে অচেনা ব্যক্তির ধৃস্তাধস্তি হচ্ছে দেখে তিনি বাধা দিতে যান। সেই সময় ধারালো ছুরি বের করে তাঁকে এলোপাতাড়ি কৌপ মারে অভিযুক্ত। সইফ রক্তাক্ত হন। তারপরেই হামলাকারী বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

বৃহস্পতিবার পরিবারের তরফে সমাজমাধ্যমে লেখা হয়, 'গতকাল রাতে সইফ আলি খান এবং করিনা কাপুর খানের বাসায় চুরির চেষ্টা করা হয়েছিল। এই ঘটনার সময় সইফের হাতে আঘাত লাগে, যার জন্য তিনি বৰ্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পরিবারের অন্য সদস্যরা সম্পূর্ণ সুস্থ। আমরা গণমাধ্যম এবং অনুরাগীদের কাছে অনুরোধ করছি, দয়া করে ধৈর্য ধরে থাকুন এবং কোন গুজব ছড়াবেন না। কারণ, পুলিশ ইতিমধ্যে তদন্ত করছে। আপনাদের চিন্তা ও উদ্বেগের জন্য ধন্যবাদ। প্রয়োজনমতো আপডেট দেওয়া হবে।'

সইফের বাড়ির সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে হামলাকারীকে চিহ্নিত করেছে মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখা। কিন্তু এখনও তাকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। তার খোঁজ চলছে। সেই সঙ্গে পুলিশ পরিবারের লোকজনকেও জিজ্ঞাসাবাদ করছে। দু'ঘণ্টা আগে ঘটনার সিসিটিভিতে ^ কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দেখা যায়নি। পুলিশের অনুমান, আগে থেকেই ওই বাড়িতে ঢুকে বসেছিল অভিযুক্ত। কেউ কেউ বলছেন, সে সইফ–করিনার কনিষ্ঠ পত্র জেহ-র ঘরে লুকিয়েছিল। মূলত চুরির উদ্দেশ্যেই এই হামলা বলে মনে করা হচ্ছে।

পুলিশের সন্দেহ, বুধবার দুপুর দুটো নাগাদ পাশের বাড়ি থেকে সইফের বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল হামলাকারী। উদ্দেশ্য ছিল চুরি ও লুটপাট। ঘাপটি মেরে বসেছিল তাঁর পুত্রের ঘরে। হামলাকারী বাডির এক পরিচারিকার পরিচিত। তাঁকে জেরা করা হচ্ছে। কিন্তু ২টোর আগে অন্তত দু'ঘণ্টার সিসি ক্যামেরার ফটেজ খতিয়ে দেখেও সইফের বাড়িতে কাউকে ঢুকুতে দেখা যায়নি। ফলে দুষ্কৃতী বাড়িরই কেউ কি না সেই সন্দৈহ তৈরি হয়েছে। অন্তত ভিতরের কেউ গোটা ঘটনার সঙ্গে জড়িত। ইতিমধ্যে অভিনেতার বাডির তিন কর্মচারীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

মুম্বইয়ের হাসপাঁতালৈ চিকিৎসাধীন সইফ। অভিনেতার শরীর থেকে ছরির অংশ বের করা হয়েছে। স্নীয়ুর অস্ত্রোপচারও সফলভাবে শেষ হয়েছে। শেষ হয়েছে অভিনেতার 'কসমেটিক সাজারি। তাঁর শরীরে ছ'বার ছুরির আঘাত *লেগেছে*। কিছু আঘাত গুরুতর। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, সইফের মেরুদণ্ডের খুব কাছে একটি আঘাত রয়েছে। তবে আপাতত অভিনেতার অবস্থা স্থিতিশীল। হাসপাতালের চিকিৎসক নীরজ উত্তমানি জানান, 'ভোর সাড়ে ৩টে নাগাদ সইফকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। অভিনেতার শরীরে ছ'টি আঘাতের মধ্যে অন্তত দু'টি মারাত্মক। আঘাত রয়েছে শিরদাঁড়ার কাছেও। অস্ত্রোপচারের পর তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

হরিনাম কীর্তন

কুমারগঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি কুমারগঞ্জের কুলহরি বৈদ্যনাথে আট প্রহরব্যাপী হরিনাম কীর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। জেলা এবং বাইরের বিভিন্ন নামী দল হরিনাম করতে এসেছে বলে জানা গেছে। চল্লিশ কড়াই খিচুড়ি ভোগ যা কয়েক হাজার ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

পাঞ্জিপাড়ার জের, কোটে স্থাগত হাজিরা

অরিন্দম বাগ ও বিশ্বজিৎ সরকার

মালদা ও রায়গঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : বুধবার পাঞ্জিপাড়া এলাকায় দুই পুলিশকর্মীকে গুলি[`]করে বিচারাধীন বন্দি পালানোর ঘটনায় শোরগোল পড়েছে রাজ্যজুড়ে। সেই ঘটনার পর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। আর তার পরদিনই জেলখানা থেকে রায়গঞ্জ ও মালদা জেলা আদালতে সশরীরে আসামিদের পাঠানো হয়নি। শুধুমাত্র জরুরি ট্রায়ালের ক্ষেত্রে ভার্চুয়ালি প্রোডাকশন করা হয়েছে।

উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়া কালীবাড়ি এলাকায় পুলিশকর্মীদের ওপর গুলিকাণ্ডের জেরে ইতিমধ্যে শোরগোল পড়েছে রাজ্যজুড়ে। বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ জেলা আদালতে কোনও আসামিকে আনা হল না। এই ঘটনায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে পুলিশ।

রায়গঞ্জ জেলা আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবী তথা জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সাওন চৌধুরী বলেন, 'গতকালের ঘটনার জেরে এদিন রায়গঞ্জ জেলা আদালতে কোনও আসামিকে আনা হয়নি। তাদের ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভার্চুয়াল প্রোডাকশন হবে। সিকিউরিটি পারপাস এর কারণেই আজ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

পাশাপাশি মালদায় অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রসিকিউটর দেবজ্যোতি পালের বক্তব্য, 'জিআরও অফিসারের থেকে জানতে পারলাম, জেল থেকে কোনও আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়নি। গতকালের ঘটনার জেরে হয়তো জেল কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার কারণে আসামিদের পাঠায়নি। মালদা জেলায় আপাতত একটিই সংশোধনাগার রয়েছে।

চাঁচলের সংশোধনাগারের এখনও উদ্বোধন হয়নি। তবে এখানকার বেশ কিছু আসামিকে বালুরঘাট ও রায়গঞ্জের

জেলেও রাখা হয়। তাঁর সংযোজন, 'গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত ট্রায়াল রয়েছে আজ সেগুলি ভার্চুয়ালি করা হচ্ছে। আসামিদের ভার্চুয়ালি প্রোডাকশন করলে অনেকটা সুবিধেও হয়। রাজ্যজুড়ে এনিয়ে কাজ চলছে। তবে এখনও পুরোপুরি এটা করা সম্ভব হয়নি।



পুলিশের কোনও কর্মীর কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নয়, বরং ওই বন্দির কাছে থাকা আগ্নেয়াস্ত্র থেকেই ৩ রাউন্ড গুলি চালিয়েছে ওই বন্দি।

রাজেশকুমার যাদব, আইজি, উত্তরবঙ্গ

মালদা জেলা সংশোধনাগার সূত্রে জানা গিয়েছে, পুলিশ অফিস থেকে সংশোধনাগারে গাড়ি পাঠানো হয়। আজ সেই গাড়ি সংশোধনাগারে যায়নি।

অপরদিকে, মালদা জেলা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের দাবি, রায়গঞ্জের ঘটনার সঙ্গে এর কোনও যোগ নেই। আসামিদের ভার্ন্নালি আদালতে পেশ করলে অনেকটা সুবিধে হয়। গাড়ির পেট্রোল কিংবা ডিজেলের পাশাপাশি ম্যান পাওয়ারও বেঁচে যায়। দীর্ঘদিন ধরেই আস্তে আস্তে এই প্রক্রিয়া শুরু করা হচ্ছে। মাঝেমধ্যেই ভার্চুয়ালি আদালতে আসামিকে পেশ করা হয়ে থাকে।

উদ্বেগ আর আশঙ্কায় সাজ্জাকের আত্মীয়রা

করণদিঘি, ১৬ জানুয়ারি : করণদিঘির কুখ্যাত দুষ্কৃতীদের অন্যতম মূল পাঁভা সাজ্জাক আলম বুঁধবার পাঞ্জিপাড়ার কালীবাড়ি এলাকায় শুটআউট কাণ্ডে ফেরার। তাকে গ্রেপ্তার করতে জোর তৎপরতা শুরু করেছে রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ। বৃহস্পতিবার করণদিঘির ছোট শোহার গ্রামে পুলিশের টহলদারি দেখা যায়।

গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরা দফায় দফায় অভিযুক্ত সাজ্জাকের বৌদি সাহাজাদি ও সালমাকে অনেকক্ষণ ধরে জেরা করেন। সাজ্জাকের বড় বৌদি সাহাজাদি বলেন, 'ঘটনার কথা চাউর হতেই পুলিশ আমাদের বাড়িতে পৌঁছায়। আমার ও আমার সতীন সালমা খাতুনের মোবাইল নিয়ে যায়।'

ঘটনাটি জানতে বছর পাঁচেক আগে পিছিয়ে যেতে হয়। করণদিঘির খিকিরটোলার বাসিন্দা সুবেশ দাস। ২০১৯ সালের ৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন পোলট্রি দোকানে ঢুকে গুলি চালিয়ে সুবেশ দাসকে হত্যা করে দুষ্কৃতীরা। সেই মামলার শুনানি চলছিল। বুধবার রায়গঞ্জ জেল থেকে ইসলামপুর আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কুখ্যাত অপরাধী সাজ্জাককে। সেখান থেকে ফেরার পথে গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়া ইকরচলা কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় দুজন পুলিশকর্মীকে গুলি করে

সাজ্জাক ফেরার হওয়ার পরে খিকিরটোলার

সুবেশ দাসের পরিবারের সদস্যদের আতঙ্ক ছড়িয়েছে পুলিশ দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে তাঁর বাড়ি। সুবেশ দাস হত্যাকাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত সাজ্জাক আলম ফেরার হওয়ার পর যথেষ্ট আতঙ্কিত মৃত সুবেশের পরিবার। তাঁর স্ত্রী ভানু দাস ও পুত্র, কন্যাকে কড়া পুলিশি ঘেরাটোপে রাখা হয়েছে। সুবেশ দাসের ছেলে ভানু দাস বলেন, 'এতবড় ঘটনা যে ঘটাতে পারে, সে অনেককিছুই করতে পারে। এই অপরাধীকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে দুষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।' নিহত সুবেশ দাসের মামা মোহিনীমোহন দাসের কথায়, 'অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তি হোক। এলাকায় যাতে শান্তিশৃঙ্খলা

ত্রস্ত নিহতের পরিবার

বজায় থাকে। সাজ্জাকের বৌদি সালমা বলেন, 'সাজ্জাক করণদিঘির একটি খুনের মামলায় জেলে ছিল। সেইসঙ্গে জেলে রয়েছে আমার ছোট ননদ জামাই তফাজুল নাদিম।' সাজ্জাকের দুই স্ত্রী আফরোজা বিবি[°]ও মুস্তান

বিবি। আফরোজার বাড়ি বিহিনগরের কাছে বিহারে, মুস্তানের বাডি কিষানগঞ্জে। সাজ্জাকের প্রথম পক্ষের স্ত্রী আফরোজা ও তার ছেলে আমজাদকে পুলিশ আটক করেছে। জানালেন সাজ্জাকের বৌদি সাহাজাদি। ছোট সোহারের বাসিন্দা শেখ জালির বক্তব্য, 'সাজ্জাকরা চারভাই ছিলেন। যার মধ্যে দুই ভাই জেলে। তাদের দৌরাম্ম্যে গ্রামবাসীরা বিরক্ত।

স্যালাইন নিয়ে

থেকে জানানো হয়েছিল ওই স্যালাইন ব্যবহার করা উচিত নয়। তবে এই ঘটনা কয়েক মাস আগের হলেও রিংগার ল্যাকটেট নিয়ে সতর্কতা পাওয়া গিয়েছিল আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৫ সালের শুরুর দিকে কয়েকদিনের মধ্যেই সাত-আটজন প্রসূতির মৃত্যু হয়। ডাঃ উদয়ন মিত্র বাইরে থেকে স্যালাইন কিনে ব্যবহার করেন। এরকম কয়েকদিন চলার পর আবার সরকারি রিংগার ল্যাকটেট ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্ত তাতে একদিনে দুজন প্রসূতির মৃত্যু হয়। এরপরই তিনি চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানিয়েছিলেন। যদিও চিঠির বিষয়টি নিয়ে বর্তমান হাসপাতাল সপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডল কিছুই জানেন না বলে দাবি করেছেন। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'হাসপাতালে কয়েক মাস আগে থেকে রিংগার ল্যাকটেট ব্যবহার বন্ধ রয়েছে। আর দশ বছর আগের চিঠির কথা আমার জানা নেই।' তবে জেলা হাসপাতালের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সুপার ডাঃ মহম্মদ রেজাউল মিনহাজকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি চিঠির বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তাঁর কথায়, 'চিঠি পাওয়ার পর আমরা তদন্ত করেছিলাম। তবে তখন অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া যায়নি।' তিনি পুরো দোষ রিংগার ল্যাকটেটের ওপর দিতে নারাজ। তাঁর সংযোজন, 'রিংগার ল্যাকটেট শুধু প্রসূতিদের দেওয়া হয় এমনটা নুয়। অন্য রোগীদেরও দেওয়া হয়। সব ঘটনার বিভিন্ন দিক দেখা দরকার। একদিক দেখলে হয় না।' রিংগার ল্যাকটেট নিয়ে মুখ খোলায় ডাঃ উদয়ন মিত্রকে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে শোকজ করা হয়। ২০১৫ সালের জুন মাসে ওই চিঠি দেওয়ার পর ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে উদয়নকে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে শোকজ করে বলা হয় তিনি লেবার রুমের প্রোটোকল ভাঙছেন। উদয়ন শোকজের পালটা জবাবও দিয়েছিলেন। এরপর তাঁকে মালদায় বদলি করা হয়। তবে তিনি সেই সময় চাকরি ছেডে দেন।

চারগুণ গুলি চালাব

সাজা শেষে তাকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়। ২০১৯ সালে খুনের মামলায় সাজ্জাকও জেলে ছিল। সেই সময় আবদুলের সঙ্গে তার সখ্য তৈরি হয় বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও সাজ্জাক ও আবদুল ফেরার থাকায় পুলিশের কালঘাম ছুটেছে। মুখতার বলছেন, 'আবদুল গোয়ালপোখরে বিয়ে করেছিল। ২০১৯ সালের ৩ অক্টোবর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ওই মামলায় সে দোষী প্রমাণিত হয়। বিচারক তার তিন বছরের সাজা ঘোষণা করেন। সাজা শেষ হলে তাকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়। গতকাল আবদলকে আদালত চত্বরে দেখা গিয়েছিল।'

প্রশ্ন উঠেছে, যদি পুশব্যাকই করা হয়ে থাকে, তাহলে আবদুল কীভাবে আবার এপারে এল? তার 'অনুপ্রবেশ' নিয়ে কেন কোনও তথ্য থাকল না গোয়েন্দাদের কাছে? আশ্চর্যের বিষয় খোদ আইজি বলছেন, আদালতেই অস্ত্র হাতবদল হয়েছিল। একজন বিচারাধীন বন্দির কাছে অস্ত্র পৌঁছে দেওয়া কি তাহলে এতই সহজ? যদিও পুলিশের কোনও কতাই এনিয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না। আদালতের কর্মী ও আইনজীবীদের একাংশের মতে. কোর্ট লক আপে আসামি আনা হলে পরিচিতদের সঙ্গে দেখা করার অলিখিত রেওয়াজ দীর্ঘদিনের। ফলে সেই সুযোগ নিয়েই সম্ভবত আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল। পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ি থেকে রওনা দেওয়ার সময় ডিজি বলেন, 'পুলিশের উপর গুলি চালানো আমরা ভালো চোখে দেখছি না। এর সমুচিত জবাব দেওয়া হবে।'

শিলিগুড়ির বৈঠকে অবশ্য জোরদার তল্লাশির পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকায় বাইরে থেকে কারা এসে থাকছেন, কারা যাচ্ছেন, সে সংক্রান্ত নিয়মিত রিপোর্ট তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন ডিজি। এক্ষেত্রে হোটেল, ভাডাবাডির ওপর বিশেষ নজরদারির কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি দাগি আসামিদের ধরার ব্যাপারেও কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। (তথ্য সহায়তা : শুভজিৎ চৌধুরী)

বিষহরি গানে অষ্টনাগপুজো

বালুরঘাট, ১৬ জানুয়ারি প্রায় ১৫টি গ্রামের বাসিন্দারা মিলে বালুরঘাটের বাদামাইলে করে আসছেন অষ্টনাগপুজো। প্রায় ১৪ বছর আগে থেকে এই পুজো হয়ে আসছে বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড পঞ্চায়েতের^ন বাদামাইল গ্রামে। সোমবার রাতে অষ্টনাগ মায়ের পুজো ও সারারাত ব্যাপী বিষহরি গান চলেছে। পুজো উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার বাদামাইলের আটনাগ মাঠে বিরাট মেলা আয়োজিত হয়েছে। এই মেলা আগামী তিনদিন চলবে।

বালুরঘাট শহর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে বাদামাইল গ্রাম। সেখানে থেকে ২ কিলোমিটার ভেতরে মাঠের মাঝখানে একটি প্রাচীন বটগাছ। তার পাশের পুকুর পাড়ে অষ্টনাগ মায়ের মন্দির। যেখানে এখন অষ্টনাগ মায়ের পুজোর পাশাপাশি সারা রাতব্যাপী বিষহরি গানে মেতে আছেন গ্রামবাসী। ১৪১৪ বঙ্গাব্দে এই মায়ের মন্দির স্থাপিত হয়। বাদামাইল সহ পণ্ডিতপুর, তিওড়, সাহাপুর, বিনশিরা, নারায়ণপুর, শোলাকুড়ি, পূর্ব হরিহরপুর, জোতগাড়ি, হরিপুর, জোত তিওড়, চকমিঠন ও চকমাধব এলাকার মানুষের জমিতে চাষ আবাদের মাধ্যমে এই পুজো হয়। এই পুজোতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা এসে জমায়ৈত হন।মন্দির ও পুজো কমিটির তরফে পুজোতে সকল ভক্তকে খিচুড়ি ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। আগামীকাল অস্টনাগ মায়ের বিসর্জন হবে। অষ্টনাগ মায়ের মূল প্রতিমার সঙ্গে একাধিক ছোট ছোট মানত প্রতিমা থাকে এই পুজোতে।

স্থানীয় উদ্যোক্তা মিন্টু পাল বলেন, 'প্রথম থেকে এই পুজো চাষবাসের জমির উপরেই হয়ে আসছে। তিনদিনের মেলায় জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ আসেন। আশেপাশের প্রচুর গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে এই পুজোয় শামিল হই।'





বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন

OLAIJ SEL

বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান

আজ সন্ধে ৬টা

উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে

www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

বইপোকা...



মেলার ভিড়ে বইয়ে মগ্ন। বৃহস্পতিবার মালদায়। - অরিন্দম বাগ

ব্যালকনিতে সফলতার কা



প্রতিকূলতার অভিজ্ঞতা শোনাচ্ছেন অতিরিক্ত জেলা শাসক। - স্বরূপ সাহা

অল্প

উপস্থিত

পড়াশোনা

জেলা

মাবাঠি

ছিলেন

মহারাষ্ট্রের ছেলে আনসার

বয়সে ইন্ডিয়ান সিভিল

প্রতিযোগী

ভাষায

শাসক

উত্তরণের দূর্গম পথের বর্ণনা করেন।

যাতে আইএস বা ডব্লিউবিসিএস

পবীক্ষাব প্রস্তুতি নেওয়া ছাত্রছাত্রীবা

যেন হতাশ না হন। তাঁর পরামর্শ,

প্রয়োজনে প্রতিযোগীদের প্ল্যান বি

রেডি করে রাখতে হবে। প্রায় ১৩

লক্ষ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে

থাকেন। তাদের মধ্যে ইউপিএসসি

প্রশ্নের উত্তর দেন দুই আইএএস।

জেলা গ্রন্থাগার থেকে সম্প্রতি

তিনজন পড়াশোনা করে বিভিন্ন

দপ্তরে চাকরি পেয়েছেন। এদের

এদিন সংবর্ধিত করা হয়। এখানে

পডাশোনা করে যে পাঁচজন

সর্বভারতীয় সিভিল সার্ভিসের

মেইন্স পরীক্ষায় সুযোগ পেয়েছেন

উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন

তে মাত্র ১৮০ জনকে নেওয়া হয়।

ডব্লিউবিসিএস আধিকারিক।

হতে পেরেছেন তা

ছাত্রছাত্রীদের জানান।

সিভিল সার্ভিসের তার

প্রকাশ মিশ্র

মালদা, ১৬ জানুয়ারি : অঙ্ক, ইংরেজিতে দূর্বল ছিলেন। সে কথা অকপটে স্বীকার করে নেন। বাড়িতে প্রতিকূলতার মধ্যে কীভাবে এই বাবা ও দাদার সামান্য রোজগারে বাইরে গিয়ে পড়াশোনার পর শেষ সার্ভিসে ১৮০ জনের মধ্যে একজন পর্যন্ত সাফল্যের সমস্ত সিঁড়ি পার করতে পেরেছিলেন।

কীভাবে হল এই অভাবনীয় ঘটনা তা বৃহস্পতিবার উপস্থিত শ্রোতাদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন মালদার সদ্য নিযুক্ত অতিরিক্ত জেলা শাসক শেখ আনসার আহমেদ মালদা বইমেলায় এক আলোচনা সভায়। উপস্থিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরেন নিজের হার না মানা লড়াইয়ের কাহিনী। যাতে তারা হতাশ হয়ে না পড়েন। সিভিল সার্ভিসের প্রস্তুতি সংক্রান্ত ওই আলোচনায় সবাব নজব কাডলেন মাত্র ১১ বছর বয়সে সর্বভারতীয় সিভিল সার্ভিসে সফল দেশের এই সর্বকনিষ্ঠ

বইমেলায় বিকেলের ব্যালকনি মঞ্চে 'লক্ষ্য যখন সিভিল সার্ভিস' শীর্ষক আলোচনায় তাদেব অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার জন্য আলোচক হিসেবে হাজির ছিলেন দই আইএএস জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া এবং অতিরিক্ত জেলা তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন শাসক শেখ আনসার আহমেদ। জেলা শাসক।

আইএএস।

আমার বইমেলা যেন বেদনার

জীবনকুমার সরকার



বইমেলার ঘনিয়ে এলেই মনে বাঙালির আর একটা উৎসব এসে গেল। মননে-

চিন্তনে এমন এক শিহরণ জাগে. যা প্রকাশের কোনও ভাষাই আমার জানা নেই। বন্যার জলের মতো থইথই করে মনটা। এই শীতের মরশুমে যে কোনও প্রান্তের বইমেলাই আমাকে সীমাহীনভাবে টানে। তারপর আমাদের মালদা জেলা বইমেলা শুরু হলে তো আর কথাই নেই। তার আবেগ ভেতরে

ভেতরে অন্যভাবে সঞ্চাবিত হয়। বিশেষ করে লিটল ম্যাগাজিনের টানে।

নব্বইয়ের দশকের

থেকে মালদা জেলা মাঝামাঝি বইমেলার রূপ, স্বাদ, গন্ধ বয়ে বেরাচ্ছি। মালদা জেলা বইমেলা শুরু হলে একদিনও মেলার মাঠে না গিয়ে থাকতে পারতাম না। ওই অভ্যাসটা আজও আমাকে নেশার মতো ঘিরে আছে। শব্দ আর নৈঃশব্দ মিলিয়ে এক দুরন্ত অভিব্যক্তি ঘিরে থাকত প্রথমদিকের মালদা জেলা বইমেলার দিনগুলো। বিশেষ করে লিটল ম্যাগাজিনের জন্য এক দুর্নিবার টান অনুভব করতাম। আমার দেখা আমাদের জেলা বইমেলায় আগে লিটল ম্যাগাজিনের জন্য যে পরিসর থাকত মেলা চত্বরে, তার একটা স্বতম্ব্র চেহারা ছিল। একটা আলাদা মর্যাদা ছিল। তখন লিটল ম্যাগাজিনের জন্য আজকের মতো

মেলার মাঠের মাঝখানে কোথাও গোল করে সাজানো গোছানো থাকত লিটল ম্যাগাজিন চত্বর। তার সঙ্গে থাকত ছোট করে একটি মঞ্চ। ওই অল্প পরিসরে জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নবীন-প্রবীণ কবি, লেখক, সম্পাদকরা এসে ভরিয়ে তলতেন লিটল ম্যাগাজিন চত্বর। সন্ধে হলে একেবারে গমগম করত জায়গা। বহুরৈখিক ছিল তার পথ আর চেহারা।

আজ মালদা জেলা বইমেলা

কলেবরে অনেক বড হয়েছে।

জৌলুস বেড়েছে। লোক সমাগম দিনের পর দিন বাডছে। তার ফুলছে। রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম বইমেলার ম্যাদা নিয়ে আমার মালদা জেলা বইমেলা মাথা উঁচু করে হাঁটছে। কিন্তু আমাদের লিটল ম্যাগাজিনের সেই নান্দনিক সৌন্দর্য আর বহুমাত্রিক সুজনী উদ্যোগ হারিয়ে গিয়েছে মেলার মাঠ থেকে। এ বড় সাংঘাতিক কষ্ট! আসলে আমাদের তো জন্মই হয়েছে লিটল ম্যাগাজিনের গর্ভ থেকে, তাই বইমেলায় লিটল ম্যাগাজিনের টেবিল বিশেষ না থাকায় আমরা রুগ্ন হয়ে পডছি মাতহারা সন্তানের মতোই। কী করুণ অবস্থা দেখুন, এবার লিটল ম্যাগাজিন ও কবিমঞ্চের সামনে মাত্র দুটো লিটল ম্যাগাজিনের টেবিল রয়েছে। দটোই আবার এসেছে কলকাতা থেকে। মালদা জেলার একটিও অংশগ্রহণ করেনি। আর আগে আমরা জেলার সম্পাদকরা জায়গা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতাম। কত ধরনের লেখা নিয়ে পত্রিকার জন্ম দিতেন সম্পাদকেরা একটার পর একটা ম্যাগাজিন। বিক্রিও হত খুব। সেসব আজ শুধুই স্মৃতি। সময়ের কুহকতা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে যেন, যা সাহিত্যে চর্চার জন্য ভালো লক্ষণ নয়।

(লেখক - কবি, প্রাবন্ধিক,

দমকল কেন্দ্রের শৌচাগারের জল উপচে বাজারে

রায়গঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : রায়গঞ্জ কেন্দ্রের শৌচাগার ও মলট্যাংক। দমকল কেন্দ্র ঘেঁষে কলেজপাডা বাজার। রায়গঞ্জের বাজারগুলিতে ঢুকে পড়ছে নোংরা জল। ফলে সমস্যায় পড়ছেন ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা। সমস্যা সুরাহার জন্য ১০ দিন আগে কলেজপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির তরফে দমকলকেন্দ্রে লিখিত আকারে সমস্যার বিষয়টি জানানো হয়। পরিস্থিতি বদলায়নি। অথচ সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। বুধবার দুপুরে ব্যবসায়ীরা জোটবদ্ধভাবে আবার সমস্যা সমাধানের জন্য আবেদন জানান।

তাঁদের হুঁশিয়ারি, এরপর সমাধান না হলে বাজার ও দোকান বন্ধ করে দেব। কলেজপাড়া বাজারে প্রায় ১০০ স্থায়ী দোকান আছে। এছাড়া প্রতিদিন সকালে সবজি ও মাছবাজার বসে। দমকলকেন্দ্রের শৌচাগারের জল বাজারে প্রতিদিন

রায়গঞ্জ

চলে আসে। ফলে দোকান বন্ধ করে চলে যেতে হয় ব্যবসায়ীদের। ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি

অমিত করের ক্ষোভ, '২৫-৩০ বছর আগে তৈরি শৌচাগারগুলি ও মলট্যাংকগুলি সংস্কার না করায় নোংরা জল বাজারে ঢুকে পড়ছে। দুর্গন্ধে থাকা যাচ্ছে না। মূল বিল্ডিংয়ের অবস্থা বেহাল। যে কোনওসময় ভেঙে পড়তে পারে। আমাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল সাময়িক সংস্কার করবে, তাও করা হয়নি। আজও সেই আশ্বাস দিল। এরপর যদি সংস্কার না হয় আমরা বাজাব বন্ধ বাখতে বাধ্য হব।

বাজার কমিটির তালুকদারের 'ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা এমনিতেই ভালো নেই। তারপর যদি দোকান আমরা খুলতে না পারি, তবে ব্যবসায়ীদের অবস্থা কোন জায়গায় গিয়ে ঠেকবেং আমরা আজ দ্বিতীয়বার জানালাম। আন্দোলনে যাব।

রায়গঞ্জ দমকল কেন্দ্রের ডিভিশনাল অফিসার শিবানন্দ বর্মন বলেন, 'আমি খোঁজখবর নিয়ে দেখছি। আমি ছিলাম কেউ কিছু বলেননি। তবে বিল্ডিং সংস্কারের জন্য টাকা বরাদ্দ হয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।'



রায়গঞ্জের কলেজপাডার পরম মণ্ডল (৫) ছোটবেলা থেকেই দৌড এবং যোগব্যায়ামের প্রতি ভীষণ আগ্রহী। ইতিমধ্যে তার ঝুলিতে রয়েছে একার্ধিক পুরস্কার।

দুঃস্থদের জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

বেছে শীতবস্ত্র নিয়ে যাওয়ার সুযোগ

রাস্তার পাশে রয়েছে জামা, প্যান্ট সোয়েটার, জ্যাকেট থেকে শুরু করে একাধিক পোশাক। লেখা রয়েছে - 'যার যেটা প্রয়োজন নিয়ে যান।' 'আপনার বাড়ির অতিরিক্ত জামাকাপড় এখানে রেখে যান। পথচলতি মানুষ বিষয়টি দেখে থমকে দাঁড়াচ্ছেন। বহু গরিব মানুষ সেখান থেকে বাছাই করে প্রয়োজন মতো জামাকাপড় নিয়ে যাচ্ছেন। আবার অনেকেই সেখানে বাড়ির পুরোনো জামাকাপড় রেখে যাচ্ছেন। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত জামাকাপড় দেওয়া-নেওয়া চলে সেখানে। বালুরঘাট শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর চকভবানী এলাকার মূল রাস্তা দিয়ে যেতেই এমনই মানবিক ছবির দেখা মিলছে। মন ভালো করা এই দৃশ্য দেখে হাসিমুখে বাড়ি ফিরছেন এখন

লেনদেনের এই কর্মসূচি প্রথম কীভাবে শুরু হয়েছে তাওঁ অজানা। মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় বিতরণের কর্মসূচি দেখা

শহরবাসী।



পুরোনো পোশাকের সংগ্রহশালা।

পোশাক তুলে দেন। এখানে কোনও উদ্যোক্তার দেখা পাওয়া যায় না। কার্যত উদ্যোক্তারা পর্দার আড়ালে থেকেই এমন কর্মকাণ্ড চালিয়ে

বাসিন্দাদের মতে, প্রথমে একটি কাপড়ের মধ্যে অনেক পুরোনো জামাকাপড় রাখা ছিল। পেছনে ব্যানার দিয়ে যার যেটা প্রয়োজন নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। সেটি দেখেই প্রচুর দুঃস্থ মানুষ পছন্দমতো জামাকাপড় নিয়ে যাচ্ছেন। আবার অনেকেই এখানে জামাকাপড়ের চাহিদা দেখে বাড়ির অতিরিক্ত জামাকাপড় রেখে যাচ্ছেন। কেউ নিজের জন্য আবার কেউ বাড়ির বয়স্ক মানুষ বা বাচ্চাদের জন্য এখান থেকে জামাকাপড় সংগ্রহ করছেন। প্রচারসর্বস্ব যুগে যেখানে প্রচারের আলোতে আসতে সকলে উদগ্রীব। ঠিক সেইখানে যায়। যেখানে অনুষ্ঠান আয়োজন উদ্যোক্তাদের সেখানে দেখা না করে উদ্যোক্তারা দুঃস্থদের হাতে পাওয়ায় অবাক সকলেই। আবার



রাস্তা দিয়ে মালবোঝাই ভ্যান নিয়ে যাচ্ছিলাম। এভাবে শীতের মোটা কাপড় পেয়ে যাব ভাবিনি। হাটে এমন পুরোনো জামাকাপড় কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে বিনামূল্যে নাতনির জন্য একটি সোয়েটার পেয়েছি।

সুনীল রবিদাস ভ্যানচালক, বালুরঘাট

এই কারণেই আড়ালে থেকেও প্রশংসা কুড়োচ্ছেন উদ্যোক্তারা।

আরেকজন রিকশাচালক বিজয় হাঁসদা বলেন, 'অনেকদিন ধরে একটা প্যান্টের দরকার ছিল। কাল একটা প্যান্ট পেয়ে আশা করছি বাকি শীতটুকু কেটে যাবে।'

বাসিন্দা সরকারের মতে, 'এখন অনেক জায়গায় দান করতে দেখা যায়। কিন্তু তার সঙ্গে ছবি তোলারও বহর থাকে। এখানে দাতা ও গ্রহীতার সাক্ষাৎ হচ্ছে না। পুরোনো জামাকাপড় পেয়ে দুঃস্থদের মুখের হাসি ভোলার নয়। এমন উদ্যোগকে কুর্নিশ জানাই।'

স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার নীতা বলেন, 'স্থানীয় বাসিন্দাদের এই মানবিক উদ্যোগকে কর্নিশ জানাই। তারা দুঃস্থদের পাশে দাঁড়াতে যেভাবে এগিয়ে এসেছেন তা প্রশংসার দাবি রাখে। আমি তাদের পাশে আছি।



আদরের এক গাল। বৃহস্পতিবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

একই ওয়ার্ডের

বালুরঘাট, ১৬ জানুয়ারি

রাতের অন্ধকার ও বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে এক ওয়ার্ডের দটি বাড়িতে পরপর চুরির ঘটনা ঘটল। বালুরঘাট পুরসভার চকভৃগু এলাকার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বটতলা ও বগুড়াপাড়ায় চুরির ঘটনা জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়াল। বুধবার রাতে দুটো বাড়িতেই কেউ ছিল না। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে দুষ্কৃতীরা। নগদ টাকা ও সোনার গ্রনা এবং অন্য দামি আসবাবপত্র চুরি গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টি পরিবারের নজরে আসলেই খবর দেওয়া হয় বালুরঘাট থানায়। পুলিশ এসে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু

গিয়েছে, ১৪ নম্বর জানা ওয়ার্ডের বাসিন্দা মায়া সরকার ঘোষ। বেশ কিছুদিন ধরে বাড়িতে কাজ চলছিল। গতকাল রাতে তিনি বাড়িতে ছিলেন না। মিস্ত্রিদের মজুরি দেওয়ার কথা ছিল বৃহস্পতিবার। সেইমতো গতকাল প্রায় এক লক্ষ টাকা ঘরে এনে রাখেন তিনি। আজ সকালে কাজ করতে আসা কর্মীরা এসে দেখেন ঘরের দরজা ভাঙা। খবর পেয়ে ছুটে আসেন মায়াদেবীও। তিনি এসে দেখেন ঘরের আলমারি ও শোকেস ভাঙা। বিষয়টি নজরে আসতেই বুঝতে পারেন চরি হয়েছে। নগদ টাকার পাশাপাশি কিছু সোনার

গয়না এবং অন্য সামগ্রী নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। পাশাপাশি ওই এলাকার অপর বাসিন্দা মানিক দাস। পেশায় মাংসের দোকানের শ্রমিক। তার বাড়িতেও চুরি ঘটনা ঘটেছে। মাস দুয়েক আগে তাঁর বিয়ে হয়েছে। গতকাল তাঁরা বাড়িতে ছিলেন না। আজ প্রতিবেশীরা দেখেন বাড়ির দরজা ভাঙা। এরপর খবর দেওয়া হয় মানিককে। এসে দেখেন বিয়ের সোনা ও অন্য সামগ্রী সব খোয়া গেছে।

দুটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বালুরঘাট শহরে। সব মিলিয়ে প্রায় ৪-৫ লাখ টাকার জিনিস চুরি গেছে। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন ডিএসপি

ফাঁকা বাড়ি থাকার সুযোগে দুষ্কৃতী হানা

হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ।

এবিষয়ে মায়া সরকার ঘোষ বলেন, 'আমার বাডিতে কাজ চলার কারণে রাত করে অন্যের বাড়িতে থাকি। গতকালও ছিলাম না বাড়িতে। সকালে দেখি টাকা ও সোনার গয়না চরি হয়েছে।'

এবিষয়ে মানিক দাসের স্ত্রী জয়া মালি বলেন, 'আমার দুই মাস হল বিয়ে হয়েছে। আমার সমস্ত সোনার গয়না শৃশুরবাড়িতে রেখেই বাপের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেই সুযোগেই দুষ্কৃতীরা বাড়িতে চুরি করেছে।[°]

শিক্ষক নিয়োগের দাবি ডিআই'কে

বালুরঘাট, ১৬ জানুয়ারি : মিডিয়ায় সাঁওতালি পঠনপাঠনের উন্নতির দাবিতে ফের জেলা স্কল পরিদর্শকের (প্রাথমিক) দারস্থ ইলেন আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচির পর আদিবাসী সেঞ্চেল অভিযানের তরফে ডিআইকে তিন দফা দাবিসংবলিত দাবিপত্র তুলে দেওয়া হয়। এদিনের এই কর্মসচিকে ঘিরে কোনওরক্ম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য পুলিশ মোতায়েন ছিল ডিআই অফিস চত্বরে।

আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের জেলা সভাপতি পরিমল মার্ডি 'সাঁওতালি মিডিযাম বলেন বিদ্যালয়গুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। বিদ্যালয়ে পাশাপাশি এইসব শিক্ষার পরিকাঠামো সুনিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও সাঁওতালি মিডিয়ামে পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বই বিতরণ করতে হবে এবং প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে। এইসব একাধিক দাবিতে আজ আমরা ডিআইয়ের দারস্থ হয়েছি। আমাদের দাবি পূরণ না হলে আগামীদিনে আমরা আরও বড় আন্দোলনে নামব। গত সপ্তাহেও আমরা একই দাবিতে ডিআইকে ডেপুটেশন দিয়েছিলাম। আজ আবার ডেপুটেশন দিলাম।'

বিজ্ঞপ্তি

জ্ঞাত করা

সর্বসাধারণকে

যাইতেছে যে আমার মঞ্চেল সরকার পিতা- সদানন্দ সরকার সাং বিবেকানন্দপল্লী, বালুরঘাট এ.ডি.এস আর রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ১০০ নং কবলা দলিলে ১১৫ নং নোকস মৌজায় ৭৪ নং দুাগে, ৭৮২ নং খতিয়ানে or শতক সম্পত্তি ক্রয় কবেন। বি এল অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছেন, যাহার কেস্ নং- MN/2025/1701/772, বাল্রঘা এ.ডি.এস. আর রেজিষ্ট্রি অফিসে ৪নং বহির ১৩নং আমমোক্তার দলিল দাতা শ্রীযুক্ত কল্যানী ঘোষ স্বামী-স্বৰ্গীয় বিমান কুমাৰ ঘোষ সাং- বৈদ্যনাথপাড়া থানা-বালুরঘাট জেলা-দঃ দিনাজপুর ও আমমোক্তার গ্রহীতা- জয়ন্ত ঘোষ পিতা- স্বর্গীয় বিমান কুমার ঘোষ সাং- বৈদ্যনাথপাড়া থানা বালুরঘাট, জেলা-দঃ দিনাজপুর। যদি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলে মালিকু পক্ষের বা অন্য কাহারো কোন আপত্তি থাকে বিজ্ঞপ্তির সাত দিনের মধ্যে এই নম্বরে ৮৯০৬১১০১৬৬ যোগাযোগ করুন।

বশেষভাবে সক্ষমদের জন্য প্রশাসনের উদ্যোগ

এতবড় মঞ্চ হত না। সাধারণত,

ফেলতেও হয়েছে তাঁকে। তারপর থেকেই শুধু বাম পায়ে ভর দিয়েই চলাচল করেন তিনি। বৃহস্পতিবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তেটিক পা নিয়ে ফিরলেন আনন্দ।

কারও পা নেই, কারও বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিশেষভাবে সক্ষমদের তারপরে ঘণ্টাখানেকের অপেক্ষা।

কৃত্রিম হাত-পা প্রদান করা হল। ১৯৯৭ সালে দুর্ঘটনায় জান পা এদিন বালুরঘাটের কিষান মান্ডিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল পরানপুরের একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ডাক্তারদের বাসিন্দা আনন্দ মহন্তের। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে কৃত্রিম হাত-পা দেওয়া জায়গায় সেই পায়ের কর্মক্ষমতা ফিরে হয়। জয়পুরের একটি সংস্থার পেতে দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান সব জায়গায় পা কেটে ফেলার কথা হয়। পাশাপাশি, বালুরঘাট ব্লকের বলা হয়। হাঁটুর নীচ থেকে পা কেটে শতাধিক মানুষকে ট্রাইসাইকেল দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও ওয়াকার, হুইলচেয়ার, হিয়ারিং এইড সহ একাধিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী তলে কিষাণ মান্ডিতে পায়ের মাপ দেওয়ার দেওয়া হয়েছে। জেলার প্রায় ২০০০ জন এই সুবিধা পাবেন বলে জেলা শাসক জানান।

সিলিকন জাতীয় মূলত, দুর্ঘটনায় হাত কাটা গিয়েছে। তাঁদের সরঞ্জাম দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি জীবনযাত্রা কিছুটা স্বাভাবিক করতেই এই লিম্বস। প্রথমে হাত ও পায়ের নির্দিষ্ট নিয়মে মাপ নেওয়া হয়েছে।



তার মতো একাধিক দিব্যাঙ্গ হাত-পা তপন, গঙ্গারামপুর ও কৃশমণ্ডি ব্লক পেয়ে উচ্ছ্বসিত। আগামীতে জেলার এই তালিকায় রয়ৈছে। বালুরঘাটের একাধিক ব্লকে এই কর্মসূচি চলবে। কিষান মান্ডিতে আগামী শনিবার

চালিয়ে প্রাথমিকভাবে ১৭০০ জনের নাম উঠে এসেছিল। জেলার চারটি ব্লকে বিনামূল্যে দিব্যাঙ্গদের প্রস্থেটিক্স সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম দেওয়া হবে। আশা করছি প্রায় দুই হাজার জন এর ফলে উপকৃত হবেন। জয়পুরের সংস্থাটি তাদের বিশেষজ্ঞ দল নিয়ে এসেছিলেন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন

জায়গায় এর আগে এটি হয়েছে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা

শাসক বিজিন কৃষ্ণা জানান,

'পঞ্চায়েত ও পুরসভা স্তরে স্ক্রিনিং

এবার আমাদের জেলায় হল। দুর্ঘটনায় এক পা খোয়া যাওয়া আনন্দ মহন্ত জানান, 'এক পায়ে নিত্যদিনের কাজে সমস্যা হত। এদিন প্রস্তেটিক পা পেয়ে দুই পায়ে ভর मि**र**य़ दंरिं ছि।'

427



र्यना कि পोर्यक वाज्य

সোহেল ইসলাম বইমেলার প্রতি নতুন প্রজন্মের আগ্রহ নিয়ে প্রায়ই কথা ওঠে, প্রশ্ন ওঠে- নতুন প্রজন্ম কি বইয়ের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে? আমার

কিন্তু মনে হয় না, তারা আগ্রহ হারিয়েছে। বরং বলা যায়, পছন্দ পালটেছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সামাজিক বিষয়, আত্ম-উন্নয়নমূলক বই এমনকি মোটিভেশনাল বইয়ের প্রতি নতুন প্রজন্মের আগ্রহ বেড়েছে। আমরা যারা ৯০ কিংবা তারও আগের দশকের, তারা গল্প শুনে বড হয়েছি। নতুন প্রজন্ম হাতে মোবাইল নিয়ে স্ক্রল করতে করতে ডিজাইন, আর্কিটেকচার, ফ্যাশন, থ্রি ডি ভিজ্যুয়ালাইজেশনের মধ্যে বড় হচ্ছে। যুক্তি ও দক্ষতার দিক দিয়ে একটা পরিবর্তন তো

আর হ্যাঁ, ডিজিটাল বিশ্বে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্ম বইমেলাকে ঘোরার জায়গা হিসেবেও দেখছে. এটাও সত্যি। এর কারণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেলফি জোন, নতুন নতুন মুখ ও খাবারের সঙ্গে পরিচয়ের আগ্রহ নতুন প্রজন্মকে বইমেলামুখো করছে এও কিন্তু সত্যি। তবে যে অংশটা বইমেল বিমুখ, তাদের জন্য আমরা একটা উদ্যোগ নিতেই পারি। নিজে পড়ার পাশাপাশি তাদেরও পড়ানোর অভ্যেসে জড়ে নিতে পারি। হাতে নতুন বই তুলে দিতে পারি ও বই উপহার দেওয়া শুরু করতে পারি। সেটা যদি নিজের বাড়ি থেকে শুরু করি, সবচেয়ে ভালো হয়।

> জনরঞ্জন দাস গ্রন্থাগারিক, হেমতাবাদ

ডিজিটাল যুগে বইয়ের কদর যে কমৈছে, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন ছোটবড় সকলের হাতেই মোবাইল। কাগজের

পাতার বইয়ের গন্ধ আর মনে মাখে কজন? বড়দের পাশাপাশি ছোটোরাও এখন বইবিমুখ। এদিকে রাজ্যের আর্থিক সাহায্যে প্রতি বছর জেলায় জেলায় বইমেলা হচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন বইমেলা পাঠকের মনে অন্য মাত্রা আনত নিঃসন্দেহে। কিন্তু এখন দেখা যায়, নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বই পড়া বা কেনার চেয়ে নানা ঢংয়ে সেলফি তোলাতেই বেশি বাস্ত। বন্ধবান্ধব নিয়ে হৈ-হুল্লোড় আর খাওয়াদাওয়া যেন বইমেলার অঙ্গ হয়ে গেছে। আবার দুই একটি বই কিনেই দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে ফেসবকে দেওয়া এখনকার ফ্যাশন। নতুন প্রজন্ম যাতে বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তার জন্য থাকে মেলাপ্রাঙ্গণে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেখানেও নাচ, গান, আবৃত্তিতে মশগুল থাকে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা।

শত আঁধারের পাশেও যখন দেখি যে মা-বাবার সঙ্গে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসে বইয়ের দোকানে ভিড় করছে এবং বই কিনছে, তাতে আশার আলো জাগে। সাধারণ গ্রন্থাগার যেহেতু জেলা বইমেলার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকে সেই স্বাদে এবং গ্রন্থাগারিক পেশায় যুক্ত থেকে এটুকু বলতে পারি যে এসময় বইমেলায় গল্প ও উপন্যাসের বই কেনার প্রবণতা কমে গেছে। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা চটজলদি জীবিকা খঁজতেই ব্যস্ত। তারা কম্পিটিশনের যুগে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়তে বই না পড়ে মোবাইল এবং ইন্টারনেটের সাহায্যে কম সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতেই অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি এটাও তো সত্যি বইয়ের বিকল্প নেই। বইপড়া যে মানসিক প্রক্রিয়াকে সক্রিয় রাখে, তা নতুন প্রজন্মকে আরও বেশি করে বোঝানো প্রয়োজন। বই পড়লে মস্তিষ্ক চিন্তার খোরাক পায় আর বাড়ে সুজনশীলতা। তথ্য ধরে রাখার ক্ষমতাও কিন্তু বই পড়ার অভ্যাসের মধ্যে দিয়েই গড়ে ওঠে।

টলস্টয় একসময় বলেছিলেন জীবনে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন বই, বই এবং বই। যতরকম যুক্তিই খাড়া করি না কেন, বছর বছর বইমেলা হলৈও নতুন প্ৰজন্ম থেকে তেমন সংখ্যায় পাঠক তৈরি হচ্ছে না। এ দায় কিন্তু আমাদের সবার।



নতুন বইয়ের পাতার গন্ধ

নাকৈ না গেলে যেন বইমেলার সার্থকতা বোঝা যায় না। এবারের উত্তর দিনাজপু<mark>র</mark>

কেনার সচক যথেষ্ট ভালো ছিল। শুনেছি, এবছর কালিয়াগঞ্জ বইমেলায় প্রায় তিরিশ লক্ষ টাকার বই বিক্রি হয়েছে। আমরা বুঝতে শিখেছি, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো যায় না। মোবাইল কখনও বইপোকাদের কাছে বইপড়ার বিকল্প হতে পারে না।



অরিজিৎ বাগচী তরুণ কবি

প্রতি বছর বইমেলা হচ্ছে। কিন্তু নতন পাঠক তৈরি হচ্ছে না। এটা হুজ্জতি হচ্ছে। অনেকেই হুজুগে বইমেলায় চলে আসছে

কিছ এমন বই বের হচ্ছে, যা সাহিত্যের ধার ঘেঁষেও যাচ্ছে না। সাহিত্যের মান খর্ব হচ্ছে। অনেকে আবার ভালো লিখছে। তাঁরা ভালো পাঠক পাচ্ছে। লেখনীতে ধার থাকলে পাঠক আসবেই। চাঁদ উঠলে তো এমনিই দেখতে পাওয়া যায়, কাউকে বলে দিতে হয় না।



অনিকেত দে কলেজ পড়য়া

কবি ও সম্পাদক বাবার ছেলে হওয়ায় জন্মের পরে নতুন নতুন বইয়ের গন্ধ বি বড় হয়েছি। কিন্ত আ<mark>মার</mark>

জেনারেশন বই থেকে অনেকটা দূরে। আড্ডায় আলোচনায় শুধু মোবাইল। বই সহ পুরো পৃথিবীটাই মোবাইলে আবদ্ধ হয়ে আছে। বই আলমারিতে না রেখে তাকে ব্যবহার করতে হবে। সভ্যতাকে এগিয়ে নিতে হলে বই পড়তেই হবে।



বুদ্ধদেব দত্ত, ৬৪ নং স্টল প্ৰতিনিধি, কলেজ স্ট্ৰিট অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতা

এখানে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বই কিনছে ঠিকই তবে যতজন স্টলে আসছে সকলেই বই কিনছে

না। বিশেষ করে স্কুল পড়য়া সকলে বই কিনছে না। যে পরিমাণ কমিশন দেওয়া হচ্ছে, তাতে তাদের মন্ত ভরছে না। নতুন প্রজন্মকে আরও বইমুখী হওয়া দরকার। স্টলে যে পরি<mark>মাণ খরচ হয়েছে তাতে</mark> খুরুচ উঠবে না।



সেখানেই বিশেষ অতিথি হিসেবে মঞ্চ আলোকিত করলেন এই সময়ের বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশের মঞ্চে বেজে চলেছে রাগাপ্রায়ী গান। সেই আবহে বই নিয়ে চলল দীর্ঘ আলা<mark>পচা</mark>রিতা। তাঁর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনায় বসলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধি তানিয়া চৌধুরী।

লকাতা বইমেলার পর এই জেলা বইমেলার অনুভূতি কেমন? শান্ত, স্নিঞ্চ উত্তর, 'ভীষণ ভালো লাগছে। এমন একটা পরিবেশ বইমে<mark>লায়।</mark> একটা অন্যরকম অনুভূতি

কবিতার হাত ধরে প্রথম প্রথচলা শুরু করে পরে গদ্যে পা। প্রশ্ন রাখলাম, এই প্রজন্ম কি বইবিমখ?

উত্তর এল, 'সম্ভবত বিষয়টা সেরকম না। খেয়াল করে দেখবেন, নামজাদা প্রকাশনা সংস্থার বাইরেও আমাদের চেনা এমন অনেক প্রকাশনা সংস্থা রয়েছে যাঁরা খুব ভালো কাজ করছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা ভালো ব্যবসাও দিচ্ছে। বই পড়া যদি কমেই যেত, তাহলে বোধহয় প্রকাশনা সংস্থাগুলো দাঁড়াতেই পারত না।'

সাহিত্যচচরি পাশাপাশি হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। টেক্সট বুকের পাশাপাশি বাচ্চারা অন্য জঁরের বই পড়েং এবার বোধহয় একটু বিমর্ষ হলেন। উত্তরে বললেন, 'বাচ্চাদের রঙিন বইয়ের প্রতি একটা আগ্রহ থাকে। কিন্তু সমস্যা হল যত বড় হয় তারা, তত কম্পিটিশনের চাপ বাড়ে। ফলে, চাকালে যে আগ্রহটা জন্মায়, বড় হওয়ার **ঙ্গ সঙ্গে সেটা অনেকটাই কমে যায়।**' বও জানালেন, অনেকে আবার তারমধ্যেও সাহিত্যচর্চা করেন। সেইসব তরুণ তুর্কীরাই বইমেলার পোকা। বইটা বড় বিষয় হলেও আসল পরিচালক তো

কলম কি পরিবর্তন আনতে পারে... কী মনে হয় <mark>কবির? এবার ঠোঁটের কোনে চিলতে হাসি</mark> ফুটিয়ে রসিক <mark>উত্তর, 'কলমের জন্যই কতজনকে জেলে</mark> যেতে হল। <mark>কতজন দেশ ছাড়ল। এই নজির কি আ</mark>মরা দেখিনি? কত তো দেখলাম। দেখছি।

আলোচনা গুরুগম্ভীর। কিন্তু তাহলে সেই ক্লিশে প্রশ্নটার কী হবে<mark>? অনেকে বলেন, এ</mark>ই প্রজন্ম বই <mark>পড়ে না। তাই যদি হয়, তাহলে কলমে</mark>র খোঁচাটা <mark>কীভাবে পরিবর্তন নিয়ে আসে? তাঁর কথায়, 'ওই যে</mark> বললাম, আমি বিশ্বাস করি এই প্রজন্ম বই পড়ে। হয়তো আমাদের মতো কোলের উপর আয়েশ করে বই পড়ে না। কিন্তু ওই যে কিন্ডেল ভার্সন বা পিডিএফ তো আছে। ল্যাপটপ বা ফোনে তারা বইয়ের সঙ্গে সময় কাটায়, আ<mark>মার বিশ্বাস।</mark>

তিনি লেখায় থাকেন। বৃইয়ের সঙ্গে যা<mark>পন</mark> তাঁর। কবির ভাষ্যে, 'যখন লেখায় ছিলাম না তখ<mark>নও বই</mark>য়ের <mark>সঙ্গে ছিলাম। এখন লিখি, এখনও বইয়ের সঙ্গে</mark> <mark>ভবিষ্যতে লেখায় না থাকলেও তাই করব।' আজ</mark>ও বই নিয়ে একইরকম উচ্ছাস তাঁর। তাই কলকাতা থেকে <mark>এসেছেন মালদায়। বইয়ের টান মিলিয়ে দি</mark>য়েছে উত্তর <mark>ও দক্ষিণকে। এভাবেই, যদি পৃথিবীটা স্বপ্নে</mark>র দেশ হয়!

উচ্চশিক্ষায় জাতীয় শিক্ষানীতির পর্যালোচনা



পতিরাম যামিনী মজমদার মেমোরিয়াল কলেজের ভূগোল বিভাগের উদ্যোগে উচ্চশিক্ষায় জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ব্যবস্থার ওপর ছাত্রছাত্রীদের

এবং পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে রাজ্যস্তরের সেমিনার ও সচেতনতা কর্মসূচি হয়ে প্রধান অতিথি হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অফ অ্যাগ্রিকালচারের ডিন, জ্যোতির্ময় কারফর্মা। বক্তব্য রাখেন ডঃ বাপ্পা প্রামাণিক। উপস্থিত ছিলেন কলেজের টিচার ইনচার্জ রমেন

ভদ্র, প্রিয়াংকা ঘোষ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে জাতীয় শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য, কাঠামো এবং এর কার্যকর প্রয়োগ নিয়ে আলোচনায় ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাগত সুযোগ ও চ্যালেঞ্জের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়। সচেতনতা কর্মস্চিতে ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের মধ্যে এনইপির সুফল এবং এর বাস্তবায়নের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে গভীর অনুধাবনের সুযোগ সৃষ্টি করে। সেমিনার ও কর্মসূচি ছাত্রসমাজ এবং শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়ু। *ছবি ও*

ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের বিবর্তন



বুনিয়াদপুর কলেজের বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত ও আইকিউএসি বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার বিষয়ে একদিনের আন্তজাতিক সেমিনার হয়ে গেল বুনিয়াদপুর কলেজে। প্রায় ৮০ জন ছাত্ৰছাত্ৰী এই সেমিনারে অংশগ্ৰহণ করে। অনলাইন এবং অফলাইন দুটি পদ্ধতিতেই সেমিনারটি হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন ফিলিপিন্সের প্রফেসর জেনেৎসি পাসওয়েল, শ্রীলংকা থেকে ডঃ আদিথা দেশনায়ক, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য ও সুনিমা ঘোষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ বায়গঞ্জ পিনাকী রায় ও ডঃ প্রশান্তকুমার প্রমুখ। সেমিনারের

আলোচ্য বিষয় ছিল সাহিত্য নিয়ে যারা পড়াশোনা করছে, তাদের ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা। কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ জিতেশচন্দ্র চাকী বলেন, সৃষ্টির শুরু থেকে যে শব্দের উৎপত্তি সেখান থেকে কীভাবে ভাষার উৎপত্তি হল, তা নিয়ে আলোচনা। সেখান থেকে কীভাবে ভাষা ও সাহিত্য এল, তার ট্র্যাডিশন নিয়ে আন্তজাতিক সেমিনারের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিবর্তনের বিজ্ঞান আমরা পড়য়াদের বোঝাতে পারলাম। গবেষণার ক্ষেত্রে এ ধরনের সেমিনার ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপযোগী

ছবি ও তথ্য : অনুপ মণ্ডল

প্ল্যাাডনাম জয়ন্তার আলো শিক্ষাঙ্গনে

দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ হাইস্কুলের ৭৫তম বর্ষপুর্তি অনুষ্ঠীন হল। প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসবে প্রায় ৫০০ জনের উপস্থিতি, স্মৃতিচারণা, কবিতা, নাচ, গান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এই প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী অনুষ্ঠান। এত বছর পর নিজের প্রাণপ্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৭৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে স্মৃতির সারণী বেয়ে সকলেই বিচরণ করলেন কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলিতে। কমারগঞ্জ হাইস্কুলের তরফে ৭৫ বছর পূর্তির স্মারক উপহার, ব্যাজ ও স্মর্ণিকা স্থূল ম্যাগাজিন হাতে তুলে দিয়ে বরণ করা হয় সকল প্রাক্তনীদের।

রায়গঞ্জ থেকে এসেছিলেন ১৯৬৪ সালে স্কুল ফাইনাল পাস করা প্রথম ব্যাচের ছাত্রী অপর্ণা ঘোষ ধর । বর্তমানে ৭৬ বছর বয়সি এই প্রাক্তনী জানালেন, 'জীবনের এই পর্বে এসে নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তীতে অংশগ্ৰহণ করতে পেরে এতটাই আনন্দিত যে বলে বোঝাতে পারব না। পরিচালন সমিতির সভাপতি ৮৪ বছর বয়সি অজিতকুমার সরকার কেন্দ্র করে পালিত হয়েছে নানা জানান, 'বিদ্যালয়ের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত স্মৃতিচারণা করতে গেলে একটা ইতিহাস বই হয়ে যাবে।' একই বক্তব্য আরেক প্রাক্তনী ৮৪ বছর বয়সি বীরেশচন্দ্র সাহার।

হাইস্কুলের টিচার ইনচার্জ বর্মন বলেন, 'প্রতিটি মানুষের ও নাটকের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের জীবনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।'

পাশাপাশি রায়গঞ্জের মোহনবাটী হাইস্কুলে প্ল্যাটিনাম জুবিলি উদযাপন কমিটির উদ্যোগে সারাবছর ধরে এই উপলক্ষ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, আলোচনাচক্র ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলো সফল হয়। শেষে তিনদিনের জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় প্ল্যাটিনাম জুবিলি উদযাপন। সাংস্কৃতিক উপসমিতির আহ্বায়ক সঙ্গীতকুমার গৌতম দাস)

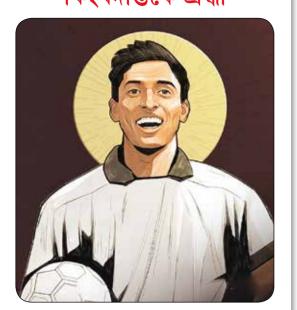
মণ্ডল জানান, 'সাংস্কৃতিক মঞ্চে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নানারকম সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড উপস্থাপিত হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতীদের এবং প্রাক্তন শিক্ষক, স্থানীয় বিশিষ্টজনদের সম্মাননা জানানো হয়।' শিক্ষক বিশ্বজিৎ রায়ের কথায়, 'আমাদের পড়য়াদের সাংস্কৃতিক মননশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে সারাবছর ধরে আয়োজিত হয় নানা অনুষ্ঠান। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ২ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হয় আসামের বিহু নাচ।[?] ৩ জানুয়ারি কোচবিহারের গৌড় চৌধুরীর স্যাক্সোফোন আর বাঁশির সুরে মজেন শ্রোতারা। রাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা পরিবেশিত নাটক 'ভাড়াটে চাই' দর্শকের প্রসংশা কুড়োয়। ৪ জানুয়ারি শেষ সন্ধ্যায় বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ছিল খ্যাতনামা লোকসংগীত শিল্পী ঋষি চক্রবর্তীর লোকগান। উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে

পালিত হল গাজোলের করকচ মধুসূদ্ন হাইস্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষপূর্তি উৎসব। অনুষ্ঠানকে ধরনের ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ৩ জানুয়ারি সকালে পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এবং বিশিষ্টজনদের সংবর্ধনা জানানো ক্ষীরোদচন্দ্র হয়। নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অশোককুমার ভগত জানান, 'বিদ্যালয় এর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ২৪ ডিসেম্বর ক্রীড়া অনুষ্ঠান করা হয়। ৩ এবং ৪ জানুয়ারি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সুবর্ণ জয়ন্তী পূর্তি উৎসব পালন করলাম।' (তথ্য সহায়তা ঃ সাজাহান আলি, সুকুমার বাড়ই,



কিংবদন্তিকে শ্রদ্ধা



বুধবার ছিল প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার চুনি গোস্বামীর ৮৭তম জন্মদিন। মৃত্যুর পাঁচ বছর পরও তাঁকে মনে রেখেছে ফুটবল বিশ্ব। ভারতীয় কিংবদন্তির জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে নিজেদের এক্স হ্যাভেল পেজে শ্রদ্ধা জানাল স্পেনের প্রথমসারির ফুটবল ক্লাব সেভিয়া।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে আসন্ন টি২০ সিরিজের ভারতীয় দলে তিনি নেই। জানা গিয়েছিল, তাঁকে বিশ্রামে রাখা হয়েছে। সেই বিশ্রামের মাঝেই ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন ঋষভ পন্থ। জানা গিয়েছে, দিল্লির হয়ে সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ২৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা রনজি ট্রফির ম্যাচে খেলবেন ঋষভ। শুধু খেলাই নয়, বড় অঘটন না হলে দিল্লি দলকে নেতৃত্বও দিতে চলেছেন ঋষভ। ডিডিসিএ সূত্রে আজ এই খবর জানা গিয়েছে।

ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে জাতীয় দলের সব ক্রিকেটারকেই, কোচ গৌতম গম্ভীরের এমন বার্তার পর ভারতীয় ক্রিকেটে হইচই চলছে। রোহিত শর্মা মুম্বইয়ের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ঠিক তেমনই ঋষভও দিল্লির হয়ে খেলবেন বলে

আজ দল ঘোষণা

জানিয়েছিলেন রাজধানীর ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি রোহন জেটলিকে। আগামীকাল রনজির দ্বিতীয় পর্বের লক্ষ্যে দিল্লির দল নির্বাচন রয়েছে। সেই দল নির্বাচনের মূল আকর্ষণ হতে চলেছেন পন্ত। যদিও ঋষভ রনজি খেলার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেও সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ম্যাচে বিরাট কোহলি খেলবেন কি না, এখনও স্পষ্ট নয়। রাত পর্যন্ত দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার কর্তাদের কাছে কোহলি নিয়ে কোনও তথ্য নেই। যদিও দিল্লির প্রাথমিক স্কোয়াডে



কারণে হর্ষিতের রনজি খেলার সম্মাবনাই নেই। বাতেব কোনও দিকে দিল্লির এক ক্রিকেটকর্তা জানিয়েছেন, 'ঋষভ রনজি খেলার কথা জানিয়েছে। ওকেই দলের অধিনায়ক করে সামনে তাকাতে চাইছি আমরা। তবে কোহলির রনজি খেলা নিয়ে কোনও তথ্য এখনও নেই। আগামীকাল দুপুরে দল নির্বাচনের সময় নির্বাচকরা বিরাটের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরই হয়তো বোঝা যাবে ছবিটা।' উল্লেখ্য পাঁচ ম্যাচে কোহলির নাম রয়েছে। সেই স্কোয়াডে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে দিল্লি রনজিতে খুব নাম রয়েছে হর্ষিত রানারও। যদিও একটা ভালো জায়গায় নেই।

শেষ আটে বাস

বার্সেলোনা, ১৬ জানুয়ারি ফের পাঁচ গোল বার্সেলোনার। স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে ম্যাচটা যেখানে শেষ হয়েছিল বুধবার রাতে সেখান থেকেই শুরু করল কাতালান জায়েন্টরা। এবার কোপা দেল রে-র ম্যাচে তারা ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিল রিয়াল বেটিসকে।

বধবার রাতে কোপা দেল রে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে রবার্ট লেওয়ানডস্কিকে বিশ্রাম দেন বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্রিক। তবও তরুণ তুর্কিদের কাঁধে ভর করে শুরু থেকেই আক্রমণে ঝড় তোলে কাতালান ক্লাবটি। তিন মিনিটেই গোলের খাতা খোলেন গাভি। ড্যানি ওলমোর থেকে বল পেয়ে ঠান্ডা মাথায় তা জালে জড়ান তিনি। প্রথমার্ধেই ব্যবধান বাড়ান জুলেস কুন্দে। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে একে একে স্কোরশিটে নাম তোলেন রাফিনহা, ফেরান টোরেস ও লামিনে ইয়ামাল। উলটোদিকে ম্যাচের শেষলগ্নে পেনাল্টি থেকে বেটিস একটি গোল শোধ করলেও তা



গোলের আনন্দে গাভির কোলে উঠে পড়লেন লামিনে ইয়ামাল।

ম্যাচের গতিপ্রকৃতিতে বিশেষ বদল আনতে পারেনি। এই জয়ের সুবাদে কোপা দেল রে-র কোয়ার্টারে পৌঁছে

চাপে নায়ার, ব্যাটিং কোচ হচ্ছেন সীতাংশু

ম্যাচ ফি বণ্টনে নয়া বিধির প্রস্তাব

নায়ারের চাপ বাড়িয়ে নতুন ব্যাটিং কোচ হিসেবে সীতাংশু কোটাককে নিয়োগ করতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজ, বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ব্যাটিংয়ে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পর থেকেই কাঠগড়ায় অভিযেক নায়ার। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের ভূলের পুনরাবৃত্তিতে প্রশ্ন উঠছে, ব্যাটিং কোচ তাহলৈ কী করছেন?

ব্যর্থতার জেরে বদলাতে চলেছে সাপোর্ট স্টাফ টিম। বিরাট-রোহিতদের ব্যাটিং কোচের দায়িত্বে সম্ভবত সৌরাষ্ট্র, এনসিএ তথা 'এ' দলের দায়িত্ব সামলানো সীতাংশু কোটাক। সবকিছু ঠিকঠাক চললে, আসন্ন ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকেই কাজে যোগ দেবেন। বোর্ড সুত্রের দাবি, 'ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ হিসেবে সীতাংশু কোটাকের নাম বিবেচনা করা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে সম্ভবত কাজ শুরু করবেন। শীঘ্রই বোর্ডের তরফে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হবে।'

গত দুই সিরিজে ব্যাটিং ব্যর্থতাই রদবদলের ভাবনাকে উসকে দিচ্ছে বলে জানান বোর্ডের এক শীর্ষকর্তা। দাবি করেন, গত দুই সিরিজে সিনিয়াররা সহ দলের ব্যাটিং সমস্যায় পড়েছে। একটানা ব্যর্থতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, সাপোর্ট স্টাফ টিমে নতুন অক্সিজেন দরকার। বিশেষত ব্যাটিংয়ের হাল ফেরাতে।

ঘরোয়া ক্রিকেটে যথেষ্ট পরিচিত এবং সফল কোচ। বর্তমানে 'এ' দলের হেডকোচের দায়িত্বেও রয়েছেন। সৌরাষ্ট্রের

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি : অভিষেক হয়ে ১৩০টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ৮০৬১ অন্তর্ভুক্ত করা হলে গম্ভীরের প্রিয়পাত্র রান করেছেন সীতাংশু কোটাক। রনজি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ২০১৩ সালে অবসরের পর পুরো সময়ের কোচিংয়ে। গত নভেম্বরে অজি সফরে ভারতীয় 'এ' দলের হেডকোচ ছিলেন। ২০২৩ সালের অগাস্টে



সীতাংশু কোটাক।

আয়ারল্যান্ড সফরেও জসপ্রীত বুমরাহ ব্রিগেডের দায়িত্ব সামলান। এবার গৌতম গম্ভীরের সংসারে পা রাখার অপেক্ষা।

গম্ভীরের সহকারী কোচ হিসেবে রয়েছেন অভিষেক ও রায়ান টেন ডোসেট। মরনি মরকেল বোলিং কোচ এবং ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ। নির্দিষ্ট করে ব্যাটিং কোচের তকমা না থাকলেও দায়িত্বটা মূলত সামলান নায়ারই। স্বভাবতই সীতাংশুকে

নায়ারের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তা।

ভারতীয় দলে নতুন ব্যাটিং কোচের খবরের মাঝেই চাঞ্চল্যকর পোস্ট কেভিন পিটারসেনের। ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব নিতে। আত্মবিশ্বাসী বিরাট, রোহিতদের চলতি সমস্যা মিটিয়ে দিতে। সমাজমাধ্যমে যে প্রসঙ্গে কেপির ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট- 'আমি উপলব্ধ'। অর্থাৎ, দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত। এদিকে, বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির রিভিউ বৈঠকে নিত্যনতুন তথ্য বেরিয়ে আসছে। তালিকায় নতুন সংযোজন, ম্যাচ ফি বন্টনে নয়া প্রস্তাব। সূত্রের দাবি, বৈঠকে গৌতম গম্ভীর, অজিত আগরকারের (নিবাচক কমিটির প্রধান) সঙ্গে উপস্থিত ভারতীয় দলের এক সিনিয়ার সদস্য বোর্ড কর্তাদের প্রস্তাব দেন, এখনই ম্যাচ ফি বণ্টনের প্রয়োজন নেই। পারফরমেন্স খতিয়ে দেখে তা দেওয়া হোক।

সফরে স্ত্রী-পরিবারকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নয়া বিধির ভাবনার নেপথ্যে নাকি স্বয়ং গম্ভীর। বৈঠকে হেডকোচ দাবি করেন, দলের মধ্যে শৃঙ্খলাভঙ্গ হচ্ছে এর ফলে। দ্রুত যার নিষ্পত্তি দরকার। কোচের প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিয়েই মূলত স্ত্রী-পরিবারের সফরসঙ্গী হওয়ার ওপর কাটছাঁট হতে চলেছে। ৪৫ দিনের সফরে সপ্তাহ দুয়েকের বেশি নাকি থাকতে পারবেন না স্ত্রী-পরিবাররা। পাশাপাশি বিদেশ সফরে দলের সঙ্গে খেলোয়াডদের ব্যক্তিগত হেয়ারস্টাইলিস্ট. রাঁধুনি, নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে যাওয়ার ওপরও বিধিনিষেধ আসতে চলেছে।

'ভুয়ো খবর দ্রুত ছড়ায়'

বেড রেস্টের জল্পনা

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়া থেকে ফেরার পর থেকেই নাকি ঘরবন্দি জসপ্রীত বুমরাহ।

চিকিৎসকরা বেড রেস্টের পরামর্শ দিয়েছেন। কবে বেঙ্গালুরুর ক্রিকেট অফ এক্সেলেন্সিতে (সিওই) রিহ্যাব শুরু করবেন, তা অনিশ্চিত। বিশবাঁও জলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার সম্ভাবনা। যদিও ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই যে খবরের সত্যতা কার্যত খারিজ করে দিয়ে সমর্থকদের আশ্বস্ত করলেন স্বয়ং বুমরাহই। দুই লাইনের টুইটে পরিষ্কার করে দিলেন, খবরটা ভুয়ো।

পূর্ণ বিশ্রামের খবর প্রকাশের পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় বুমরাহ। তাঁকে নিয়ে গতকাল তৈরি হওয়া জল্পনায় জল ঢেলে একা হ্যান্ডেলে লেখেন, 'আমি জানি, ভুয়ো খবর সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। খবরটা শুনে আমার মজা লাগছে। অবিশ্বস্ত সূত্র।' বলার কথা, গতকাল সর্বভারতীয় দৈনিক ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছিল, বেড রেস্টে বুমরাহ। কবে রিহ্যাব শুরু করবেন, নিশ্চিত নয়।

বুমরাহর স্বস্তির টুইট যে আশঙ্কা খানিকটা দূর করে আশার কিরণ দেখাচ্ছে। তবে চ্যাম্পিয়ন্স টফির দলে আদৌ কি থাকবেন. আদৌ কি দেখা যাবে আইসিসি টুর্নামেন্টে, ছবিটা এখনও পরিষ্কার নয়। বলার কথা, ব্যবাহর ফিটনেস নিয়ে নিশ্চিত হয়ে ১১ জানুয়ারি দল ঘোষণার চড়ান্ত সময়সীমা থাকলেও ৭ দিন বাড়তি সময় চেয়ে নিয়েছে ভারত। নাম প্রকাশে অনিচ্ছক বোর্ডের এক কর্তা বৃহস্পতিবার দাবি করেছেন, শীঘ্রই এনসিএ-তে রিহ্যাব প্রক্রিয়া শুরু করবে বুমরাহ। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী ফ্র্যাকচার হয়নি। তবে পিঠ কিছুটা ফুলে রয়েছে। এনসিএ-তে সপ্তাহ তিনেক ধরে চলবে

বুমরাহর রিহ্যাব প্রক্রিয়া। এমনকি বুমরাহর ফিটনেস খতিয়ে দেখার জন্য ১-২টি প্র্যাকটিস ম্যাচ আয়োজনের ভাবনাচিন্তাও রয়েছে ক্রিকেট অ্যাকাডেমির।

এদিকে, কুলদীপ যাদবের ফিটনেস নিয়ে আশার আলো। লম্বা রিহ্যাবের পর নেট-টেনিং শুরু করেছেন চায়নাম্যান স্পিনার। আশাবাদী. ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজেই মাঠে ফিরবেন। নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্টের সময় কুঁচকির চোটে দল থেকে ছিটকে যান। এদিন নিজের বোলিং ভিডিওর সঙ্গে কুলদীপের ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট, 'লক্ষ্য স্থির।'



আমি জানি, ভূয়ো খবর সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। খবরটা শুনে আমার মজা লাগছে। অবিশ্বস্ত সূত্র।

জসপ্রীত বুমরাহ

কুলদীপকে নিয়ে অনিশ্চয়তার জেরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বিকল্প ভাবনায় একাধিক নাম ঘোরাফেরা করছে। হেডকোচ গম্ভীরের প্রিয়পাত্র কলকাতা নাইট রাইডার্সের তারকা বরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গে রয়েছে রবি বিফোইয়ের নামও। পুরোটাই নির্ভর করছে কলদীপের ম্যাচ ফিটনেসের ওপর।

গতকাল বিসিসিআইয়ের তরফে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল নিবাচনের আগে সবার ম্যাচ ফিটনেস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে চান নির্বাচকরা। তবে রিহ্যাব থেকে সরাসরি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, নাকি তার আগে ম্যাচ প্র্যাকটিসে নিজেকে প্রমাণের সুযোগ পাবেন- তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যাচ্ছে কুলদীপকে নিয়ে।

শিলংয়ে দুই ম্যাচ ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : শিলংয়ে খেলবে ভারতীয় ফুটবল দল। সদ্যই নতুন করে তৈরি হয়েছে ওখানকার ফুটবল স্টেডিয়াম। পরিস্থিতির বিরাট কোনও পরিবর্তন না হলে, এই মাঠেই এবার হতে চলেছে ২০২৭ সৌদি আরব এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ভারতের প্রথম ম্যাচ। আগামী ২৫ মার্চ বাংলাদেশের বিপক্ষে ওই মাঠে খেলবেন মনবীর সিং-সন্দেশ ঝিংগানরা। তার আগে ২০ তারিখ একই মাঠে মালদ্বীপের বিপক্ষে একটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলার কথা ভারতের। যদিও সরকারি ঘোষণা এখনও বাকি। একাধিক স্প্যানিশ ও বিদেশিদের টপকে ডিরেক্টর ইন্ডিয়া টিমস হিসেবে নিযক্ত হলেন ভারতের প্রাক্তন গোলরক্ষক সুব্রত পাল।

করুণ ৭৫২!

ভদোদরা, ১৬ জানুয়ারি বিজয় হাজারে ট্রফির দ্বিতীয় সেমিফাইনালেও দাপট অব্যাহত করুণ নায়ারের। ৪৪ বলে বিস্ফোরক অপরাজিত ৮২ রানের ইনিংসে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদর্ভকে পৌঁছে দেন ৩৮০/৩ স্কোরে। দুই ওপেনার ধ্রুব শোরে (১১৪) ও যশ রাঠোর (১১৬) শতরান পেয়েছেন। এদিনের ইনিংসের সুবাদে বিজয় হাজারে টুফিতে করুণের সংগ্রহ পৌঁছেছে ৭৫২ রানে। চলতি প্রতিযোগিতায় তিনি মাত্র একবার আউট হয়েছেন। যার ফলে তাঁর গড় দাঁড়িয়েছে চোখ কপালে তুলে দেওয়া মতো, ৭৫২! রানতাডায় নেমে মহারাষ্ট্র ৭ উইকেটে ৩১১ রানে শেষ করে। আবারও ব্যর্থ হয়েছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। অর্শিন কুলকার্নি ৯০ ও অঙ্কিত বাউনে ৫০ রান করেন।

কোয়াটারে সিশ্ব

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি ওঁপেন সুপার ৭৫০ ব্যাডমিন্টনে কোয়াটরি ফাইনালে উঠলেন পিভি সিন্ধু। বৃহস্পতিবার তিনি ২১-১৫, ২১-১৩ পয়েন্টে হারিয়েছেন বিশ্ব র্যাংকিংয়ে ৪৬ নম্বরে থাকা জাপানের মানামি সুইজুকে। পুরুষদের সিঙ্গলসে শেষ আটে জায়গা করে নিয়েছেন কিরণ জর্জও।

মর অপেক্ষায় উন্সি পিচ ইডেনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে ওঠার দিনগুলো তাঁর কেটেছে ইডেন গার্ডেনেই। সেই ইডেন গার্ডেনেই আগামী বুধবার

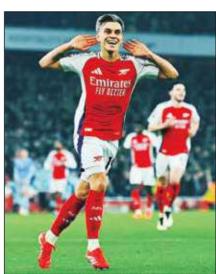


টিম ইন্ডিয়ার নতুন ওডিআই জার্সি হাতে মহম্মদ সামি।

আন্তজাতিক প্রত্যাবর্তন ঘটাতে চলেছেন মহম্মদ সামি। তাঁর অপেক্ষায় তৈরি হচ্ছে ক্রিকেটের নন্দনকানন।

টিকিটের চাহিদাও বাড়তে শুরু করেছে। আগামী শনিবার ভারত ও ইংল্যান্ড, দুই দলই কলকাতায় পৌঁছে যাচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, সূর্যকুমার যাদব, জস বাটলাররা কলকাতায় পৌঁছে গেলে টিকিটের চাহিদা আরও বাড়বে।

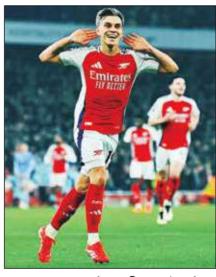
২২ জান্য়ারি ভারত বনাম ইংল্যান্ডের আন্তজাতিক টি২০ ম্যাচকে কেন্দ্র করে ক্রিকেটের নন্দনকাননে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তৈরি হচ্ছে পিচ। ক্রিকেটের নন্দনকাননের বাইশ গজ মানেই গতি, বাউন্সের ঝনঝনানি এবারও তেমনই থাকছে পিচ। যদিও অতীতের তুলনায় এবার ঘাসের পরিমাণ কম থাকছে বলে খবর। ইডেনের কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, স্থানীয় ক্লাব ক্রিকেটের পাশে ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডেরও বেশ কিছু ম্যাচ হয়েছে ইডেনে। ফলে আন্তৰ্জাতিক টি২০ ম্যাচের জন্য আলাদাভাবে পিচ তৈরি করা কঠিন। কিন্তু তারপরও ইডেনের বাইশ গজে বাউন্স থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি। সুজনের কথায়, 'কুড়ির ক্রিকেটে সবসময়ই স্পোর্টিং বাইশ গজের কথা বলা হয়। ইডেনে অতীতের রীতি মেনে তেমনই পিচ হবে। থাকবে বাউন্সও। এই বাউন্স সামির পরিচিত।' টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীরও কেকেআরের সঙ্গে দীর্ঘসময় যক্ত থাকার সবাদে ক্রিকেটের নন্দনকাননের পিচ সম্পর্কে অবহিত। ফলে কলকাতায় পৌঁছানোর পর গম্ভীরের পরামর্শ ও নির্দেশ কী হতে চলেছে, তা নিয়েও আগ্রহ রয়েছে ক্রিকেটমহলে। যদিও ইডেনের কিউরেটারের দাবি, ভারতীয় দলের তরফে পিচ নিয়ে এখনও কিছু জানানো হয়নি।



গোলের পর আর্সেনালের লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড।

পিছিয়ে থেকেও জয় আর্সেনালের

লন্ডন, ১৬ জানুয়ারি : নর্থ লন্ডন ডার্বিতে জয় পেল আর্সেনাল। বুধবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে তারা ২-১ গোলে হারাল টটেনহাম হটস্পারকে। অথচ ম্যাচের শুরুটা ভালো হয়নি গানার্সদের। ২৫ মিনিটে কোরিয়ান তারকা সন হিউং-মিনের গোলে পিছিয়ে পড়ে তারা। ৪০ মিনিটে স্পার্স ডিফেন্ডার ডোমিনিক সোলাঙ্কির আত্মঘাতী গোলে সমতায় ফেরে আর্সেনাল। ৪৪ মিনিটে তাদের হয়ে জয়সচক গোলটি করেন লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড। ম্যাচের পর উচ্ছুসিত আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা বলেছেন, 'আমি দলের পারফরমেন্সে গর্বিত। লিগ কাপ ও এফর্এ কাপ থেকে বিদায়ের পর এই জয়টা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এফএ কাপে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কাছে পরাজয়টাই ঘুরে দাঁড়ানোর অণুপ্রেরণা জুগিয়েছে। এই ম্যাচ জেতার সুবাদে ২১ ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল। এক ম্যাচ কম খেলে ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল।



ার্ডের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ হরভজনের

বোর্ড। ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলতে একদিকে সিনিয়ার ক্রিকেটারকে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার নিদান দিচ্ছে। অথচ সেই ঘরোয়া ক্রিকেটে ভূরিভূরি রান করা করুণ নায়ার, অভিমন্য ঈশ্বরণরা ব্রাত্য টেস্ট দলে! বোর্ড, নির্বাচকদের যে ইস্যুকে একসুরে বিঁধলেন হরভজন সিং, রবিন উথাপ্পারা। রবিন উথাপ্পার যুক্তি, প্রতি মরশুমেই প্রায় হাজারের ওপর রান করে চলেছে বাংলার অভিমন। বারবার জাতীয় দলের দরজায় টোকা মারলেও দরজা খোলেনি। তাহলে

লাল বলের ঘরোয়া ক্রিকেট যদি টেস্ট দ্বিচারিতা করছে ভারতীয় ক্রিকেট দলে নির্বাচনের মাপকাঠি না হয়,

তাহলে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। হরভজন সিংয়ের গলায় 'ঘরোয়া ক্রিকেট'বোর্ডের নিদান নিয়ে কটাক্ষের সুর। বিজয় হাজারে ট্রফিতে ৬৬৪ ব্যাটিং গড়ের মালিক নায়ারের প্রসঙ্গ টেনে প্রাক্তন অফস্পিনারের দাবি 'ওর পরিসংখ্যানে চোখ বুলোচ্ছিলাম। ২০২৪-'২৫ মরশুমে ৬টি ইনিংস খেলে ৫টিতেই অপরাজিত থেকে ৬৬৪ রান করেছে। ওটাই ব্যাটিং গড়! নিচ্ছে না। এটা অবিচার। অনেকে তো দুই ম্যাচের পারফরমেন্সের সুবাদেই

আইপিএলের হাত ধরে টেস্ট টিমেও ঢুকে পড়ছে। তাহলে করুণ নায়ারের ক্ষেত্রে আলাদা নিয়ম কেন?'

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ভাজ্জির অভিযোগ, 'সবাই রোহিত হও না কেন, ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলতে শর্মা, বিরাট কোহলির অফ ফর্ম নিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটই সঠিক মঞ্চ। যুবরাজ

এদিকে, যুবরাজ সিং আবার

'ঘরোয়া ক্রিকেট দাওয়াই'-এর পক্ষে। প্রাক্তনের দাবি, যত বড় ক্রিকেটার

ঘরোয়া ক্রিকেটই সঠিক বিকল্প: যুবরাজ

কথা বলছে, রনজি ট্রফি খেলার পরামর্শ দিচ্ছে। কিন্তু যারা রনজিতে সবসময় মনে করি, সময় থাকলে স্ট্রাইক রেট ১২০। তারপরও ওকে খেলছে, রান পাচ্ছে, তারা কেন খেলো। আর ছন্দে না থাকলে অবশ্যই অবহেলিত? তাহলে কবে খেলবে খেলা উচিত। প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সেরা ওরা? এখনও বুঝতে পারি না টেস্টে ঘরোয়া ক্রিকেটের গুরুত্ব কোথায়? ডাক পাচ্ছে। কেউ কেউ আবার ট্রিপল সেঞ্চরির পরও কেন বাদ

বলেছেন, 'ঘরোয়া ক্রিকেট গুরুত্বপূর্ণ। জায়গা।

সেলেব্রিটি

করুণ নায়ারের পরিসংখ্যানে চোখ বুলোচ্ছিলাম। ২০২৪-'২৫ মরশুমে ৬টি ইনিংস খেলে ৫টিতেই অপরাজিত থেকে ৬৬৪ রান করেছে। ওটাই ব্যাটিং গড়! স্ট্রাইক রেট ১২০। তারপরও ওকে নিচ্ছে না। এটা অবিচার। অনেকে তো দুই ম্যাচের পারফরমেন্সের সুবাদেই ডাক পাচ্ছে।

হরভজন সিং

আরও বলেছেন, 'সিরিজ থরে বিচারের পক্ষপাতী নই আমি। সাফল্য পেলে প্রশংসায় ভাসবে, পরের সিরিজে ব্যর্থ হলেই গেল গেল রব। আমার মতে, ৩-৪ বছরের পারফরমেন্স মাথায় রাখা উচিত। আর গৌতম গম্ভীর সবে দায়িত্ব নিয়েছে। রোহিত অপরদিকে কয়েক মাস আগে টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছে। ওডিআই বিশ্বকাপে ভারত ফাইনালে খেলেছে। আইপিএলে পাঁচবারের জয়ী অধিনায়ক। তারপরও গত টেস্টে নিজেই সরে দাঁড়িয়েছে! অতীতে কয়জন অধিনায়ক এটা করতে পেরেছে १

অস্ট্রেলিয়া সফরের স্মৃতিতে মজে জসপ্রীত বুমরাহ। ক্যাঙারুর সঙ্গে খেলার এই ছবি পোস্ট করলেন সামাজিক মাধ্যমে।

ভারতের ব্রহ্মাস্ত্র,

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি : ব্রিসবেন টেস্টে সুযোগ পাওয়ার পরই আকাশ দীপ প্রমাণ করেছিলেন, তাঁর মধ্যে সফল হওয়ার মশলা রয়েছে। হয়তো প্রচর উইকেট তিনি পাননি। কিন্তু বল হাতে অস্ট্রেলিয়া শিবিরে চাপ তৈরি করতে পেরেছিলেন। সিডনিতে সিরিজের শেষ টেস্টে চোটের কারণে খেলা হয়নি তাঁর। সেই চোটের কারণেই আপাতত ক্রিকেটের বাইরে বিশ্রামে রয়েছেন আকাশ। তার মধ্যেই আজ সংবাদমাধ্যমে তাঁর মিশন অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে মুখ খুলেছেন। জানিয়েছেন, স্যুর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের সিরিজ তাঁর জীবনটাই বদলে দিয়েছে। আর বদলে যাওয়া সেই জীবনে বিশাল প্রভাব রয়েছে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও টিম ইভিয়ার এক নম্বর জোরে বোলার জসপ্রীত বুমরাহর। প্রিয় বুমরাহভাইয়ের থেকে এমন সব পরামর্শ তিনি পেয়েছেন, যা চিরকাল মনে রাখবেন আকাশ। তাঁর কথায়, 'বমরাহভাই অসাধারণ একজন মানষ। দর্দন্তি ক্রিকেটীয় স্কিল। ভারতীয় দলের ব্রহ্মাস্ত্র হল বুমরাহভাই।'

অতীতে কখনও অস্টেলিয়া যাননি আকাশ। ফলে স্যুর ডনের দেশে কীভাবে নিজেকে মেলে ধরতে হয়, কীভাবে

পারফর্ম করতে হয়, অভিজ্ঞতা ছিল না তাঁর। অস্ট্রেলিয়া পৌঁছানোর পর থেকেই তিনি বুমরাহর ক্লাসে। আকাশের কথায়, 'হতে পারে অস্ট্রেলিয়ায় আমরা সিরিজ জিততে পারিনি। হতে পারে অস্ট্রেলিয়া সফরটা সফল হয়নি আমাদের। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি যা অভিজ্ঞতা সফল হওয়ার চেষ্টার ত্রুটি সঞ্চয় করেছি, তা আমার সারা জীবনের সম্পদ। বিশেষ করে বুমরাহভাইয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সবসময় ওঁর পরামর্শ পেয়েছি। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। তাঁরা আমার উপর ভরসা রেখেছিল। সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি।' আকাশের মরিয়া চেষ্টার পরই ১-৩ ব্যবধানে সিরিজ হেরেছে টিম ইন্ডিয়া। ভারতের

জীবন বদলে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া সফর

বিরাট ও রোহিতভাইয়ের

ছিল না। কিন্তু তারপরও ওরা রান পায়নি। কেন পায়নি, বলা কঠিন। কিন্তু আমি ওদের ব্যাটিং ইনটেন্টে কোনও সমস্যা দেখিনি।

আকাশ দীপ

সিরিজ হারের সঙ্গে রয়েছে দল নিয়ে বিস্তর বিতর্কও। বুমরাহ অবশ্য সেই বিতর্কের মধ্যে ঢুকতে চাইছেন না। তাঁর কথায়, 'মাঠের বাইরে কে বা কারা কী বলছেন, জানা নেই। ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি।

অস্ট্রেলিয়া সফরে টিম ইন্ডিয়ার ব্যর্থতার মূল কারণ দলের ব্যাটারদের ব্যর্থতা। রোহিত, বিরাট কোহলিদের ক্রিকেট কেরিয়ারের ভবিষ্যৎ নিয়েও চলছে জল্পনা। আকাশ বলছেন, 'বিরাট ও রোহিতভাইয়ের সফল হওয়ার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু তারপরও ওরা রান পায়নি। কেন পায়নি, বলা কঠিন। কিন্তু আমি ওদের ব্যাটিং ইনটেন্টে কোনও সমস্যা দেখিনি।' এদিকে, আগামী জুন মাসে টিম ইন্ডিয়ার ইংল্যান্ড সফরের আগে ভারতীয় 'এ' দল বিলেতে হাজির হয়ে তিনটি চারদিনের ম্যাচ খেলতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, ২৫ মে কলকাতায় আইপিএল ফাইনালের পর টিম ইন্ডিয়ার মূল স্কোয়াডের অনেক সদস্যই ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে তিনটি চারদিনের ম্যাচে অংশ নিতে পারেন। মিশন ইংল্যান্ডের প্রস্তুতি হিসেবে 'এ' দলের তিনটি ম্যাচ মহা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলে খবর।

খালিদ ব্রিগেডকে নিয়ে সতর্ক বাগান

ঘরের মাঠে অপ্রতিরোধ্য জামশেদপুর

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : শুধু কলকাতা নয়, জামশেদপুরেও খালিদ জামিলের কুসংস্কার নিয়ে নানা মজার মজার গল্প ওখানকার ফুটবল মহলে চালু হয়ে গেছে। তবে যাই হোক না কেন, সকলেই এক বাক্যে দুটি জিনিস স্বীকার করে নেন। এক, ঘরের মাঠে খালিদের ট্র্যাক রেকর্ডের ধারেকাছে নেই আগের কোনও কোচ। আর দ্বিতীয়ত, কোচের পরিশ্রম ও কপালের জোরেই জামশদপর এফসি-র এত রমরমা এবার। যদিও তাঁকে প্রশ্ন করলে একটাই উত্তর আসবে. 'ছেলেরা অসম্ভব পরিশ্রম করছে বলেই মাঝের ওই খারাপ সময়টা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি।' তবে শুধুই পরিশ্রমের উপর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে নেই তিনি। প্রতিপক্ষকে মেপে নেওয়ার কাজটা আগেই যবভারতী ক্রীডাঙ্গনে খেলার সময়েই গ্যালারি থেকে করে এসেছিলেন। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'ওঁদের আটাক লাইন আইএসএলের সেরা। তাই আমাদের সাবধান তো থাকতেই হবে।' ঘটনা হল, জামশেদপুরের দিফেন্স যে বেশ পলকা তার প্রমাণ ১৩ গোল খাওয়ায়। সেখানে মোহনবাগান একাধিক ম্যাচে ক্লিনশিট রেখে গোল খেয়েছে মাত্র ১৩। জাভিয়ের সিভেরিও তাই মোহনবাগানকে নিয়ে ভাবতে নারাজ। বলে দেন, 'ওরা অনেক বড় দল। বিরাট বাজেট। ডিফেন্সে দুই বিদেশি বা বাকিরাও দুর্দান্ত। তাই ওদের নিয়ে ভেবে লাভ নেই। আমাদের ভালো খেলতে হবে।' দলে কোনও চোট-আঘাত বা কার্ড সমস্যা না থাকা স্বস্তি দিচ্ছে খালিদকে।

জামশেদপুরের যেটা শক্তি, হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার এখনও পর্যন্ত সেটাই খানিকটা অস্বস্তি। তাঁর দল এখনও পর্যন্ত লিগে দুই ম্যাচ হেরেছে। উভয়ই অ্যাওয়ে এবং প্রথম চারে থাকা দুই দল বেঙ্গালুরু এফসি ও এফসির গোয়ার বিপক্ষে। চার নম্বরে থাকা জামশেদপুর ঘরের মাঠে ভয়ংকর। তাই কাজটা যে সহজ নয় একথা



পায়ের জোর বাড়ানোর ট্রেনিংয়ে দিমিত্রিস পেত্রাতোস।

'ডার্বি জিতেছি বলে আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। প্রথম দফায় নিজেদের মাঠে সহজেই জিতেছিলাম. সেটাও অতীত। এখন ওরা দর্দান্ত খেলছে। আগের ম্যাচটাই আধিপত্য নিয়ে জিতেছে। তাছাড়া ওরা ঘরের মাঠে অপ্রতিরোধ্য। একটা বাদে সব ম্যাচ জিতেছে নিজেদের মাঠে। তাই শুক্রবারের ম্যাচ খুব কঠিন হবে। যবভারতীতে না খেললেও এখানে

আইএসএলে আজ জামশেদপুর এফসি বনাম মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট স্তান:জামশেদপর **সম্প্রচার** : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

জর্ডন মারে এখন গোলের মধ্যে। ভালো খেলছেন ফ্রি-কিক স্পেশালিস্ট বাগানের প্রাক্তনী জাভি হার্নান্ডেজও। মোহনবাগানকে ভোগাচ্ছে চোট-আঘাত সমস্যা। গ্রেগ স্টুয়ার্ট-দিমিত্রিস পেত্রাতোসরা পরো ম্যাচ খেলার মতো ফিট কিনা সেটা ডার্বিতে শেষদিকে নামায় বোঝা যায়নি। যদিও মোলিনা বলেছেন, 'কাকে কখন খেলাব, সেটা

বলতে এতটুকু দ্বিধা নেই মোলিনার, তো এখন বলা সম্ভব নয়। তবে ওরা শুরু থেকে খেলার জন্য তৈরি।' শুধু অনিরুদ্ধ থাপা এবং আশিক করনিয়ান ছাডা বাকিরা ফিট বলে দাবি তাঁর। মোহনবাগানের অন্যতম প্রধান

> শক্তি, দুই উইংয়ে মনবীর সিং ও লিস্টন কোলাসোর ডানা মেলে প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করা। ডার্বি জিতলেও সেদিন খানিকটা নিষ্প্রভই লেগেছে দুজনকে। এতে বিরক্ত মোলিনা। তাই এদিন দুপুরে বাসে করে জামশেদপুর রওনা দেওয়ার আগে পর্যন্ত উইং নিয়ে প্রচুর অনুশীলন করান বলে অন্দরের খবর। এই বিষয়টা যে তাঁকে ভাবাচ্ছে সেটা বোঝা যায় যখন বলেছেন, 'আমার ছেলেদের পারফরমেন্সে আমি খুশি। কিন্তু আরও উন্নতি করতে সাহায্য করাই কোচ হিসাবে আমার কাজ। তাই আমার দলকে গোল করা, ডিফেন্ডিং, আরও ভালো বোঝাপড়া তৈরি. সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, সবেতেই আরও উন্নতি করতে হবে।'

> সেই উন্নতি আদৌ হল কিনা. সেই পরীক্ষা শুক্রবার। তিন পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে নিজেদের প্রতিষ্ঠাকে আরও জোরালো করা গেল নাকি ইস্পাতনগবীব ফার্নেসেব আঞ্চন খানিকটা হলেও থমকে যেতে বাধ্য করে বাগানের পালতোলা নৌকোকে, সেটাই এখন দেখার।

মাঝমাঠে জিকসনের সঙ্গী হয়তো মহেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি : ক্লেইটন সিলভাকে ছাড়াই এফসি গোয়া ম্যাচের প্রস্তুতিতে মগ্ন ইস্টবেঙ্গল। অনুশীলন তখন মাঝপথে। সাজঘর থেকে বেরিয়ে হোটেলের পথ ধরলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা।

সেরা ছন্দে না থাকলেও লাল-হলুদ জনতার কাছে এই মুহূর্তে সবেধন নীলমণি সেই ক্লেইটনই। স্বাভাবিকভাবেই গোয়া ম্যাচে তিনি অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় উদ্বিগ্ন সমর্থকরা। ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার মাঠ ছাড়ার সময় জানালেন তিনি পিঠের ব্যথায় কাবু। বলেছেন, 'মাঝেমধ্যেই এই সমস্যা হয়। ওষুধ খাচ্ছি। নইলে আমি অনুশীলন করছি না, এমন খুব একটা হয় না।' তাঁর সংযোজন, 'একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার নেই। দলের আমাকে প্রয়োজন।' বৃহস্পতিবারও লাল-হলুদ অনশীলনে গরহাজির আনোয়ার আলি। এদিনও মাঠে এসে কোচ অস্কার ব্রুজোঁর সঙ্গে কথা বলে ফিরে গেলেন হেক্টর ইউস্তে। গোয়া ম্যাচে খেলতে পারবেন কি না জিজ্ঞাসা করা হলে বলেছেন, 'কিছু সমস্যা রয়েছে। চেষ্টা করব মাঠে নামার।' সত্রের খবর পরোনো চোটই ভোগাচ্ছৈ স্প্যানিশ ডিফেন্ডারকে। ফলে প্রথম একাদশ সাজাতে রীতিমতো হিমসিম খাচ্ছেন অস্কার ব্রুজোঁ। এদিন রক্ষণে তিনি খেলান নন্দকুমার শেখরকে। গোয়া ম্যাচে সৌভিক চক্রবর্তী না থাকায় মাঝমাঠে জিকসন সিংয়ের সঙ্গে হয়তো জুটি বাঁধবেন নাওরেম মহেশ সিং।

মহমেডানে মাডোল চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি: বেতন সমস্যা নিয়ে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে ডামাডোল অব্যাহত। ক্লাবের কোচ, খেলোয়াড়, ক্লাবকর্তা থেকে বিনিয়োগকারী কারও সঙ্গে কারও পারস্পরিক বোঝাপড়া নেই। চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচের আগে বেতন সমস্যা নিয়ে বিদ্রোহ করেছিলেন ফুটবলাররা। সেই নিয়ে বৃহস্পতিবার ক্লাবে ফুটবলারদের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা ছিল ক্লাবকর্তা ও বিনিয়োগকারী সংস্থার[।] কিন্তু কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ তিনদিনের ছটি দেওয়ায় ফটবলাররা কেউ বৈঠকে আসেননি। তাই কোচের সঙ্গে বৈঠক করেন কর্তারা। বৈঠক শেষে কতাদের দাবি, কোনও বেতন সমস্যা নেই। নভেম্বর পর্যন্ত বেতন মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফটবলারদের বাইরে থেকে উসকানি দেওয়া হচ্ছে। আসলে সমস্যা ধামাচাপা দিতে প্রত্যেকে নিজেদের ওপর থেকে দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন। পাশাপাশি নিজেদের পিঠ বাঁচাতে 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব'-র কথা

য়ি মেদভেদেভের

মেলবোর্ন, ১৬ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে তৃতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র আদায় করে নিলেন জানিক সিনার, ইগা সোয়াতেক। বৃহস্পতিবার রড লেভার এরিনায় চার সেটের লডাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার ট্রিস্টান স্কুলকেটকে হারালেন সিনার। ট্রিস্টানের কাছে প্রথম সেট হেরে গেলেও হাল ছাড়েননি। পরের তিনটি সেট জিতে ম্যাচ পকেটে পুড়ে নেন ইতালিয়ান টেনিস তারকা। ম্যাচের ফল সিনারের পক্ষে ৪-৬, ৬-৪, ৬-১, ৬-৩। তবে অঘটন এদিনও ঘটল। দ্বিতীয় রাউন্ডে বিদায় নিলেন পঞ্চম বাছাই ড্যানিল মেদভেদেভ। ৪ ঘণ্টা ৪৯ মিনিটের লড়াইয়ে মেদভেদেভ ৩-৬, ৬-৭ (৪/৭), ৭-৬ (১০/৮), ৬-১, ৬-৭ (৭/১০) গ্রেম আমেরিকার লানরি তিয়েনের বিরুদ্ধে হেরে যান। অন্যদিকে, দ্বিতীয় রাউন্ডে সহজ জয় ছিনিয়ে নিলেন ইগা সোয়াতেক।



ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে রাকেশ বিশ্বাস। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

৫ উইকেট রাকেশের

বালুরঘাট, ১৬ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে বৃহস্পৃতিবার বালুরঘাট টাউন ক্লাব ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ৭ উইকেটে দ্য গ্রিন ভিউ ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। বৃহস্পতিবার গ্রিনভিউ টসে জিতে ২৬.৪ ওভারে ৬৫ রানে গুটিয়ে যায়। আকাশ সেনগুপ্ত ১২ রান করেন। ম্যাচের সেরা রাকেশ বিশ্বাস ২১ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করেন দেবজিৎ দাস (১৯/৩)। জবাবে টাউন ৭.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ৬৯ রান তুলে নেয়। পুলক দাস ও দীপরঞ্জন দাস ২১ রান করেন। সায়ন্তন দাস ২৪ রানে নেন ২ উইকেট নেন।

ফাইনালে বিএসসি

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জানুয়ারি জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল বিএসসি ইস্ট বেঙ্গল। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ৯ উইকেটে সানরাইজ স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। অরবিন্দনগর ক্লাবের মাঠে সানরাইজ প্রথমে ৩০.৫ ওভারে ১১২ রানে অল আউট হয়। সঞ্জয় দাস ১৪ রান করেন। পঙ্কজ খাড়িয়া ২৪ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে ইস্টবেঙ্গল ১০.৩ ওভাৱে ১ উইকেটে ১১৫ রান তুলে নেয়। শুভম ঘোষ ৪৫ ও সম্রাট ভট্টাচার্য ৪২ রানে অপরাজিত ছিলেন।

৪ উইকেট সুদীপের

জলপাইগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বহস্পতিবার কিশোর মিলন সংঘ ৩৮ রানে ইভিনিং ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমে কিশোর মিলন ১৮৯ রানে অল আউট হয়। সৌরভ শর্মা ৩৬ ও সঞ্জয় সিংহ ২১ ও গৌরাঙ্গ গুহ। ফাইনালে তারা রান করেন। সুদীপ দাস ৩৮ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।ভালো বোলিং করেন দেবরাজ দাস (৩৩/৩)। ফাইনালের জবাবে ইভিনিং ২৭.৩ ওভারে ১৫১ প্রতিযোগিতার সেরা স্বপন।

রানে গুটিয়ে যায়। বিকি সিং ৩৬ ও শুভঙ্কর বিশ্বাস ২৬ রান করেন। দেবাংশু রায় ১৪ ও অরিন্দম শীল ২৫ রানে নেন ২ উইকেট।

সেমিতে এসকেআর

জলপাইগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার চলছে ষড়শিবালা দত্ত ও বিমলেন্দু চন্দ ট্রফি মহিলা ফুটবলে সেমিফাইনালে সাউথ বেরুবাড়ি গৌরচণ্ডী এসকেআর ফুটবল অ্যাকাডেমি। বৃহস্পতিবার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালৈ তারা ৫-০ গোলে ইয়েলমো ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে।জেওয়াইসিসি মাঠে ম্যাচের সেরা বিনা রায় জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি গোলগুলি সুমিত্রা রায়, শুকরিতা রায় ও পুষ্পিতা রায়ের।

চ্যাম্পিয়ন স্বপন-গৌরাঙ্গ

চ্যাংরাবান্ধা, ১৬ জানুয়ারি দক্ষিণায়ন ক্লাবের নৈশ ব্যাভমিন্টন শুরু হল বুধবার রাতে। প্রথম দিনে ভেটেরান্স বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন স্বপন চক্রবর্তী ২-১ গেমে সেলিম সরকার ও সুজন সরকারকে হারিয়েছেন। সেরা গৌরাঙ্গ



চ্যাম্পিয়ন কোচবিহার

কোচবিহার, ১৬ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃস্কল ভলিবলে মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল কোচবিহার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। ফাইনালে তারা ২৫-১৯, ২৫-১২ পয়েন্টে শ্রী হিন্দি বিদ্যালয়কে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে ফাইনালের সেরা হিন্দি বিদ্যালয়ের সুমন বিন। প্রথম সেমিফাইনালে হিন্দি বিদ্যালয় ২-০ সেটে সিস্টার নিবেদিতা হাইস্কলের বিরুদ্ধে জয় পায়। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নিউটাউন গার্লস স্কুলকে ২-১ সেটে হারায় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।ছেলেদের বিভাগে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে সদর গভর্নমেন্ট হাইস্কল. বাউদিয়ারডাঙ্গা হাইস্কুল, গোসানিমারি হাইস্কুল, কোকিলাদেবী হাইস্কুল, সিতাই হাইস্কুল, হাজরাহাট হাইস্কুল। শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনাল. সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলা হবে।

জয়ী মধুবন

সামসী, ১৬ জানুয়ারি: চন্দ্রপাড়া আদর্শ ক্লাবের ফুটবলৈ বৃহস্পতিবার চৌধরীপাড়া ২-০ গোলে নুরগঞ্জকে হারিয়েছে। চৌধুরীপাড়ার সারেন মুর্মু জোড়া গোল করেন। অন্য ম্যাচে মধুবন ২-১ গোলে বালুরঘাটের বিরুদ্ধে জয় পায়। মধবনের বাবরাম মান্ডি ও জয়ন্ত গোল করেন। বালুরঘাটের গোলটি সূর্য মুর্মুর।

হুগলির ৩০৭

রায়গঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি আন্তঃজেলা অনুধর্ব-১৮ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে টসে জিতে হুগলি ৭৬ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ৩০৭ রান তোলে। আয়ুষকুমার সাহা ৪৯ ও সাহিল মণ্ডল ৫৬ রান করে। রেজুয়ান আনসারি ৪ উইকেট পেয়েছে। জেভি জ্ঞানেন্দ্র আনন্দ ও মহম্মদ তারিফ আনজুম ২ উইকেট নেয়।

জিতল দাস

রায়গঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাবের অলকানন্দ দে ট্রফি ফুটবলে শুক্রবার দাস মোবাইল ফুটবল ক্লাব টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে ডিএসএ কোচিং সেন্টারকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা হন মনোজিৎ রায়।

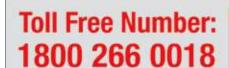


















Hero MotoCorp Ltd. Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kuni Phase - II. New Delhi - 110070. India. | CIN: L35911DL1984PLC017354 | For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorised outlet or visit us on www.heromotocorp.com. Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. "As per cumulative dispatch data till October 2024. *Finance offer is at the sole discretion of the Financier, subject to its respective T&Cs. *Flipkart and Amazon offers are subject to the sole discretion & T&Cs of respective organisations.